পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তত্ত্ব।

শ্রীবিনোদবিহারী রায় প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৪নং মিডিল রোড, ইটালি, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে

শ্রীকুসুমকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮ সাল, ৫৬৪৩৭ সৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১॥০, বাঁধা ১৸০ আনা।

ভূমিকা।

চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলের কিয়দংশ সাধারণের হস্তে প্রদান করিলাম। আমি লেখক নহি। লেখক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্যও এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি না। বাল্যকালে ইতিহাসে পড়িয়াছি, **অমুক সময় হইতে তৎপূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না।** সেই সময় হইতেই প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালের ইতিহাসের অভাব পূরণের একটা দুরাকাঙ্খা হৃদয়ে জাগিয়াছিল। এতদিনে সর্ব্বনিয়ন্তার নির্দ্দেশক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

জ্যোতিষ ও বেদের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়া ভূতত্ত্ব বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এই পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসিত ঘটনা লিখি নাই। প্রত্যেক বিষয় প্রমাণ সহ লিখিয়াছি। সৃষ্টি হইতে প্রাচীন কালের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, রূপক ভাঙ্গিয়া প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিয়াছি, রূপকটী শুনিতে যেমন অসম্ভব বোধ হয়, উহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিতে তেমনি সম্ভব বোধ হইবে। বিদেশী বিচারের আদর্শ অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করি নাই, দূরেও পরিত্যাগ করি নাই বা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহার বিচারও করি নাই। নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া প্রমাণ সহ সকল বিষয় লিখিয়াছি।

প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালের সম্পূর্ণ পুরাতত্ত্ব এক সঙ্গে প্রকাশ

করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দরিদ্রতাবশতঃ তাহা পারিলাম না। সম্পূর্ণ মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় চিত্র সহ ৫।৬ হাজার টাকার কম নহে। আমার অর্থের সংস্থান কিছুমাত্র নাই, কাহার সাহায্যও পাই নাই, তজ্জন্য ঋণ করিয়া উপক্রমণিকাস্বরূপ প্রথম খণ্ড সংক্ষেপে সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।

অর্থাভাবে পুস্তকখানি ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম—(১) উপক্রমণিকা—ইহাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। (২) ঐতিহাসিকতত্ত্ব—ইহাতে সমস্ত পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস মনুষ্যসৃষ্টি হইতে আলোচিত হইবে। (৩) জ্যোতিষতত্ত্ব—জ্যোতিষের উৎপত্তিক্রম ও উন্নতির ইতিহাস আলোচিত হইবে। (৪) ভাষাতত্ত্ব—ইহাতে ভাষার উৎপত্তি এবং পৃথিবী মধ্যে বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচিত হইবে। (৫) সমাজতত্ত্ব—মনুষ্য-সৃষ্টির সময় হইতে সামাজিক ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইবে।

প্রথম ভাগে অর্থাভাবে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় চিত্র দিতে পারিলাম না। অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিলেই ঐ সকল চিত্র প্রস্তুত করাইয়া মুদ্রিত করতঃ নিজ ব্যয়ে গ্রাহকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইবেন।

পৃথিবীতে কত মহামহোপাধ্যায় এইরূপ ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, আমিও চেষ্টা করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালের ইতিহাসের একটী নিম্নতম সোপান প্রস্তুতের চেষ্টা করিলাম মাত্র। যদি ইহা ঐ সমস্ত মহাত্মাগণের কিঞ্চিৎমাত্রও সহায়তা করিতে পারে তবেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। যাহা নাই, তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং ইহাতে মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পদে পদে ভুল হইবার

সম্ভাবনা। সুধীজনের আলোচনায় ভুল ধরা পড়িলে সংশোধন করিতে বাধ্য থাকিলাম। আশা করি যিনি যে ভুল দেখিবেন, দয়া করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমি বিবিধ পুস্তক হইতে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাগণ আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

পুস্তকখানিতে ভাষার ত্রুটি ছত্রে ছত্রে পাইবেন। আমি সাহিত্য লিখিতেছি না, ইতিহাস লিখিতেছি। ইহাতে ভাষা অপেক্ষা বৃত্তান্তের দিকেই প্রধান লক্ষ্য থাকে, এই সাহসেই প্রকাশ করিতে পারিলাম। এক্ষণে সবিনয় প্রার্থনা, সকলে অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি

১৩১৮।৮ আশ্বিন
১৯১১।২৫ সেপ্টেম্বর।
৫৬৪৩৭ সৃষ্টাব্দ। ৮ আশ্বিন।

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়।
মালোপাড়া—রাজসাহী।

ঋগ্বেদের সূচী।

প্রথম মণ্ডল।

২৪।১০	১৬৪,৬
২৪।১২	১৮০,১১
২৪।১৩	১৯৪
২৪।১৫	১৯৯
২৫।২১	১৯৬
৩৫।২	১৫২,৫
৩৫।৩	১৫২,৫,১৩,
৩৫।৬	১৪২,৪
৪৩।২	১৩৫
৮৪।১৩	১৯২,২১
৮৪।১৫	১৬৪,৬
৮৯।১০	১৩৬
৯৫।৩	২০৪,৫০
১৩৯।১১	১৩৮
১৫৪।২	১৬৭,৮,১২৩,২৭০
১৫৫।৫	১৯৭
১৫৫।৬	১৭২,১০,৫৪
১৫৮।৪	১৯৩,২২
১৫৮।৫	১৯১,৩০
১৫৮।৬	১৮৫ ১৫,২২
১৬০।৪	১৪৩,৪,১০
১৬১।১৩	১৮০,১২
১৬৪।২	২০৫,৫৪
১৬৪।৪	১২৮,২
১৬৪।১১	১৮৩,১৩,২১
১৬৪।১২	১৬৭,৯,৫৫
১৬৪।১৩	১৮৯,২০
১৬৪।১৪	১৯২,২২
১৬৪।১৫	২০৬,৫৪
১৬৪।৪৮	১৭১,১০,৫৪ ১৭৩
১৮৩।৩	১৭৯,১০
১৮৫।১	১৭৩,১০
১৮৫।২	১৭০,৯

দ্বিতীয় মণ্ডল।

১৫।২	১৬৩,৬
৩৮।৪	২০৪,৫৫

তৃতীয় মণ্ডল।

৫৫।১১	১৮৮,২০

চতুর্থ মণ্ডল।

৫৬।৩	১৪৪,৪,১৪

পঞ্চম মণ্ডল।

৪০।৫	১৪৭
৪০।৬	১৬৪,৬
৪০।৭	১৫০,৫,১৬৩
৪০।৯	১৬৫,৬
৬২।৮	১৩৬
৮৪।২	১৬৯,৯ ১০

ষষ্ঠ মণ্ডল।

৬।১	২১২,১২১
৮।৫	২১৩,১২১

সপ্তম মণ্ডল।

৩৫।১১	১৩৮
৭৬।২	১৮৪
৯৭।৬	১৮৮,২০

অষ্টম মণ্ডল।

২৯।৮	১৮৩
২৯।৯	১৮৩,৩

নবম মণ্ডল।

৩।৬	১৬০
৬।৬	১৫৬
১১।২	১৫৮
১১।৩	১৬১
১৪।৩	১৫৬
২৯।৩	১৫৭
৩০।৫	১৫৬
৩২।১	১৬১
৪০।১	১৬০
৪৫।৪	১৫৮
৪৬।১	১৫৯
৪৬।৪	১৫৭
৪৬।৬	১৫৮
৪৯।৩	১৫৭
৫২।৩	১৫৬
৬২।১৯	১৫৮
৬৪।১৯	১৫৯
৬৪।৩০	১৫৮
৬৫।১৫	১৫৬
৬৭।১২	১৬১
৬৭।১৩	১৬০
৮৬।৩	১৫৭
৮৬।১০	১৬০
৮৬।৩৯	১৬০
৯১।২	১৬০
১০১।২	১৬০
১০১।১২	১৫৬
১০২।৬	১৫৫
১০৩।৩	১৫৬
১০৭।৯	১৫৭
১০৭।১২	১৫৯
১০৮।২	১৫৯

দশম মণ্ডল।

২।৭	১৮৪
৬১।২	১৩৭
৬১।৩	১৩৭,১৩৬
৭২।২	১৪১,৪
৭২।৩	১২৮,২
৭২।৪	১৩৪,৩
৭২।৫	১৩৪,৩
৭২।৬	১৩৯,৩

৭২।৭	১৪৪,৪	৮৯।৪	১৩৫,৭,১০,১১
৭২।৮	১৪৫,৪	৮৯।১৩	১৭৩
৭২।৯	১৪৫,৪	৯০ সূক্ত	১৩০
৮৫।৮	১৭০	৯০।৬	১৩০,৫৪
৮৫।১০	১৭০	৯২।১০	১৫৩
৮৫।১২	১৭১	১২৯।১	১২৬,১
৮৫।১৩	২০৭,৮৫	১২৯।২	১২৬,১
৮৫।১৫	১৩৮,৯	১২৯।৩	১২৮ ১
৮৫।১৬	১৩৯,৯	১২৯।৪	১২৯
৮৫।১৮	২০৫,৫০,৫৫	১২৯।৬	১৪০
৮৫।৩১	১৫১	১২৯।৭	১৪০
৮৬।২২	১৮২		

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১০	কণ্ড	কণ্ডু
১৭	১৪	পূর্ব্বদিকে	পূর্ব্বদিকে
”	১৭	সংখ্যাকে	সংখ্যা
৫০	১		৭
৫২	৫	দ্বারা	সহ
”	৮ ও ৯	বাসন্তিক ক্রান্তিপাত	পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী।
”	১০	সারদীয় ক্রান্তিপাত	সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী।
৫৫	১৮	২৩২০	২৬২০
৫৬	১০	(৪৫)	(৪৬)
৬৪	৫	বষণ	বর্ষণ
৬৯	৬	দেনন্দিন	দৈনন্দিন
৭২	৪	মিথন	মিথুন
৭৪	১৪	তির্য্যক গোতা	তির্য্যক স্রোতা
৭৮	২৪	র্যগ	যুগ্ম
৭৯	৭	চাখড়ি	চাখড়ি
৯৫	২১	ভল্লক	ভল্লুক
১১৫	২৪	২৪	২৬
১১৬	১	২৫	২৯
১২০	৮	গভাস্ত	গর্ভাস্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	১১	ঐ	ঐ
,,	১৮	বংস	বং
১২৬	৭	তহি	ত·
১২৮	১১	জায়মান	জায়মান
১৩০	১৯	পৃত	ঘৃত
১৩৩	৭	+	×
১৩৪	১৫	বংশব	বংশবঃ
,,	১৯	'এই' পূর্ব্বে	(৭)
,,	,,	'এই' পরে	৪
১৩৯	১৩	'সহস্র' পরে	বৎসর
১৪১	১১	হইল	হইল।
,,	২১	স্বতঃ	সতঃ
১৪২	৪	লাঙ্গাস	লাপ্লাস
১৫২	৭	নয়	জয়
,,	১৬	গল্পের	গল্পের
১৫৬	টীকা ১ পং	ঈ	তা
১৬৪	১৫	আবাহন	অবাহন
১৬৬	৬	সেযাদো	সেবাদো
,,	২১	বৈযুনত	বৈবুনত
১৬৯	৪	ভদবাতম্	ভদক্কাতম্
১৭১	১১	॥৮	॥৬৮
১৮৮	১৬	সরুষং	সরুষং
১৯৩	২	চপারুষো	চপাদ্রুষো
,,	শেষ	নিক্ষ	নিক্ষ

K. S. P. Press. Rajshahi. 340-18-1000.

সৌর জগৎ।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

১। সৃষ্টি।

আসিদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ মনু ১।৫

সৃষ্টির আদিতে এ সব কিছুই ছিল না। না ছিল এই দিগন্ত-ব্যাপী জগৎ—না ছিল ঐ সূর্য্য চন্দ্র তারকা-রাজি। এই পার্থিব আর ঐ নৈসর্গিক কিছুই ছিল না (১)—ছিল কেবল অনন্ত অন্ধকার (২)। প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দের বিষয় কিছুই ছিল না—ছিল কেবল নিত্য পরমাণু। তাহাও সমস্তই ক্রিয়াশক্তিহীন, সুতরাং যেন নিদ্রায় অচেতন।

চলিবার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ যেমন চক্ষু না থাকায় পথ

(১) ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১, ২ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৩ ঋক।

চলিতে পারে না,—পঙ্গু চক্ষু থাকায় দেখিতে পায় বটে, কিন্তু চলিবার উপকরণ না থাকায় চলিতে পারে না, তেমনি অস্থিরহিতা পঙ্গু শক্তি এবং অস্থিযুক্ত অন্ধ পরমাণু আদিতে পৃথক পৃথক থাকায় তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় সুতরাং নিদ্রিত ছিল। ইহাই প্রলয়াবস্থা।

প্রথম সৃষ্টি—(৩) থাকিতে থাকিতে সৃষ্টির সময় আসিল। তখন এক অদ্ভুত ক্রিয়া আরম্ভ হইল। অস্থিরহিতা শক্তি, অস্থিযুক্ত পরমাণুকে বলিল—তোমার চলিবার শক্তি নাই, আমার দাঁড়াইবার উপায় নাই, অতএব আইস তুমি আমাকে স্কন্ধে কর, আমি তোমাকে চালাই। ইহাতে উভয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অস্থিযুক্ত পরিমাণু স্বীকার করিল। তখন অস্থিরহিতা (শক্তি) অস্থি-যুক্ত (পরমাণুকে) আশ্রয় করিল (৪)। অমনি নিষ্ক্রিয় পরমাণু ক্রিয়াশীল হইল। অচল পরমাণু শক্তিযোগে প্রজ্জ্বলিত ও সচল হইয়া ভীষণ বেগে ঘুরিতে লাগিল। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তুর সৃষ্টি হইল (৫)। ইহাই বিষ্ণু পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্টি "মহত্তত্ত্ব"।

দ্বিতীয় সৃষ্টি—ক্রমে স্ব স্ব আকর্ষণ শক্তি দ্বারা দুইটি, তিনটি, হইতে হইতে অনন্ত পরমাণু একত্র সংযুক্ত হইয়া (৬) ঘুরিতে লাগিল। বাষ্পে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। বৃহস্পতি ঋষির মতে এই বাষ্প সমুদ্রই "আকাশ" সমুদ্র নামক প্রথম ভূত (Element)। আকাশ হইতে দ্বিতীয় ভূত "বায়ু" উৎপন্ন হইল। আকাশজাত বায়ু হইতে তৃতীয় ভূত আন্তরীক্ষ "তেজ," তেজ হইতে চতুর্থ ভূত "অপ্"

(৩) বিষ্ণু পুরাণমতে সৃষ্টি ৯ ভাগে বিভক্ত—(১) মহতত্ত্ব, (২) ভূতসর্গ। (৩) বৈকারিক বা ঐন্দ্রিয়িক, (৪) মুখ্য, স্থাবব বা নগ, (৫) তির্য্যকস্রোতা, (৬) ঊর্দ্ধস্রোতা, (৭) অর্ব্বাকস্রোতা, (৮) অনুগ্রহ এবং (৯) কৌমার (১।৫ অঃ)।
(৪) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪ঋক। (৫) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৩ ঋক। (৬) জৈনদর্শন ও কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শন।

(জল), অপ্ হইতে পঞ্চম ভূত **ক্ষিতি** (solid matter) জন্মিল (৭)। ইহাই বিষ্ণু পুরাণোক্ত "**ভূতসর্গ**" নামক দ্বিতীয় সৃষ্টি।

তৃতীয়সৃষ্টি—বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন, ক্ষিতি হইতে তেজস্বী, অবিনাশী বন্ধন দ্বারা রক্ষিত **জ্যোতিষ্কগণ** জন্মিল (৮)।

কতকগুলি জলন্ত পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **নীহারিকায়** পরিণত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র নীহারিকাপিণ্ড একত্র মিলিত হইয়া **বৃহৎতরল গোলকে** পরিণত হইলএবং অন্তরীক্ষে মহাবেগে ঘুরিতে লাগিল। বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন, এই তরল গোলক নৃত্য করিতে করিতে অর্থাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্ম্ময় রেণু অর্থাৎ জ্যোতিষ্ক সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল (৯)।" এই জলন্ত তরল গোলকই **সৌরজগৎ** প্রসবিতা (১০)। এইরূপ **অসংখ্য** জ্যোতির্ম্ময় গোলক সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেকেই এক একটি সৌরজগৎ **প্রসব** করিয়াছে। ইহাই বিষ্ণু পুরাণোক্ত বৈকারিক বা ঐন্দ্রিয়িক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তৃতীয় সৃষ্টি।

ইউরোপীয় পণ্ডিত লাপ্লাস (Laplace) বলেন, ক্রমে সেই বৃহৎ উত্তপ্ত গোলক শীতল হইতে হইতে কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে বেগও বৃদ্ধি হইয়া, ক্রমে তাহার **কেন্দ্রাতিগ শক্তি** বৃদ্ধি হইল। ঘূর্ণনবেগে তাহার নিরক্ষবৃত্ত সন্নিহিত স্থানের কতক কতক পরমাণু-সমষ্টি কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূল গোলক হইতে ক্রমে **ছুটিয়া** অনন্ত **বাষ্প** সমুদ্র মধ্যে পড়িতে লাগিল (১০)।

ঐ নিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক সকল অঙ্গুরীয়কাকার হইয়া বৃহৎ মূল গোলকের **চারিদিকে** ঘুরিতে লাগিল। বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

---

(৭) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৪ ঋক। (৮) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৫ ঋক। (৯) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৬ ঋক। (১০) মহাভারত শান্তি—১৮৩ অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ ১।২ অঃ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৮ অঃ

ক্রমে ঐ সমস্ত অঙ্গুরীয়কের বেগ বৃদ্ধি হইলে বায়ু দ্বারা তাহাদের নিরক্ষদেশ স্ফীত হইল (১১)। পরিত্যক্ত অঙ্গুরীয়কগুলি তখন তেজোময় **গোলকে** পরিণত হইল। হিরণ্যস্তুপ ঋষি বলিয়াছেন, এই গোলক-গুলি মূল গোলকের চারিদিকে ধুরি অবলম্বনে রথ চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল (১২)। ইহাদেরই একটি আমাদের **পৃথিবী**। (১৩)

ঐ সমস্ত গোলক হইতে আবার অঙ্গুরীয়ক বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে গোলকে পরিণত হইল এবং **তাহারই** চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য তেজোময় পিণ্ড সৃষ্টি হইয়া **এক-নিয়মে** মূল গোলকের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। (১২)

বৃহৎ মূল গোলকের আর সেদিন নাই। সুতিকাগ্রস্থ প্রসূতির ন্যায় শীর্ণকায় হইয়া স্বীয় তেজে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে এবং একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় পুত্রপৌত্রাদিরূপ সমস্ত পিণ্ডকে এক শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। এই বৃহৎ মূল গোলকের নাম **সূর্য্য**। অন্যান্য পিণ্ডগণও সূর্য্যকে **আকর্ষণ** করিয়া রাখিয়াছে। (১৪)

গ্রহ। এ পর্য্যন্ত সৌরজগৎ মধ্যে **নয়টি** বৃহৎ পিণ্ড দেখা দিয়াছে। যথা—সূর্য্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেণাস্ ও নেপচুন। তন্মধ্যে সূর্য্য **মধ্যে** থাকিয়া (১৫) অন্য ৮টি পিণ্ড এবং উপপিণ্ডগণকে আপনার চারিদিকে এক নিয়মে ঘুরাইতেছে।

আর্য্যগণ **আটটি** পিণ্ড (১৫) স্থির করিয়াছিলেন। যথা সূর্য্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী (স্বর্ভানু,) চন্দ্র (স্বর্ভানু,) (১৬), মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

সূর্য্যের নিকটস্থিত পিণ্ডের নাম বুধ, তৎপরে ক্রমে শুক্র, পৃথিবী,

---

(১১) ব্রহ্মণস্পতি যাঁতা (কাঁমারের ভস্ত্রা) **ফুঁকিয়া**। ঋগ্বেদ ১০।৭২।২ ঋক।

(১২) ঋগ্বেদ ১।৩৫।৬ ঋক। (১৩) ঋগ্বেদ ১।১৬০।৪, ৪।৫৬।৩ ঋক। (১৪) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৭ ঋক। (১৫) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৮,৯ ঋক। (১৬) মৎস্য পুরাণ।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেণাস্ ও নেপচুন। বৃহস্পতি ঋষির মতানুসারে আর্য্যগণ প্রথমে চন্দ্রকে **গ্রহ** শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে অত্রি ঋষি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, চন্দ্র মূল গোলক হইতে জন্মে নাই, **পৃথিবী** হইতে জন্মিয়াছে (১৭)। এই সমস্ত **বৈকারিক** সৃষ্টির অন্তর্গত।

গ্রহগণ যথাক্রমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে (কক্ষায়) সূর্য্যের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া ঘুরিতেছে (১২)। ইহাদের সকলেরই জন্ম মূল গোলক **সূর্য্য** হইতে। এই জন্যই "সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সস্তু কীর্ত্ত্যতে (১৮)।" অর্থাৎ সূর্য্য সর্ব্বলোক প্রসব করিয়াছে, তাই তাহার এক নাম **সবিতা**। (১৯)

গ্রহ অর্থ গ্রহণ করা বা গৃহীত হওয়া। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্য দ্বারা গৃহীত বা ধৃত অর্থাৎ আকর্ষিত, তাহারাই **গ্রহ**।

বৃহস্পতি ঋষি সূর্য্যাদি গ্রহ এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের **জন্মবৃত্তান্ত** (২০) বর্ণন করিয়াছেন, অথর্ব্ব ঋষি কার্য্যদ্বারা গ্রহ **নির্ণয়** করিয়াছেন এবং ভৃগুবংশীয় ঋষি **দক্ষে** অর্থাৎ নক্ষত্রচক্রে তাহাদিগের ও পৃথিবীর গতি অবধারণ করিয়াছেন।

চন্দ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ হইতে অঙ্গুরীয়কাকারে ছুটিয়া পড়িয়া, যে পিণ্ড তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহাদিগকে সেই সেই পিণ্ডের **চন্দ্র** বলে। গ্রহ হইতে জন্ম এবং গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া চন্দ্রকে **উপগ্রহ** বলে। পৃথিবী হইতেও তদ্রূপ **একটি** চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

(১৭) ঋগ্বেদ ৫।৪০।৭ ঋক। (১৮) প্রকৃতিবাদ অভিধান। (১৯) ঋগ্বেদ ১।৩৫।২,৩ ঋক। (২০) ঋগ্বেদ ১০।৭২ সুক্ত, ১০।৯২।১০ ঋক। মৎস্যপুরাণ ১২৮ অঃ ২৯ শ্লোক।

*দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখা গিয়াছে, মঙ্গলের চন্দ্র ২টি, বৃহস্পতির ৫টি, শনির ৮টি, ইউরেনাসের ৪টি এবং নেপচুনের ১টি চন্দ্র আছে। বুধ ও শুক্রের চন্দ্র নাই।

অত্রি ঋষির মতে চন্দ্র পৃথিবীর পুত্র (১৭)। পরবর্ত্তী ঋষিগণ-বেদের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিবিধ প্রকারে চন্দ্রের উৎপত্তি কল্পনা (২১) করিয়াছেন, এবং চন্দ্রকে আবার গ্রহমধ্যে ধরিয়াছেন। পৌরাণিক যুগেই এই ভ্রম হইয়াছে।

চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, সূর্য্যের আলোক প্রতি-ফলিত হইয়াই চন্দ্রের কিরণ প্রকাশ পায় (২২)। আর্য্যগণ এ তত্ত্ব জানিতেন, তজ্জন্যই তাঁহারা চন্দ্র (২৩) ও পৃথিবীকে স্বর্ভানু বলিয়াছেন। স্বঃ স্বর্গীয় ভা দীপ্তি + নু (নুদ ধাতু) প্রেরণ করা অর্থাৎ প্রেরিত স্বর্গীয় দীপ্তি যে পায়। এই অর্থে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই স্বর্ভানু। আর্য্যগণ মনে করিতেন, যেরূপ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ চন্দ্রে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্বই চন্দ্রের কলঙ্ক।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও গভীর গহ্বর আবিষ্কার করিয়াছেন। যে সকল ভাগ চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত, উহা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত বেষ্টিত নিম্নপ্রান্তর মাত্র। চন্দ্রের যে অংশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, উহা উচ্চ পর্ব্বত এবং মধুচক্রের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট শৈল সমাচ্ছাদিত ভূমি। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রে ঘাসের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে।

---

(২১) সমুদ্র মন্থনে, অত্রির ঔরসে, অত্রির নেত্র হইতে ইত্যাদি। (২২) ঋগ্বেদ ২।১৫।২, ১।২৪।১০, ১।৮৪।১৫ ঋক। (২৩) ঋগ্বেদ ৫।৪০।৬,৯ ঋক। ও ১৬ পরিশিষ্ট।

২। পৃথিবী।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী চতুর্থ গ্রহ। পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা কমলালেবুর ন্যায় গোল, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। ইহার পরিধি ২৫০০০ মাইল, ব্যাস ৭৯২৫ মাইল।

পৃথিবীর উপরিভাগের চারি অংশের তিন অংশ জলে আবৃত। মহাসমুদ্র, সমুদ্র, নদী, হ্রদ ইত্যাদিতে এই জল অবস্থিত। অবশিষ্ট এক অংশে পর্ব্বত, উপত্যকা, সমভুমি ইত্যাদি আছে। পৃথিবীর জলাংশে মৎস্য, কুম্ভীর, তিমি প্রভৃতি বিবিধ জলচর এবং স্থলাংশে বিবিধ কীট, পতঙ্গ, সরিসৃপ, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদির বাস।

পৃথিবীর উপরিভাগ বিশকোটি বর্গমাইল বিস্তৃত। সর্ব্বত্র জলবায়ু সমান নহে, কোথাও নিয়তই অত্যন্ত শীত, কোথাও নিয়তই গ্রীষ্ম, কোথাও বা শীতগ্রীষ্ম উভয়ই বর্ত্তমান।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমান দূরে পৃথিবীর মধ্যস্থলে পূর্ব্ব-পশ্চিমে অবস্থিত যে রেখা পৃথিবীকে দুই সমানভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তাহার নাম বিষুব রেখা বা নিরক্ষবৃত্ত (১)। এই স্থানে নিরন্তর গ্রীষ্ম বর্ত্তমান। এজন্য ঐ স্থানকে গ্রীষ্ম মণ্ডল বলে। নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণে, পূর্ব্ব পশ্চিমে যে কল্পিত রেখাগুলি দ্বারা পৃথিবীকে সমান ৯০ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, ঐ রেখাগুলির নাম অক্ষ রেখা। আকাশ যে স্থানে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, ঐ স্থানকে দৃষ্টি পরিচ্ছেদক রেখা বলা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টি পরিচ্ছেদক রেখাকে পরিধি মনে করিলে,

---

(১) ঋগ্বেদ ১০।৮৯।৪ ঋক ও বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ অঃ।

ভূখণ্ড একটি বৃত্তাকারে পরিণত হইবে, এই বৃত্তটিকে **ক্ষিতিজ-বৃত্ত** বলে। যে দেশবাসীগণ আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্ত হইতে ধ্রুব নক্ষত্র যত উপরে দেখিতে পাইবে, সেই দেশের অক্ষাংশ **তত**। ক্ষিতিজবৃত্ত হইতে ধ্রুবের উচ্চতাকেই **অক্ষাংশ** বলে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে দুই ধ্রুব নক্ষত্র মস্তকোপরি দেখা যায়। নিরক্ষ দেশে এই দুই ধ্রুব নক্ষত্র ক্ষিতিজ রেখায় অবস্থিত। তজ্জন্য তথায় ধ্রুবোচ্চ **নাই**। ধ্রুবদ্বয় ক্ষিতিজ গোলস্থিত; এজন্য তথাকার লম্বাংশ ৯০ ও মেরুর অক্ষাংশ ৯০। (২) নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত অক্ষাংশ উত্তরে বা দক্ষিণে যাইবে, ততই গ্রীষ্ম কম ও শীত বেশী বোধ হইবে।

নিরক্ষ-বৃত্তের ২৩°।২৮´ উত্তর ও দক্ষিণে, পূর্ব্ব পশ্চিমে আর একটি করিয়া রেখা কল্পিত হইয়াছে, ইহার উত্তরটির নাম **কর্কটক্রান্তি** ও দক্ষিণটির নাম **মকরক্রান্তি** (৩)। এই দুই রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে **উষ্ণমণ্ডল** বলে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু হইতে ২৩°।২৮´ দূরে মেরুবৃত্ত বা উত্তরে **সুমেরুবৃত্ত** এবং দক্ষিণে **কুমেরু-বৃত্ত** নামক কল্পিত রেখা অবস্থিত। এই দুই রেখা হইতে মেরুবিন্দু পর্য্যন্ত **হিমমণ্ডল**। সুমেরুবৃত্ত হইতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত **উত্তরে** ও কুমেরুবৃত্ত হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত **দক্ষিণে নাতি শীতোষ্ণমণ্ডল**।

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যে উত্তর দক্ষিণে বক্রভাবে **অয়ন-বৃত্ত** অবস্থিত। পৃথিবী ভ্রমণকালে এই অয়নবৃত্ত সূর্য্যের সমসূত্রে থাকে।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার পথের নাম পৃথিবী **কক্ষা**। ইহার আকৃতি ডিম্বের ন্যায় বৃত্তাভাব। এই কক্ষের **দুইটি** অধিশ্রয় (Focus) আছে।

(২) সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।৪৩, ৪৪ শ্লোক। (৩) ঋগ্বেদ ১।১৫৩।২ ঋক।

৩। গতি।

সূর্য্যের **চারিটি** গতি আমরা দেখিতে পাই। (১) এক উদয় হইতে পুনরায় উদয় পর্য্যন্ত প্রতিদিন সূর্য্য একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করে, ইহাই সূর্য্যের **আহ্নিক** গতি। এই গতি দ্বারা দিবা রাত্রি হয় (১)। (২) এই সঙ্গে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ধীর গতিতে প্রতিদিন প্রায় এক অংশ ভ্রমণ করিয়া সূর্য্য আমাদের এক বৎসরে (২) সম্পূর্ণ রাশিচক্র ভ্রমণ করে, ইহার নাম **বার্ষিক** গতি। (৩) প্রতিবৎসর সূর্য্য বিষুব রেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া বিষুব রেখার দিকে আইসে, এবং বিষুব রেখা পার হইয়া দক্ষিণে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত যায়, আবার ফিরিয়া বিষুব রেখার দিকে আইসে। এই গতির নাম **ত্রিপাদ** ক্ষেপ (৩) বা **অয়ন**গতি। এই গতিদ্বারা ঋতু পরিবর্ত্তন (৪) হয়। (৪) **অধিশ্রয়** পরিবর্ত্তন—সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্য পৃথিবী কক্ষার **উত্তর** অধিশ্রয়ে ছিল, এক্ষণে **দক্ষিণ** অধিশ্রয়ে দেখা যায়।

এই চারিটি গতি প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যের গতি নহে। **পৃথিবীর গতি**। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ (৫) করিবার সময় সূর্য্যের এই গতি আমরা দেখিতে পাই।

সূর্য্যের **একটি** মাত্র গতি আছে। আমাদের পঁচিশ দিন আট ঘণ্টা দশ মিনিটে সূর্য্য এক স্থানে থাকিয়াই আপনা আপনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে দ্রুতগতিতে একবার ঘুরে।

পৃথিবী **সচলা** (৬)। পৃথিবী অহরহ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ

(১) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১২ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৫ ঋক। (৩) ঋগ্বেদ ১।১৫৪।২ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৬ ঋক। (৫) ঋগ্বেদ ৫।৮৪।২ ঋক। (৬) ঋগ্বেদ। ১।১৮৫।২ ঋক।

করিতেছে। রাশি ও নক্ষত্র দ্বারা পৃথিবীর এই গতি পরিমিত হয়।

রাশি ১২টি—(১) মেষ, (২) বৃষ, (৩) মিথুন, (৪) কর্কট (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ, এবং (১২) মীন। এই ১২টি রাশিতে ২৭ নক্ষত্র আছে।

নক্ষত্র ২৭টি যথা—(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতি, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

পৃথিবী যে পথে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে, তাহার নাম কক্ষা (অক্ষ)। এই কক্ষা ২৭ নক্ষত্র দ্বারা ২৭ ভাগে বিভক্ত—দীর্ঘতমা ঋষির মতে ১২ রাশি দ্বারা ১২ ভাগে (৭) এবং ৩৬০ দিন দ্বারা ৩৬০ অংশে (৮) বিভক্ত। এই সমস্ত দ্বারা পৃথিবীর গতি পরিমাণ করা হয়।

গতিশীলা, (৯) আধাররহিতা (১০) পৃথিবী, সূর্য্যের আকর্ষণে (১১) শূন্যে থাকিয়া (১২) অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করতঃ (১৩) রাশিতে রাশিতে বিচরণ করিতে করিতে, ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ৯ মিনিট, ১০·৭৫ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

(৭) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৮ ঋক। (৮) ঋগ্বেদ ১।১৪।৪৮ ও ১।১৫৫।৬ ঋক। (৯) ঋগ্বেদ ১।১৮৫।১, ৪।৫৬।৩, ৫।৮৪.২ ঋক। (১০) ঋগ্বেদ ৪।৫৬।৩ ঋক। (১১) ঋগ্বেদ ১।১৬০।৪, ৪।৫৬।৩ ঋক। (১২) ঋগ্বেদ ১০।৮৯।৪ ঋক। (১৩) ঋগ্বেদ ১।১৮৩।৬ ঋক।

পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্ব পশ্চিমে যে রেখা কল্পনা করা যায়, তাহার নাম নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখা। রেণু ঋষি এই রেখা বা স্থানকে বিষু (১৪) বলিয়াছেন।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ।

প্রতিবৎসর দেখা যায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমে, সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত ২৩°।২৮´ মিনিট আসিয়া, আবার দক্ষিণে বিষুবরেখা পার হইয়া মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত ২৩°।২৮´ মিনিট, গিয়া পুনরায় উত্তরে আইসে, ইহার অতিরিক্ত যায় না। ইহারই নাম বিষ্ণুর (সূর্য্যের) ত্রিপাদ ক্ষেপ বা অয়নগতি। পৃথিবী কক্ষা বক্রভাবে এই ৪৬°।৫৬´ মধ্যে আছে। রাশি চক্র ও এই ৪৬°।৫৬´ মিনিট অতিক্রম করে না। পৃথিবী ২৩°।২৮´ মিনিট বক্রভাবে থাকিয়া ভ্রমণ করে, তজ্জন্য ঋগ্বেদে পৃথিবীর এক নাম শুনঃশেফ। শুন্ গমন করা + শেফ (শী শয়ন করা + ফস্ স্ফীত দ্রব্য) যে স্ফীত দ্রব্য শয়ন করিয়া থাকে বা শয়নভাবে অবস্থিত স্ফীত দ্রব্য। অর্থাৎ যে স্ফীত দ্রব্য শয়নভাবে গমন করে (১৫)।

পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি২১ জুন সূর্য্যের সম্মুখীন হয়, তজ্জন্যই আমরা সূর্য্যকে ঐ দিন কর্কটক্রান্তিতে যাইতে দেখি। ঐ দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। তৎপরদিন হইতে সূর্য্যকে ক্রমে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ বিষুবরেখার দিকে যাইতে দেখা যায়। বোধ হয় যেন সূর্য্য ক্রমে দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। দিনও ক্রমে

(১৪) ঋগ্বেদ ১০।৮৯।৪ ও বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ অঃ। (১৫) ঋগ্বেদ ১।২৪।১২ ঋক।

ছোট এবং রাত্রি বড় হইতে থাকে। ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্য্য বিষুবরেখার সমসূত্রে আসিলে সেইদিন দিবারাত্রি সমান হয়। ইহারই নাম জলবিষুব সংক্রমন বা সারদীয় ক্রান্তিপাত। তৎপরে মকরক্রান্তি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। দিন ক্রমেই ছোট এবং রাত্রি বড় হইতে থাকে। ২৩ ডিসেম্বর মকরক্রান্তি সূর্য্যের সমসূত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দিন দিবস সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। এই স্থানেই দক্ষিণায়ণ শেষ হইয়া উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। তৎপরে বিষুবরেখা আবার সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী এবং মকরক্রান্তি দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। তখন আমরা সূর্য্যকে ক্রমশঃ উত্তরে আসিতে দেখিতে পাই, দিনও ক্রমে বড় এবং রাত্রি ছোট হইতে থাকে। এই গতিতে ২১ মার্চ্চ বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আইসে। ঐ দিন দিবারাত্রি সমান হয়। ইহারই নাম মহাবিষুব সংক্রমন বা বাসন্তিক ক্রান্তিপাত। পরে বিষুবরেখা দক্ষিণে গিয়া ২১ জুন কর্কটক্রান্তি সূর্য্যের সমসূত্রে দেখা যায়। এই স্থানেই উত্তরায়ণ শেষ হইয়া দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয় (১৭)। এই-রূপে ঘড়ীর পেণ্ডুলম বা দোলকের ন্যায় সূর্য্যকে প্রতিবৎসর উত্তরে, বিষুব-রেখাতে এবং দক্ষিণে যাতায়াত করিতে দেখা যায়, ইহারই নাম বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীই যাতায়াত করে।

মেরুপ্রদেশে অয়ন।

বিষুবরেখার উত্তরে যতদিন সূর্য্য থাকে, মেরুপ্রদেশে ততদিন তাহাকে ২৪ ঘণ্টাই দেখা যায়, অস্ত যায় না। ২১ মার্চ্চ তথায়

১৬) ঋগ্বেদ ১।১৬১।১৩ঋক। (১৭) ঋগ্বেদ ১০।৮৬।২২ ঋক।

প্রথম সূর্য্যোদয় হয়, ২৩ সেপ্টেম্বর অস্ত যায়। সূর্য্য উদয় হইয়া ২১ মার্চ্চ হইতে মেরুপ্রদেশের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে (১৮) ক্রমে ২১ জুন কর্কটক্রান্তিতে যায়, (১৯) আবার তথা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে নিম্নে আসিয়া ২৩ সেপ্টেম্বর বিষুবরেখায় আসিয়া অস্ত যায়। ২০ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকিয়া ২১ মার্চ্চ আবার মেরু-প্রদেশে উদয় হয়। বিষুবরেখার উত্তরস্থিত সূর্য্যপথ অর্থাৎ পৃথিবী কক্ষাংশের নাম **দেবযান** এবং দক্ষিণস্থিত পথের নাম **পিতৃ-যান**। এইরূপে আমাদের ৬ মাসে মেরুপ্রদেশের একদিন এবং ৬মাসে এক রাত্রি হয়। ইহাই দেব সবিতার উর্দ্ধগামী ও অধোগামী পথ (২০)। সূর্য্যের বিষুবরেখার উর্দ্ধে ভ্রমণকে মেরুপ্রদেশে **উত্তরায়ণ** এবং বিষুবরেখার নিম্নে ভ্রমণকে **দক্ষিণায়ণ** বলে। ১৯০২ খৃঃ পূর্ব্বা-ব্দের বহু পূর্ব্ব হইতেই (২১) আর্য্যগণ ভ্রমে পতিত হইয়া, মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত সূর্য্যের গমন পথকে দেবযান এবং কর্কট হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত পিতৃযান পথ ধরিয়াছেন। ভীষ্ম এইরূপ ভ্রমবশতঃ মাঘ মাসে উত্তরায়ণ পথ পবিত্র মনে করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সূর্য্য তখন পিতৃযান পথে ছিল।

ক্রান্তিপাত।

উপরে দেখা গেল সূর্য্য বৎসরে দুইবার বিষুবরেখা অতিক্রম করে এবং ঐ দুই দিন দিবারাত্রি সমান হয়। ঐ দিন বিষুবরেখা, সূর্য্য ও রাশিচক্র সমসূত্রে আইসে, ইহারই নাম **ক্রান্তিপাত** বা **বিষুব-সংক্রমণ**। বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ হইতে পুনরায় বাসন্তিক

---

(১৮) ঋগ্বেদ ২।১৬৪।১১ ঋক। (১৯) ঋগ্বেদ ৮।২৯।৯ঋক। (২০) ঋগ্বেদ ১।৩৫।৩ ঋক। (২১) ভারতযুদ্ধ বা মহাভারতের বহু পূর্ব্ব হইতে।

বিষুব সংক্রমণ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭·৮১″ সেকেণ্ড লাগে। সূর্য্য প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করিতে পৃথিবীর আরও ২০′ মিনিট ২২:৯৪″ সেকেণ্ড লাগে। সুতরাং প্রতি বৎসর পৃথিবীকে এই ২০′।২২:৯৪″ সেকেণ্ড পিছাইয়া পড়িতে হয়। এই সময়ে পৃথিবী ৫০·২″ বিকলা বা সেকেণ্ড পথ ভ্রমণ করে। অতএব ক্রান্তিপাত প্রতি বৎসর এই ৫০·২″ সেকেণ্ড পথ পিছাইয়া পড়িতেছে। ইহারই নাম ক্রান্তি-পাতের **বিলোম** বা **পশ্চাৎগতি** (Precession of Equinox)।

৪৮৪৪১ সৃষ্টাব্দ বা ৬০৮৫ খৃঃ পূঃ অব্দে সুমেরু প্রদেশের রাজা ১ম প্রচেতার সময় ২৪ নক্ষত্র (২২) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তখন **কণ্ডু ঋষি** বিষুব বিন্দুর পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বিষুব বিন্দু প্রতি বৎসর ৫৪:৭″ বিকলা পিছাইয়া ৯৮৭।৬৩ দিনে এক নক্ষত্র ভ্রমণ করে (২৩)। এক নক্ষত্রের পরিমাণ তখন **১৫ অংশ** ছিল।

পরবর্ত্তী ঋষিগণের সময় ২৭ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইলে, তাঁহারা ক্রান্তি-পাত বিন্দুর **৫৪″** বিকলা বার্ষিক পশ্চাৎগতি ধরিয়াছিলেন (২৪)। এই-রূপে **রেবতীর** শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৬।৮ মাসে এক অংশ, ৬৬।৮ × ১৩°।২০′ = ৮৮৮।১০।২০ দিনে এক নক্ষত্র, ৬৬।৮ × ৩০ = ২০০০ বৎসরে এক রাশি, ৬৬।৮ × ১৮০ = ১২০০০ বৎসরে ৬ রাশি এবং ৬৬।৮ × ৩৬০ = ২৪০০০ বৎসরে ক্রান্তিবৃত্ত বা বিষুব রেখা পরিভ্রমণ করিয়া ক্রান্তিপাত-বিন্দু অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিতে আইসে। এই চক্রের নাম **ব্রহ্মচক্র**। এই ২৪০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দুই কল্প হয়। ১২০০০

(২২) মৎকৃত জ্যোতিষতত্ত্বে দেখুন। (২৩) বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫ অধ্যায়। (২৪) দীর্ঘতমাচক্র দেখুন (জ্যোতিষতত্ত্ব)।

বৎসরে ব্রহ্মার এক দিবস ও ১২০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয় (২৫)।

পাশ্চাত্য সূক্ষ্মমতে ক্রান্তিপাত বিন্দু প্রতিবৎসর ৫০:২" বিকলা পিছাইয়া, রেবতীর শেষ হইতে প্রতিবৎসর পিছাইতে পিছাইতে ৭১।৮ মাসে এক অংশ, ৭১।৮ × ১৩°।২০′ = ৯৫৫।৬।২২ দিনে এক নক্ষত্র, ৭১।৮ × ৩০ = ২১৫০ বৎসরে এক রাশি, ৭১।৮ × ১৮০ = ১২৯০০ বৎসরে ৬ রাশি এবং ৭১।১৮ × ৩৬০ = ২৫৮০০ বৎসরে রাশিচক্র ও বিষুবরেখা পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবী অশ্বিনীর আদিতে উপস্থিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১৩ এপ্রিল বা ১৩১৭ সাল ৩০ চৈত্র ক্রান্তিপাত বিন্দু বা পৃথিবী, এইমতে মীনের ২২°।৫১′।৩০·৩" বিকলাতে ছিল। এই গণনানুসারেই ব্রহ্মচক্র সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

কক্ষাপরিবর্ত্তন গতি।

পৃথিবীর আর একটি গতি আছে, তাহার নাম কক্ষা-পরিবর্ত্তন গতি। আর্য্যগণ ইহাকে মন্দোচ্চের গতি বলিয়াছেন। এই গতিতে প্রথমে কেন্দ্রাতিগ গতি দ্বারা পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে যায়, তৎপরে কেন্দ্রানুগ গতি দ্বারা সূর্য্যের নিকটে আইসে। এই গতি দ্বারা একটি বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Anomalistic বা সৌরব্যবধান বৎসর বলে। পৃথিবী-কক্ষার যে বিন্দু এক সময়ে সূর্য্যের অতি নিকটে ছিল, সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া এক চক্র ঘুরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বিন্দুতে ফিরিয়া আসিতে এক বৎসর চারি মিনিট উনচল্লিশ সেকেণ্ড লাগে। এই ৪ মিনিট ৩৯· সেকেণ্ড পথ অতিক্রম করিবার সময় পৃথিবী নিজ কক্ষায়

(২৫) ঋগ্বেদ ১।১।১৮।৬ ঋক ও সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১অঃ ২০ শ্লোক।

১১·৩৪" সেকেণ্ড (২৬) অগ্রসর হয়। এইরূপে পৃথিবী প্রতিবৎসর আপন কক্ষায় ১১·৩৪" সেকেণ্ড অগ্রসর হইয়া সূর্য্য হইতে ক্রমে দূরে পড়িতেছে। সূর্য্যের দূরত্ব সম্পর্কে পৃথিবী এক অবস্থা হইতে পুনরায় সেই অবস্থায় আসিতে ১১৪২৭৭।৯।১৮ দিন লাগে। অর্থাৎ কেন্দ্রাতিগ গতি দ্বারা এক মহাযুগ বা ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিনে ১৮০ অংশ ভ্রমণ করিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যাইবে, আবার কেন্দ্রানুগ গতি দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুগে বা ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিনে অপর ১৮০ অংশ ভ্রমণ করতঃ সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বস্থানে আসিবে। পাশ্চাত্য **পণ্ডিতগণ** মোটামুটি ১২" বিকলা গতি ধরিয়া ১০৮০০০ বৎসরে পৃথিবীর একবার কক্ষাভ্রমণ ধরিয়াছেন। সূক্ষ্ম গণনায় তাঁহাদের মতে (৬১·৯ – ৫০·২) ১১·৭" সেকেণ্ড গতি হয়।

আর্য্যগণ ও ১২" বিকলা মন্দোচ্চ বা কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি ধরিয়া ১০৮০০০ বৎসরে একবার কক্ষা পরিবর্ত্তন ধরিয়াছিলেন (২৭)। ইহা সত্যযুগের শেষের গণনা। সত্যযুগে ভচক্র **৩০বার** পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিয়াছে। প্রত্যেক ভ চক্রের পরিমাণ ৭২০ বৎসর। (১৮) ৭২০ × ৩০ = ২১৬০০ বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে। অন্য ৩ যুগের পরিমাণ এইরূপ—৩৬০ × ৩০ ÷ ২ = ৫৪০০ বৎসর। এই সংখ্যাকে দশাপ্তাংশ অর্থাৎ এক যুগের নিজ দশমাংশ। এই দশমাংশ কলি যুগের পরিমাণ। ইহাকে দুই ও তিন দিয়া গুণ করিলে দ্বাপর ও ত্রেতার পরিমাণ পাওয়া যাইবে। ৫৪০০ × ২ = ১০৮০০ বৎসর দ্বাপরের পরিমাণ। ৫৪০০ × ৩ = ১৬২০০ বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ। অতএব ৫৪০০ + ১০৮০০ + ১৬২০০ + ২১৬০০ = ৫৪০০০ বৎসর চারিযুগের বা এক মহাযুগের পরিমাণ। এই ৫৪০০০ + ৫৪০০০ = ১০৮০০০ বৎসরে দুই মহাযুগ বা

(২৬) পরিশিষ্ট দেখুন। (২৭) সূর্য্য সিদ্ধান্ত ৩ অধ্যায় ৯,১০ শ্লোক।

ব্রহ্মার **দিবারাত্রি** হয়। ইহাই **একবার** কক্ষা পরিবর্ত্তন কালের পরিমাণ। এই সময়কে দুই **কল্প** বলে। (২৮)

অন্যান্য গ্রহগণ ও সূর্য্যের **চারিদিকে** পরিভ্রমণ (১২) করে। উপগ্রহগণ ও নিজ নিজ গ্রহের **চারিদিকে** এক নিয়মে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যের **চারিদিকে** ভ্রমণ করে।

চন্দ্র। গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে বলিয়া চন্দ্রকে উপগ্রহ বলে। গ্রহের ন্যায় চন্দ্র **সূর্য্যের** চারিদিকে ঘুরে না। পৃথিবী চন্দ্রের চাঁদ, কিন্তু উপগ্রহ নহে।

পৃথিবীর চন্দ্র ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে একবার রাশি চক্র পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে আইসে। কিন্তু ইত্যবসরে সূর্য্যও রাশিচক্রপথে কিছু অগ্রসর হয়। সুতরাং সূর্য্যের সহিত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে চন্দ্রকে আরও কিছু দূর যাইতে হয়। এইরূপে এক অমাবস্যা হইতে অন্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রায় ২৯ দিন ১৩ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড সময় হয়। ইহাই **চান্দ্রমাস**। চন্দ্র প্রতিদিন রাশিচক্রের ১৩ **অংশ** গমন করে। চন্দ্র প্রতিমাসে কর্কট ক্রান্তি হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত একবার যাতায়াত করে। **অমাবস্যা** সূর্য্য সহ এক বৎসরে একবার কর্কট ক্রান্তি হইতে মকর ক্রান্তি পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। **পূর্ণিমাও** তদ্রূপ সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকিয়া কর্কট ও মকর ক্রান্তি মধ্যে যাতায়াত করে। এইরূপে কর্কট ক্রান্তিতে অমাবস্যা হইলে মকর ক্রান্তিতে পূর্ণ চন্দ্র দেখা যায়।

এক অমাবস্যার অন্ত হইতে অপর অমাবস্যার অন্ত পর্য্যন্ত চন্দ্রের যে ভ্রমণ কাল, তাহার নাম **মুখ্য** চান্দ্র মাস। এক পূর্ণিমার অন্ত হইতে অপর পূর্ণিমার অন্ত পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম **গৌণ** চান্দ্র

---

(২৮) সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১ অধ্যায় ২০ শ্লোক।

মাস। সৌর বৎসর অপেক্ষা চান্দ্র বৎসর ১০ দিন ছোট, তাই সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের মিল রাখা জন্য প্রতি তৃতীয় বৎসরে ১ মাস করিয়া অতিরিক্ত ধরা হয়। ইহার নাম মলমাস। এক সৌরমাসে দুই অমাবস্যা পড়িলে সেই মাস মলমাস বা অধিমাস নামে অভিহিত হয়। মুসলমানগণ মলমাস ধরেন না, এই জন্য তাঁহাদের বৎসর সৌর বৎসর অপেক্ষা ১০দিন আগাইয়া যায়।

আমাদের ১৫ দিনে চন্দ্রের একদিন হয় এবং ১৫দিনে ১রাত্রি হয়। চন্দ্র আমাদের ৩০ দিনে অর্থাৎ ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে এক বার আবর্ত্তন করে। চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিলেও আমরা কেবল তাহার একদিকই দেখিতে পাই, কারণ যে সময়ের মধ্যে চন্দ্র একবার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই, তাহার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ভ্রমণ শেষ হয়। চন্দ্রের এক পৃষ্ঠা সতত পৃথিবীর দিকে থাকিলেও, চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে বলিয়া, তাহার সকল দিকই এক এক বার সূর্য্য কিরণ পায়। যখন যে অংশে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তাহার বিপরীত অংশে তখন অন্ধকার হয়। চন্দ্রলোককে আর্য্যগণ পিতৃলোক বলেন। তাঁহাদের মতে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি আমাদের ১ মাসের বা ৩০ দিনের সমান। চন্দ্র দ্বারা গণিত অব্দকে পিত্র্যব্দ বলে।

গ্রহগণের রাশি ভ্রমণ কাল।

আর্য্যমতে গ্রহগণের রাশি চক্র ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিতে—

বুধ	৮৭দিন	২৩ঘণ্টা	১৬মিনিট	০সেকেণ্ড
শুক্র	২২৪	১৬	৪৬	০

পৃথিবী	৩৬৫	৬	১২	৯
মঙ্গল	৬৮৬	২৩	৫৬	২৪
বৃহস্পতি	৪৩৩২	৭	৩৪	৩৬
শনি	১০৭৬৫	১৮	২৪	৪৮

সময় লাগে। পাশ্চাত্যমতে—

বুধ(Mercury)	৮৭	২৩	১৫	৩৬
শুক্র(Venus)	২২৪	১৬	৩২	৪৮
পৃথিবী(Earth)	৩৬৫	৬	৮	৪৮
মঙ্গল(Mars)	৬৮৬	২৩	৩০	২৪
বৃহস্পতি(Jupiter)	৪৩৩২	১৪	২	০
শনি(Saturn)	১০৭৫৯	৫	১৬	০
ইউরেনাস(Uranus)	৩০৬৮৭	০	০	০
নেপচুণ(Neptune)	৬০১২৭	০	০	০

গ্রহগণের আহ্নিক গতি—

বুধ	২৪ঘণ্টা	৫মিনিট	২৮সেকেণ্ড
শুক্র	২৩	২১	৭
পৃথিবী	২৩	৫৬	৪
মঙ্গল	২৪	৩৯	২১
বৃহস্পতি	৯	৫৫	০
শনি	১০	১৬	০

৪। পৃথিবীর বয়স।

আমাদের এক বৎসরে মেরু প্রদেশের এক অহোরাত্রি হয়। মেরু প্রদেশে বাস কালে আর্য্যগণ দিবারাত্রিকে মিথুন বলিতেন (১)। আমাদের এক বৎসরে বা ৩৬৫ মিথুনে মেরু প্রদেশের এক দিবারাত্রি বা মিথুন হয়।

দিব্যমান। আমাদের এক বৎসরে বৃহস্পতি এক রাশি ভ্রমণ করে। তেমনি মেরু প্রদেশের এক মিথুনে বৃহস্পতি এক রাশি ভ্রমণ করে। আমাদের ১২বৎসরে বা মেরু প্রদেশের ১২ মিথুনে বৃহস্পতি ১২রাশি ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। সুতরাং আমাদের এক বৎসর বা মেরু প্রদেশের এক মিথুনে বৃহস্পতির এক মাস হয় (২)। আমাদের ১২ বৎসরে বা মেরু প্রদেশের ১২ মিথুনে বৃহস্পতির ১২ মাস বা এক বৎসর হয়। ইহারই নাম দৈব বৎসর।

দিব্ অর্থ দীপ্তি পাওয়া হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্ শব্দে স্বর্গ ও ক্রীড়া করাও হয়। সুতরাং দেব শব্দের অর্থ—যে দীপ্ত পদার্থ স্বর্গে ক্রীড়া করে। দেব সম্বন্ধীয় যাহা, তাহা দৈব নামে কথিত হয়। বৃহস্পতি দ্বারা মেরু প্রদেশে অব্দ গণনা হইত, এ জন্য বার্হস্পত্য বৎসরের নাম দৈব বৎসর (সৌর ১২ বৎসর) রাখা অসঙ্গত নহে।

প্রাজাপত্য বৎসর। বৃহস্পতির গতি অনুসারে ১২ মিথুন গণনা করিয়া আর্য্যগণ দেখিলেন, বৃহস্পতি কত বার ঘুরিবে তাহা স্থির রাখা আবশ্যক। তখন তাঁহারা পঞ্চ অর বিশিষ্ট একটি চক্র (৩)

(১) ঋগ্বেদ ৩।৫৫।১১ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ৭।১৭।৬ ঋক। (৩) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৩ ঋক।

কল্পনা করিলেন। এই চক্রের নাম প্রাজাপত্য চক্র। বৃহস্পতির এক বৎসর ইহার একটি অর। বৃহস্পতির পাঁচ বার ভ্রমণ এই চক্রে গণনা করা হয়। সুতরাং ইহাতে ৫×১২=৬০ মিথুন বা সৌর বৎসর গণনা করা যায়। ঋ ধাতু গমন অর্থে "অর" হইয়াছে।

ভ চক্র। ৬০ বৎসর বা ৬০ মিথুন গণনা শেষ হইলে প্রাজাপত্য চক্র ঘুরিবার সংখ্যা নির্ণয় করা আবশ্যক হইল। তখন ১২টি প্রাজাপত্য চক্র গণনা করিবার জন্য আর একটি চক্র কল্পিত হইল। এই চক্রে ১২টি "অর" আছে (৪)। এই ১২ অরে ১২×৬০=৭২০ মিথুন বা সৌর বৎসর গণনা চলিল।

অতএব মেরু প্রদেশে বা দেব দেশে—

(১) ১ অহোরাত্রিতে (৫) বা ১ সৌর বৎসরে ১ মিথুন।

(২) ১২ মিথুনে বা ১২ সৌর বৎসরে ১ বার্হস্পত্য বা দৈব বৎসর।

(৩) ৫ বার্হস্পত্য বৎসরে বা ৬০ সৌর বৎসরে ১ প্রাজাপত্য চক্র।

(৪) ১২ প্রাজাপত্য চক্রে বা ৭২০ সৌর বৎসরে ১ ভ চক্র গণিত হইত। ভ চক্র সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য তাঁহারা যুগ বিভাগ করিয়াছিলেন। কক্ষা পরিবর্ত্তন বা মন্দোচ্চের গতি অনুসারে সত্যযুগে এই ভ চক্র ৩০ বার (৬) ঘুরিয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগে ২২॥ বার, দ্বাপরযুগে ১৫ বার "ভ চক্র" ঘুরিয়াছে।

বৃত্র বধাব্দ। এইরূপে ৪৯০৭৬৮ খৃষ্টাব্দ বা ৫৪৪৭৪৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা চলিবার পর ইন্দ্র বৃত্র বধাব্দ (৭) প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৮১০ বৎসর (৮) পর্য্যন্ত বৃত্র বধাব্দ গণিত হইয়াছিল। এই সময় বৃহস্পতি দ্বারা অব্দ গণনা অনাদৃত হইয়াছিল।

---

(৪) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১ ঋক। (৫) বিষ্ণু পুরাণ ১।৩ অধ্যায়। (৬) সূর্য্য সিদ্ধান্ত অঃ ৯ শ্লোক। (৭) শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৭। (৮) ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৩ ঋক।

দীর্ঘতমা চক্র। ৪৯৮৮৬।৮ সৃষ্টাব্দ বা ৪৬৩৯।৪ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত বৃত্র বধাব্দ গণিত হইলে দীর্ঘতমা ঋষি দীর্ঘতমা চক্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে ১০টি ভ চক্র কাল অর্থাৎ ৭২০ × ১০ = ৭২০০ বৎসর গণনা (৯) হয়। কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে এক মহাযুগে ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিন হয়। ৫৭১৩৮।১০।২৪ ÷ ৭২০০ = ৭ হইয়া ৬৪৮০।১০। ২৪ দিন অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ৭২০০ × ৭ = ৫০৪০০ বৎসর গত হইলে সপ্তম দীর্ঘতমা চক্র শেষ হইয়াছিল। কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা আমরা পৃথিবীর বয়স ও অবস্থা নির্ণয় করিব, তজ্জন্য কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা গণিত অব্দকে সৃষ্টাব্দ ধরা হইল। ৫০৪০০ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ৪১২৬ অব্দে কর্কট রাশির আদিতে সপ্তম দীর্ঘতমা চক্র গণনা শেষ করিয়া ঋষি ব্রহ্মচক্রে (১০) বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন (১১)।

বলিচক্র। ব্রহ্ম চক্রে দীর্ঘতমা ঋষির বৎসর গণনা সকলে গ্রাহ্য করিলেন না। দীর্ঘতমা চক্রও আর চলিল না। কণ্ব ঋষির মত ধরিয়া ২৭ নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্রে, অয়ন বিন্দুর ৪৮·৬" বিকলা গতি অনুসারে, ৯৮৭।৬।৩ দিন গণনা করতঃ এই সময় আর একটি চক্র আবিষ্কৃত হইল। এই চক্রের নাম বলি চক্র (১২)। মহাভারতের সময় (১৯০২ খৃঃ পূঃ পরেও) এই চক্র প্রচলিত ছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য সূক্ষ্ম গণনানুসারে এই বলি চক্রে ৪৮·৬ বিকলা গতির পরিবর্তে ৫০·২" বিকলা ক্রান্তিপাত ও অয়ন বিন্দুর পশ্চাৎ গতি ধরিয়া সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই গণনা মতে ৭৭৪০

---

(৯) ঋগ্বেদ ১।১৬৪। ১৪, ১।১৫৮।৪ ঋক। (১০) ঋগ্বেদ ১।১৫৮।৬ ঋক (১১) পরিশিষ্ট দেখুন। (১২) পরিশিষ্ট দেখুন।

(৭৭৪ × ১০) বৎসর এই চক্রে গণনা করা হইল। সুতরাং ৭৭৪০ – ৭২০০ = ৫৪০ + ৫০৪০০ = ৫০৯৪০ সৃষ্টাব্দ বা ৩৫৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দে **মকরের** আদিতে এই গণনা শেষ হইয়াছিল। এই সময় সূর্য্যবংশীয় রাজা **অম্বরীষ** অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। শুনঃশেফ ঋষির উক্তিতে (১৩) এই বিষয় ঋগ্বেদে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে।

ক্রান্তিপাত চক্র। ৫২৬১৩ সৃষ্টাব্দ বা ১৯১২ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ধনিষ্ঠাতে অয়ন (১৪) ধরিয়া বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় **কৃত্তিকার** ৪ অংশের শেষে ক্রান্তিপাত এবং **ধনিষ্ঠার** ৭°।২০′ কলার শেষে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।

বয়স—কৃত্তিকার ৪ + ভরণীর ১৩।২০ + অশ্বিনীর ১৩।২০ + রেবতীর ১৩।২০ + উত্তরভাদ্রপদের (১৯১১।১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত) ৯।২১।৩০·৩ = ৫৩।২১।৩০·৩ × ৭১।৮মাস = ৩৮২৩।০।২৩ দিন। ৫২৬১৩।২।২০ + ৩৮২৩।০।২৩ = ৫৬৪৩৬।৩।১৩ দিন। এক্ষণে ২১ মার্চ্চ মহাবিষুব সংক্রমণ হয়। অতএব ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত ৫৬৪৩৬ বৎসর পৃথিবীর বয়স হইয়াছে। এক্ষণে ১৩১৮।১ বৈশাখ বা ১৯১১।১৪ এপ্রিল হইতে ৫৬৪৩৭ চলিতেছে। এই ৫৬৪৩৭ বৎসরকেই আমরা **সৃষ্টাব্দ** ধরিয়াছি।

ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদগণ যেখানে **কোটি কোটি** বৎসর পৃথিবীর বয়স মঞ্জুর করেন—জ্যোতির্ব্বিদগণ ও **পদার্থতত্ত্ব**বিদগণ যেখানে দশ বিশ কোটির অধিক মঞ্জুর করিতে নারাজ—প্রফেসর **জলি** (Joly) যেখানে বলিয়াছেন, সমুদ্রের জল এক সময় মিষ্ট ছিল —নদীর জল লবণ আনিয়া বৎসর বৎসর ইহার লবণাক্ততা বৃদ্ধি করিতেছে। বৎসরে কত পরিমাণ লবণ আনীত হয়, তাহা তিনি সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানের জল

(১৩) পরিশিষ্ট দেখুন। (১৪) মহাভারত বন—২২৮ অধ্যায়।

পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং এইরূপ গণনার ফলে তিনি পৃথিবীর বয়স ১০ কোটি বৎসর স্থির করিয়া মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন (১৫)—আবার রেডিয়মতত্ত্ববিদ্‌গণ রেডিয়ামের পরিমাণ স্থির করিয়া নিশ্চয়রূপে যেখানে বলিয়াছেন, সাড়ে সাত কোটি বৎসর হইল পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে (১৫)—সেখানে আমরা কেবল ৫৬৪৩৭ বৎসর পৃথিবীর বয়স নির্দ্দেশ করিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভবে? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা পৃথিবীতে অনেক গুরুতর নৈসর্গিক ব্যাপার সাধিত হয়। সূর্য্য এক সময়ে পৃথিবী-কক্ষার উত্তর অধিশ্রয়ে ছিল। তখন পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ সূর্য্যের অতি নিকটে ছিল—সূর্য্যতেজ তখন তথায় সরলভাবে পড়িত। সুতরাং সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে ও পৃথিবীর আভ্যন্তরিক প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবীতে ভূকম্প, আগ্নেয় গিরির উৎপাত প্রভৃতি বিবিধ ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইত—কত মহাদেশ সমুদ্রে—কত সমুদ্র মহাদেশে পরিণত হইত।

এখন আর সে দিন নাই। সূর্য্য পৃথিবী কক্ষার দক্ষিণ অধিশ্রয়ের অতি নিকটে গিয়াছে—পৃথিবী অনেক শীতল হইয়াছে—ভূকম্প, আগ্নেয় গিরির উৎপাত এখন কম হয়, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রচণ্ড তেজে হয় না। কিন্তু অন্যরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখা গিয়াছে। হিমশিলাপাত, জলপ্লাবন ইত্যাদিতে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে। সে ক্ষতির চিহ্ন জননী পৃথিবী নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আবার যখন সূর্য্য উত্তর অধিশ্রয়ে যাইবে, তখন পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে

(১৫) Amrita Bazar Patrika, Bi-weekly 6. 4. 11.

সূর্য্যতেজ সরলভাবে পড়িবে—আবার ভয়ঙ্কর বিপ্লব দেখা দিবে। সে বিপ্লবের চিহ্নও পৃথিবীদেহে অঙ্কিত থাকিবে। কোটি কোটি বৎসর পৃথিবীর বয়স ধরিলে, কি দশ বিশ কোটি বৎসরও ধরিলে, লক্ষ, লক্ষ, লক্ষ বার কক্ষা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, ধরিতে হয়। সে চিহ্নও পৃথিবীগর্ভে পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কি সেরূপ চিহ্ন পাইয়াছেন? পৃথিবীর কুত্রাপি তাঁহারা এরূপ চিহ্ন পান নাই। যে নিয়মে,—যে শৃঙ্খলায় পৃথিবীর দেহে স্তর পড়িয়াছে, তাহার বিচ্ছেদের বা পুনঃপুনঃ অভিনয়ের কোন চিহ্ন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পান নাই। সুতরাং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বৎসর কেন লক্ষ বৎসরও বয়স হয় নাই। কোটি কোটি বৎসর তো হয়ই নাই। সূর্য্য এখন দক্ষিণ অধিশ্রয়ে আছে, সুতরাং ৫৬৪৩৬ বৎসর বয়স অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ বলিবেন, "তবে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর স্তর নির্ম্মাণ কি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের স্বপ্নদর্শনের ফল?" বাস্তবিকই তাই। লর্ড কেলবিন বলিয়াছেন (১৬) "হাজার বৎসরে যদি এক ফুট স্তর জন্মে, তবে ভূপৃষ্ঠে যে লক্ষ ফুট স্থূল স্তর জন্মিয়াছে, তাহাতে লক্ষ হাজার অর্থাৎ ১০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে।" বাস্তবিক এক ফুট স্তর জমিতে এক হাজার বৎসর আবশ্যক হয় না। বৃহৎ নদী বা সমতটের দক্ষিণে বঙ্গ উপসাগরে এখনও মৃত্তিকাস্তর জমিতেছে, তথায় কি সহস্র বৎসরে এক ফুট স্তর পড়ে? এখন পৃথিবী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শীতল হইয়াছে, এখনই আমরা বৎসরে ২০।৩০ ফুট মৃত্তিকা স্তর, কোথাও ১০।১২ ফুট, কোথাও বা ৩।৪ ফুট পুরু স্তর পড়িতে দেখিতে পাইতেছি। এই তুলনায় পৃথিবী উষ্ণ থাকিতে যে কত পুরু স্তর প্রতি বৎসর পড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন

(১৬) প্রকৃতি ৩৩ পৃষ্ঠা।

নহে। সকলদিক বিবেচনা করিলে গড়ে, এক বৎসরে ৪ ফুট স্তর সৃষ্টি ধরা যাইতে পারে। কুটতর্কের আশ্রয় না লইলে সকলেই আমাদের এই মত স্বীকার করিবেন। কারণ ইহা আন্দাজী গণনা নহে প্রামাণিক কথা।

পৃথিবীর স্তর কিরূপে নির্ম্মিত হয়, তাহা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রধানতঃ চারি প্রকার পদার্থে পৃথিবীর স্তর নির্ম্মিত হয়—(১) পর্ব্বতের ক্ষয়িত পদার্থ দ্বারা, যথা বালুকা, কাওলীন (Kaoline) ইত্যাদি। (২) বৃক্ষাবশেষ (৩) জীবের মেদ, অস্থি ও খোলা। (৪) আগ্নেয় গিরির গলিত পদার্থ।

(১) পর্ব্বতের অনাবৃত অংশ জল বায়ুর ফলে নরম হয়। বায়ুর জলীয় অংশ এবং অঙ্গারাম্ল তাহাদের মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিলে সে গুলি কাদার মত হয় এবং পর্ব্বত গাত্র হইতে পৃথক হইয়া বালিতে পরিণত হয়। সূর্য্যের উত্তাপে, পৃথিবীর উত্তাপে, রাত্রির শীতলতায়, তুষার প্রভৃতি দ্বারাও পর্ব্বত পৃষ্ঠ অনবরত বিশ্লিষ্ট হইতেছে। আভ্যন্তরিক উত্তাপের আধিক্যতাতেই প্রাচীনকালে পর্ব্বত সমূহ সত্বর সত্বর ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। এইগুলি পরে বৃষ্টির জলে প্রতি বৎসর ধৌত হইয়া নদীতে পড়িয়া জলস্রোতে বাহিত হয়। কাওলীন বালি অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে চূর্ণিত হয়, সুতরাং বালি ভাসাইতে জলের যে পরিমাণ বেগ আবশ্যক, কাওলীন চূর্ণ তদপেক্ষা কম বেগযুক্ত জলেই ভাসে। সমতল ভূমিতে আসিয়া যখন জলের বেগ কমিয়া যায়, তখন প্রথমে মোটাবালি তলাইয়া পড়ে; তার পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বালি পড়ে, তার পর সূক্ষ্ম বালি ও কাদা মিশ্রিত হইয়া পড়ে। অবশেষে কাদা বহুদূরে ভাসিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়ে। এইরূপে স্তর জন্মে।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারে নির্ম্মিত স্তর-নির্ম্মাণ প্রণালী দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর ৪ **ফুট স্তর** হইলে লক্ষ ফুট স্তর হইতে ২৫০০০ বৎসর আবশ্যক হয়। সুতরাং পৃথিবীর ৫৬৪৩৬ বৎসর বয়স **অসম্ভব** নহে।

৫। যুগ বিভাগ।

কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে। প্রাচীনকালে আর্য্যগণ কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে যুগ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম গণনানুসারে পৃথিবী প্রতি বৎসর কেন্দ্রাতিগ গতি দ্বারা ১১˙৩৪" সেকেণ্ড কক্ষা পরিবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপ গতিতে ১১৪২৭৭।৯।১৮ দিনে একবার কক্ষা পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিবে। এই গণনানুসারে ৫৭১৩৮।১০। ২৪ দিনে ব্রহ্মার একদিন বা **প্রথম কল্প** এবং আর ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিনে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা **দ্বিতীয় কল্প** হইবে। এই দুই সংখ্যাকে দুই **মহাযুগ** বলে। ইহারা আবার প্রত্যেকে ৪ **যুগে** বিভক্ত। যথা **সত্য** (কৃত), **ত্রেতা, দ্বাপর,** এবং **কলি।** মহাযুগের দশমাংশকে ১, ২, ৩, ৪ দিয়া যথাক্রমে গুণ করিলে কলি, দ্বাপর, ত্রেতা এবং সত্যযুগের সংখ্যা পাওয়া যায় (১)।

যুগ	যুগ পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ।
সত্য	...২২৮৫৫।৬।২১।৩৬	২২৮৫৫।৬।২১।৩৬	৩১৬৭০।৫।৮।২৪ দণ্ড।
ত্রেতা	...১৭১৪১।৮।১।১২	৩৯৯৯৭।২।২২।৪৮	১৪৫২৮।৯।৭।১২ দণ্ড।

(১) সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১ অঃ ১৭ শ্লোক।

দ্বাপর ...১১৪২৭।৯।১০।৪৮ ৫১৪২৫।০।৩।৩৬ ৩১০০।১১।২৬।২৪

কলি ...৫৭১৩।১০।২০।২৪ ৫৭১৩৮।১০।২৪ ২৬১৩।১০।২৪ দিন

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

কলি ...৫৭১৩।১০।২০।২৪ ৬২৮৫২।৯।১৪।২৪ ৮৩২৭।৯।১৪।২৪ দণ্ড।

দ্বাপর ...১১৪২৭।৯।১০।৪৮ ৭৪২৮০।৬।২৫।১২ ১৯৭৫৫।৬।২৫।১২

ত্রেতা ...১৭১৪১।৮।১।১২ ৯১৪২২।২।১৬।২৪ ৩৬৮৯৭।২।১৬।২৪

সত্য ...২২৮৫৫।৬।২১।৩৬ ১১৪২৭৭।৯।১৮ ৫৯৭৫২।৯।১৮ দিন।

প্রথম ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিন পর্য্যন্ত পৃথবী কেন্দ্রাতিগ গতি দ্বারা সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যাইতেছে। তাহাতে পৃথিবীর উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং শীতলতার পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হইতেছে। উত্তাপই পৃথিবীর ধর্ম্ম এবং শীতলতাই তাহার পাপ। আর্য্যগণ যুগ বিভাগ দ্বারা এই উত্তাপের ও শীতলতার সাময়িক পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। পৃথিবী সৃষ্টির সময় সত্য বা কৃত যুগে পৃথিবী পূর্ণ মাত্রায় উষ্ণ ছিল। তারপর যতই উষ্ণতা কমিয়াছে, ততই শীতলতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জীব সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। যখন এক-চতুর্থাংশ উষ্ণতা কমিয়াছে, তখন পৃথিবীর ধর্ম্ম এক পাদ কমিয়াছে, সুতরাং শীতলতা বা পাপ এক পাদ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সময় ত্রেতাযুগ শেষ হইয়া দ্বাপর যুগ আরম্ভ হইয়াছে। দ্বাপর যুগে উষ্ণতা আর এক পাদ কমিয়াছে, সুতরাং শীতলতা আরও এক পাদ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সময় দ্বাপর যুগ শেষ হইয়া কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ত্রিপাদ উষ্ণতা কমিবে এবং শীতলতাও ত্রিপাদ বৃদ্ধি হইবে। তখন কেন্দ্রাতিগ-গতিশক্তি দুর্ব্বল হইবে। সুতরাং সূর্য্যের নিকট পৃথিবী পরাজিত হইবে, আর দূরে যাইতে পারিবে না। তখন সূর্য্য তাহাকে আপনার দিকে টানিয়া লইতে থাকিবে। কেন্দ্রানুগ

গতি দ্বারা পৃথিবী বাধ্য হইয়া সূর্য্যের দিকে যাইতে থাকিবে। এইরূপে যাইতে যাইতে যতই সূর্য্য নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি এবং শীতলতার হ্রাস হইতে থাকিবে।

উষ্ণতার অভাব যেমন মৃত্যুর কারণ, শীতলতার অভাবও তেমনি মৃত্যুর কারণ। প্রথম কলিযুগের শেষে পৃথিবী তিন পাদ শীতল হইলে, যদি সূর্য্য তাহাকে স্বীয় বলে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া উত্তাপ দিয়া রক্ষা না করে, তবে পৃথিবী শীতল হইয়া জীবশূন্য হইবে। সমস্ত জল জমিয়া বরফ হইবে। কিন্তু তাহা হইবে না—পুরাণে লিখিত মত একেবারে সত্যযুগও আসিবে না। যেমন ক্রমশঃ উত্তাপ কমিয়াছে, তেমনি আবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। তাই প্রথম কলিযুগের পর দ্বিতীয় কলিযুগ তৎপরে দ্বিতীয় দ্বাপর, দ্বিতীয় ত্রেতা ও দ্বিতীয় কৃত বা সত্যযুগ আসিবে। (চিত্র দেখুন)।

পৃথিবী যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে—ততই উষ্ণ হইবে—ততই কেন্দ্রস্থ পদার্থ তরল হইতে থাকিবে—ততই পৃথিবীতে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প বৃদ্ধি হইবে। কত পর্ব্বত আগ্নেয় গিরিতে পরিণত হইবে—কত দ্বীপ উঠিবে—কত দেশ— কত পর্ব্বত বসিয়া গিয়া সাগরে পরিণত হইবে। ক্রমে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে জল শুষ্ক হইয়া যাইবে। কেবল জলশূন্য সমুদ্রগর্ভ, গহ্বর ও মৃত্তিকা এবং পর্ব্বতাদি দেখা যাইবে, কিন্তু এ সমস্ত দেখিবার কেহই থাকিবে না।

এইরূপে পৃথিবী, সৃষ্টির পর ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিনে সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া, আর ৫৭১৩৮।১০।২৪ দিনে পুনর্ব্বার সূর্য্যের নিকট আসিবে। সৃষ্টির ১১৪২৭৭।৯।১৮ দিন পর পৃথিবী সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে আবার পূর্ব্ববৎ তরল হইয়া সূর্য্যে পতিত হইবে। ইহাই ব্রহ্মার রাত্রিশেষে সৃষ্টিনাশ।

কলিযুগ। কলিযুগের আরম্ভ সম্বন্ধে বিবিধ মত দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, কলির ১২০০ বৎসর গতে যুধিষ্ঠির ছিলেন। বরাহ মিহির বলেন কলির ৬৫৩ বৎসর গতে যুধিষ্ঠির ছিলেন। পঞ্জিকাতে দেখিতে পাই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৫০১২ বৎসর কলির গতাব্দা চলিতেছে। কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে ৫৭১৩।১০।২০।২৪ দণ্ড কলিযুগের পরিমাণ। এই মতেও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৫০১২ কলির গতাব্দা হয়, অতএব বর্ত্তমান **কলির গতাব্দা** কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে গণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ক্রান্তিপাত গতি বা ব্রহ্মচক্র অনুসারে

আর্য্যগণ ক্রান্তিপাত গতির সাহায্যে আর এক প্রকার যুগ বিভাগ করিয়াছিলেন। এই মতে ৪৮০০ বৎসরে **সত্যযুগ**+৩৬০০ বৎসরে **ত্রেতা** +২৪০০ বৎসরে **দ্বাপর**+১২০০ বৎসরে **কলিযুগ**=১২০০০ বৎসরে চারিযুগ বা এক **মহাযুগ** বা ব্রহ্মার **দিন** এবং আর ১২০০০ বৎসরে ব্রহ্মার **রাত্রি** হয়। ব্রহ্মার রাত্রিও এইরূপ চারিযুগে বিভক্ত। এই যুগ বিভাগ অনুসারেই রামচন্দ্রের কাল ত্রেতাযুগে এবং কৃষ্ণ ও বুদ্ধের কাল পঞ্জিকার লিখিত মত দ্বাপর যুগে পড়ে। ঋগ্বেদে দীর্ঘতমা ঋষি লিখিয়াছেন ত্রেতাযুগে দীর্ঘতমা চক্র শেষ হইয়াছে (২)। চরক সংহিতা দ্বাপরের প্রথমে রচিত হইয়াছে (চরক বিমান স্থান ৩ অধ্যায়)।

৫০·২ বিকলা গতি অনুসারে ২৫৮০০ বৎসরে একবার ব্রহ্ম চক্র পরিভ্রমণ হয়। ১২৯০০ বৎসরে এক মহাযুগ হয়। ২ মহাযুগে এক ব্রহ্মচক্র। আমরা এই গণনানুসারে **সত্যযুগের** পরিমাণ ৫১৬০+ **ত্রেতার** ৩৮৭০+**দ্বাপরের** ২৫৮০+**কলির** ১২৯০=১২৯০০ বৎসর পাই। ১১৩২৬ খৃঃ পূঃ পরে ব্রহ্মচক্রে অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছে

(২) ঋগ্বেদ ১।১৫৮।৫ ঋক।

যুগ	সৃষ্টাব্দ	ব্রহ্মচক্রাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ।
সত্য	...৪৮৩৬০	৫১৬০	৬১৬৬ পর্য্যন্ত।
ত্রেতা	...৫২২৩০	৯০৩০	২২৯৬ „
দ্বাপর	...৫৪৮১০	১১৬১০	২৮৫ খৃষ্টাব্দ।*
কলি	...৫৬১০০	১২৯০০	১৫৭৫ „

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগ শেষ হইয়া দ্বিতীয় মহাযুগান্তর্গত দ্বিতীয় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কলিযুগের ৩৩৬ বৎসর যাইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, কলি-যুগের শেষে কল্কি অবতার হইবে। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারের সময় যখন এই যুগ গণনানুসারে গণিত হইয়াছে, তখন এই কলিযুগের শেষে কল্কি অবতার হওয়া আবশ্যক ছিল। নতুবা এই গণনা ঠিক বলা যাইতে পারে না। আমাদের মতে চৈতন্যই কল্কি অবতার। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলির শেষে সন্ধি সময়ে ১১০০ বৎসর পরে ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

৬। অব্দ গণনা।

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে অব্দ গণনা ৯ প্রকার যথা—(১) নাক্ষত্র (২) চান্দ্র (৩) সাবন (৪) সৌর (৫) বার্হস্পত্য (৬) প্রাজাপত্য (৭) পিত্র্য (৮) দৈব (৯) ব্রাহ্ম। ইহার মধ্যে নাক্ষত্র, চান্দ্র, সাবন, ও সৌরমান এখনও ব্যবহৃত হয় (১)। অবশিষ্টগুলি অপ্রচলিত হইয়াছে।

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১৪ অধ্যায় ১,২ শ্লোক।

(১) নাক্ষত্রমান।

একটি নক্ষত্র আজ পৃথিবীর যে স্থানে দেখা যাইতেছে, পরদিন যখন ঠিক সেই স্থানে দেখা যাইবে তখন একদিন পূর্ণ হইবে। ইহার নাম নাক্ষত্র দিন। ৩৬০ নাক্ষত্র দিনে এক নাক্ষত্র বৎসর হয়। মেরু প্রদেশে দিবসে সূর্য্য দ্বারা এবং রাত্রিতে নক্ষত্র দ্বারা কাল গণনা হইত। এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া আর্য্যগণ ৩৬০ অহন্ গণনা করিতেন।

(২) চান্দ্রমান।

পৃথিবীর যে স্থানে আজ চন্দ্র দেখা যাইতেছে, পরদিন সেই স্থানে চন্দ্রদর্শন পর্য্যন্ত এক চান্দ্রদিন পূর্ণ হয়। এইরূপ ৩৫৫ চান্দ্রদিনে এক চান্দ্র বৎসর হয়। আর্য্যগণ সুমেরু প্রদেশে আসিয়া চান্দ্র বৎসর গণনা করিতেন। তাঁহারা ৩০ চান্দ্র দিনে এক পূর্ণমাস এবং ৩০০ দিনে দশ পূর্ণমাস বা এক বৎসর ধরিতেন।

(৩) সাবন মান।

এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহার নাম সাবন দিন। ৩৬১ সাবন দিনে এক সাবন বৎসর হয়। এক সাবন বৎসরে এক বার্হস্পত্য মাস হয়। বার্হস্পত্য বৎসর গণনায় এই সাবন দিনের প্রয়োজন হইত।

(৪) সৌরমান।

সূর্য্য আজ পৃথিবীর যে স্থানে দেখা যাইতেছে, পরদিন ঠিক যখন

সেই স্থানে প্রবেশ করিবে, তখন একদিন পূর্ণ হইবে। ইহার নাম সৌর-দিন। ৩৬৫ দিন ৬ঘণ্টা ৮ মিনিটে এক সৌর বৎসর হয়।

(৫) বার্হস্পত্য মান।

পৃথিবীর বয়স আলোচনা করিবার সময় বার্হস্পত্য মান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ৩৬১।০।৩৮ মিনিটে বৃহস্পতির এক মাস হয়। সুতরাং আমাদের বৎসর ও বৃহস্পতির মাস এক সমান। বর্ত্তমান বৎসরে ৫৬৪৩৬ সৃষ্টাব্দ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে বৃহস্পতিকে তুলা রাশিতে দেখা যাইতেছে। পুষ্যা নক্ষত্র হইতে বৃহস্পতির বৎসর গণনা আরম্ভ হয়, সুতরাং কর্কটরাশি বৃহস্পতির প্রথম মাস, তুলা চতুর্থ মাস। ৩৬৫।৬ − ৩৬১।০ = ৪।৬ ঘণ্টা। ৫৬৪৩৬ + ৫৬৪৩৬ × ৪ ÷ ৩৬১ + ৫৬৪৩৬ × ৬ ÷ ২৪ ÷ ৩৬১ = ৫৭১০০।৪।২৯ ÷ ১২ = ৪৭৫৮ বার্হস্পত্য বৎসর ৪ বার্হস্পত্য মাস ১০ বার্হস্পত্য দিন হয়। এই হিসাবে এক্ষণে বৃশ্চিক রাশিতে বৃহস্পতির থাকা উচিত, কিন্তু এক্ষণে বক্রগতি হেতু তাহাকে তুলা রাশিতে দেখা যাইতেছে। সুতরাং আমাদের গণনার সহিত ঠিক ঐক্য হইয়াছে।

(৬) প্রাজাপত্য মান।

বার্হস্পত্য মান গণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাজাপত্য মান গণনা হয়। ৫ বার্হস্পত্য বৎসরে এক প্রাজাপত্য যুগ হয়। ১২ প্রাজাপত্য যুগে এক ভ চক্র হয়। ৫ × ১২ × ১২ = ৭২০ বৎসরে এক ভ চক্র হয়।

(৭) পিত্র্য মান।

৩০ তিথিতে এক লৌকিক মাস হয়। এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন হয়। এই ত্রিশ তিথিতে চন্দ্র একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আইসে,

তৎসঙ্গে আপনা আপনিও ঘুরে। চন্দ্রের এই একবার ঘূর্ণনে তাহার এক দিন অর্থাৎ এক দিবারাত্রি হয়। ইহারই নাম পিত্র্যদিন। সুতরাং চন্দ্র দ্বারা এই অব্দ গণনা করা হয়। শুক্লপক্ষ চন্দ্রের দিন, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের রাত্রি। এই কাল গণনায় নিম্নলিখিত আর্য্যা আমরা পাইয়াছি। যথা—

১। ১৫ চান্দ্র দিনে — ১ পক্ষ।

২। ২ পক্ষে — ১ পিত্র্য অহোরাত্রি (দিন)।

৩। ৩০ পিত্র্যদিনে বা ৩০ চান্দ্র মাসে বা আড়াই বৎসরে — ১ পিত্র্য বা শনির মাস।

৪। ১২ শনির মাসে বা ৩০ চান্দ্র বৎসরে — ১ পিত্র্য বা শনির বৎসর।

৫। ১০১ শনির বৎসরে বা ৩০৩০ চান্দ্র বৎসরে — ১ সপ্তর্ষি বর্ষ (২)।

৬। ৩ সপ্তর্ষি বর্ষে বা ৯০৯০ চান্দ্র বৎসরে — ১ ধ্রুব বৎসর।

আর্য্যগণ ধ্রুবের গতি থাকা জানিতেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে ও ধ্রুব এক স্থানে থাকে না। পূর্ব্বে যে নক্ষত্র ধ্রুব ছিল এখন তাহা ধ্রুব নাই।

(৮) দিব্য মান।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, লৌকিক ত্রিশ বৎসরে এক দিব্য মাস হয় (৩)। আমরা পিত্র্যাব্দ গণনায় দেখিয়াছি, ১২ শনির মাসে বা ৩০ চান্দ্র বৎসরে এক পিত্র্য বা শনির বৎসর হয়। অতএব পিত্র্য ও

(২) মৎস্যপুরাণ ১২৮ অঃ ৬৪ ও ১৪২ অঃ ১৩, ১৪ শ্লোক। (৩) মৎস্য পুরাণ ১৭২ অঃ ১১ শ্লোক।

শনির বৎসর এবং দিব্য মাস এক সমান। অতএব দিব্যাব্দ পিত্র্যাব্দ গণনারই শেষ অংশমাত্র। যথা—

১। ১৫ চান্দ্র দিনে ১ পক্ষ।

২। ২ চান্দ্র পক্ষে ১ পিত্র্য দিবারাত্রি (দিন)।

৩। ৩০ পিত্র্য দিনে বা
৩০ চান্দ্র মাসে বা আড়াই বৎসরে ১ পিত্র্য বা শনির মাস।

৪। ১২ শনির মাসে বা ৩০ চান্দ্র বৎসরে ১ পিত্র বা শনির বৎসর বা দিব্য মাস।

৫। ১২ দিব্য মাসে বা ৩৬০ বৎসরে ১ দিব্যবর্ষ।

৬। ১২ দিব্য বৎসরে বা ৪৩২০ বৎসরে ১ দিব্যযুগ।

৭। ১০০০ দিব্যযুগে বা ১২০০০ দিব্য বৎসরে বা ৪৩২০০০০ বৎসরে ১ ব্রহ্ম কল্প।

(৯) ব্রাহ্ম অব্দ।

উপরে যে ৪৩২০০০০ বৎসরে এক ব্রাহ্ম কল্প হয় জানা গিয়াছে, তাহাই ব্রাহ্ম অব্দ নামে কথিত হয়। পরবর্ত্তী ঋষিগণ ১২০০০ সৌর বৎসরে এক মহাযুগ (৩০ পৃষ্ঠা) স্বীকার করিতে পারেন নাই। ১২০০০ বৎসরে এত সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ১২০০০ দৈব বৎসর ধরিয়া ৩৬০ সৌর বৎসর দ্বারা গুণ করিয়া ৪৩২০০০০ বৎসর করিয়াছেন। মনুসংহিতায় ও মহাভারতে (৪) ১২০০০ বৎসরকে সৌর বা মানুষ বৎসরই বলিয়াছে। পৌরাণিক যুগে ঋষিগণ এই ভ্রম করিয়াছেন। ক্রান্তিপাত দ্বারা গণিত ব্রহ্মচক্রের এই অব্দ গণনা সহ সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মার কল্পের পরিমাণ দুই প্রকার যথা—(১) কক্ষা পরি-

(৪) মনুসংহিতা ১ অধ্যায় ৬৯—৭২ শ্লোক ও মহাভারত বন ১৮৭ অধ্যায়।

বর্ত্তন গতি অনুসারে গণিত অব্দ এবং (২) ক্রান্তিপাত বা ব্রহ্ম চক্রানুসারে গণিত অব্দ। এই দুই প্রকার গণনাই এক্ষণে প্রচলিত আছে। কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অতি প্রাচীন কাল হইতে গণিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ভ চক্র, বৃত্রবধাব্দ, দীর্ঘতমা চক্রাব্দ এবং বলিচক্রাব্দ প্রভৃতি কয়েকপ্রকার গণনা প্রণালী প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর বয়স আলোচনা করিবার সময় ঐ সমস্ত অব্দ বিবরণ আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে ঐ সমস্ত অব্দ প্রচলিত নাই।

(১) কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে গণিত অব্দ চক্র ঃ—

কেন্দ্রাতিগ গতি অনুসারে।

সত্যযুগ (২২৮৫৫।৬।২১।৩৬ দণ্ড, বৈশাখ হইতে আরম্ভ)।

১। মেষ অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ
(১) অশ্বিনী	৪২৩২।৬।৪	৪২৩২।৬।৪	৫০২৯৩।৫।২৬
(২) ভরণী	৪২৩২।৬।৪	৮৪৬৫।০।৮	৪৬০৬০।১১।২২
(৩) কৃত্তিকা (১/৪)	১০৫৮।১ ১৬	৯৫২৩।১।২৪	৪৫০০২।১০।৬

২। বৃষ অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ
(৩) কৃত্তিকা (৩/৪)	৩১৭৪।৪।১৮	১২৬৯৭।৬।১২	৪১৮২৮।৫।১৮
(৪) রোহিণী	৪২৩২।৬।৪	১৬৯৩০।০।১৬	৩৭৫৯৫।১১।১৪
(৫) মৃগশিরা (১/২)	২১১৬।৩।২	১৯০৪৬।৩।১৮	৩৫৪৭৯ ৮।১২

৩। মিথুন অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ
(৫) মৃগশিরা (½)	২১১৬।৩।২	২১১৬২।৬।২০	৩৩৩৬৩।৫।১০
(৬) আর্দ্রা	১৬৯৩।০।১।৩৬	২২৮৫৫।৬।২১।৩৬	৩১৬৭০।৫।৮।২৪

২২৮৫৬ সৃষ্টাব্দে ৩১৬৬৯ খৃঃ পূঃ অব্দে কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে ত্রেতাযুগ আরম্ভ (৫) হইয়াছে। অতএব ২২৮৫৫।৬।২১।৩৬ দণ্ড +২ দিন = ২২৮৫৫।৬।২৩।৩৬ দণ্ড সত্যযুগের পরিমাণ হইবে।

ত্রেতাযুগ (১৭১৪১।৮।১।১২ দণ্ড)।

আর্দ্রা	২৫৩৯।৬।২।২৪	২৫৩৯৫।০।২৪	২৯১৩০।১১।৬
(৭) পূনর্ব্বসু (¾)	৩১৭৪।৪।১৮	২৮৫৬৯।৫।১২	২৫৯৫৬।৬।১৮

৪। কর্কট অন্তর্যুগ।

(৭) পূনর্ব্বসু (¼)	১০৫৮।১।১৬	২৯৬২৭।৬।২৮	২৪৮৯৮।৫।২
(৮) পুষ্যা	৪২৩২।৬।৪	৩৩৮৬০।১।২	২০৬৬৫।১০।২৮
(৯) অশ্লেষা	৪২৩২।৬।৪	৩৮০৯২।৭।৬	১৬৪৩৩।৪।২৪

৫। সিংহ অন্তর্যুগ।

(১০) মঘা	১৯০৪।৭।১৬।৪৮	৩৯৯৯৭।২।২২।৪৮	১৪৫২৮।৯।৭।১২

৩৯৯৯৮ সৃষ্টাব্দে ১৪৫২৭খৃঃ পূঃ অব্দে ভাদ্রকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ১৭১৪১।৮।১।১২ দণ্ড—৩।১৯ দিন = ১৭১৪১।৪ ১২।১২ দণ্ড ত্রেতাযুগের পরিমাণ হইবে।

দ্বাপর যুগ (১১৪২৭।৯।১০।৪৮ দণ্ড)।

মঘা	২৩২৭।১০।১৭।১২	৪২৩২৫।১।১০	১২২০০।১০।২০
(১১) পূর্ব্বফল্গুনী	৪২৩২।৬।৪	৪৬৫৫৭।৭।১৪	৭৯৬৮।৪।১৬
(১২) উত্তরফল্গুনী(¼)	১০৫৮।১।১৬	৪৭৬১৫।৯	৬৯১০।৩

---

(৫) পঞ্জিকা।

৬। কন্যা অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ
(১২) উত্তরফল্গুণী (ভুঁ)	৩১৭৪।৪।১৮	৫০৭৯০।১।১৮	৩৭৩৫।১০।১২
(১৩) হস্তা	৬৩৪।১০।১৫।৩৬	৫১৪২৫।০।৩।৩৬	৩১০০।১১।২৬।২৪

৫১৪২৬ সৃষ্টাব্দে বা ৩০৯৯ খৃঃ পূঃ অব্দে মাঘী পূর্ণিমাতে শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ১১৪২৭।৯।১০।৪৮ দণ্ড + ৪ দিন = ১১৪২৭।৯।১৪।৪৮ দণ্ড দ্বাপর যুগের পরিমাণ হইবে।

কলিযুগ (৫৭১৩।১০।২০।২৪ দণ্ড)।

হস্তা	৩০৯৯।১১।২৬।২৪	৫৪৫২৫	১ খৃঃ পূঃ
	২৮৫।০	৫৪৮১০	২৮৫ খৃষ্টাব্দ
	২১২।৭।২২	৫৫০২২।৭।২২	৪৯৭।৭।২২
(১৪) চিত্রা	১৪১৩।৩।৮	৫৬৪৩৬	$\frac{১৯১১}{১৩১৭}$ (৩।১৩)
	৭০২।১০।২৪	৫৭১৩৮।১০।২৪	২৬১৩।১০।২৪

সত্যযুগের পরিমাণ সহ ২ দিন এবং দ্বাপরের পরিমাণ সহ ৪ দিন = ৬ দিন যোগ করা হইয়াছে এবং ত্রেতার পরিমাণ হইতে ৩।১৯ দিন বাদ দেওয়া হইয়াছে, অতএব ৩।১৯ − ৬ দিন = ৩।১৩ দিন কলিযুগের পরিমাণ সহ যোগ করিতে হইবে। সুতরাং ৫৭১৩।১০।২০।২৪ দণ্ড + ৩।১৩ দিন = ৫৭১৪।২।৩।২৪ দণ্ড কলিযুগের পরিমাণ হইবে।

প্রথম কলিযুগ শেষ।

কেন্দ্রাতিগ গতি শেষ।

কেন্দ্রানুগ গতি আরম্ভ।

দ্বিতীয় কলিযুগ (৫৭১৩।১০।২০।২৪ দণ্ড)।

৭। তুলা অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃষ্টাব্দ
(১৪) চিত্রা (½)	২১১৬।৩।২	৫৯২৫৫।১।২৬	৪৭৩০।১।২৬
(১৫) স্বাতি	৩৫৯৭।৭।১৮।২৪	৬২৮৫২।৯।১৪।২৪	৮৩২৭।৯।১৪।২৪

দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ (১১৪২৭।৯।১০।৪৮ দণ্ড।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃষ্টাব্দ
স্বাতি	৬৩৪।১০।১৫।৩৬	৬৩৪৮৭।৮	৮৯৬২।৮
(১৬) বিশাখা (¾)	৩১৭৪।৪।১৮	৬৬৬৬২।০।১৮।	১২১৩৭।০।১৮

৮। বৃশ্চিক অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃষ্টাব্দ
(১৬) বিশাখা (¼)	১০৫৮।১।১৬	৬৭৭২০।২।৪	১৩১৯৫।২।৪
(১৭) অনুরাধা	৪২৩২।৬।৪	৭১৯৫২।৮।৮	১৭৪২৭।৮।৮
(১৮) জ্যেষ্ঠা	২৩২৭।১০।১৭।১২	৭৪২৮০।৬।২৫।১২	১৯৭৫৫।৬।২৫।১২

দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ (১৭১৪১।৮।১।১২ দণ্ড)।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃষ্টাব্দ
জ্যেষ্ঠা	১৯০৪।৭।১৬।৪৮	৭৬১৮৫।২।১২	২১৬৬০।২।১২

৯। ধনু অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃষ্টাব্দ
(১৯) মূলা	৪২৩২।৬।৪	৮০৪১৭।৮।১৬	২৫৮৯২।৮।১৬
(২০) পূর্ব্বাষাঢ়া	৪২৩২।৬।৪	৮৪৬৫০।২।২০	৩০১২৫।২।২০
(২১) উত্তরাষাঢ়া (¼)	১০৫৮।১।১৬	৮৫৭০৮।৪।৬	৩১১৮৩।৪।৬

১০। মকর অন্তর্যুগ।

গর্ভান্তর্যুগ	পরিমাণ	সৃষ্টাব্দ	খৃষ্টাব্দ
(২১) উত্তরাষাঢ়া (৩/৪)	৩১৭৪।৪।১৮	৮৮৮৮২।৮।২৪	৩৪৩৫৭।৮।২৪
(২২) শ্রবণা	২৫৩৯।৫।২২।২৪	৯১৪২২।২।১৬।২৪	৩৬৮৯৭।২।১৬।২৪

দ্বিতীয় সত্যযুগ (২২৮৫৫।৬।২১।৩৬। দণ্ড।

শ্রবণা	১৬৯৩।০।১১।৩৬	৯৩১১৫।২।২৮	৩৮৫৯০।২।২৮
(২৩) ধনিষ্ঠা (১/২)	২১১৬।৩।২	৯৫২৩১।৬	৫০৭০৬।৬

১১।

(২৩) ধনিষ্ঠা (১/২)	২১১৬।৩।২	৯৭৩৪৭।৯।২	৪০৮২২।৯।২
(২৪) শতভিষা	৪২৩২।৬।৪	১০১৫৮০।৩।৬	৪৭০৫৫।৩।৬
(২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ (৩/৪)	৩১৭৪।৪।১৮	১০৪৭৫৪।৭।২৪	৫০২২৯।৭।২৪

১২। মীন অন্তর্যুগ।

(২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ (১/৪)	১০৫৮।১।১৬	১০৫৮১২।৯।১০	৫১২৮৭।৯।১০
(২৬) উত্তরভাদ্রপদ	৪২৩২।৬।৪	০১০০৪৫।৩।১৪	৫৫৫২০।৩।১৪
(২৭) রেবতী	৪২৩২।৬।৪	১১৪২৭৭।৯।১৮	৫৯৭৫২।৯।১৮

কেন্দ্রানুগ গতি শেষ—প্রলয়।

এই চক্রে অব্দ গণনানুসারে বর্ত্তমান ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ৫০১২ কলির গতাব্দা চলিতেছে। ইহা প্রথম কলির গতাব্দা।

(২) ক্রান্তিপাত, দীর্ঘতমা এবং বলিচক্রানুসারে ব্রহ্মচক্র গণনা প্রণালী—

দ্বাপর যুগ (৪৭০৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে)

(৯) অশ্লেষা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত।

(১২) উত্তরফল্গুণী গর্ভান্তর্যুগ।

২৭ (৩১ আষাঢ়)	পুনঃ উঃ (৬)	৭১।৮	৪৭১৪১।৮	৭৩৮৪।৪
২৬	পুনঃ উঃ	২৩।১০।২০	৪৭১৬৫।৬।২০	৭৩৬০।৫।১০

(৮) পুষ্যা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত (৯৫৩।৬।২০ দিন)।

	পুনঃ উঃ	৪৭।৯।১০	৪৭২১৩।৪	৭৩১২।৮
২৫	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৪৭২৮৫	৭২৪১
২৪	পুনঃ উঃ ২০′	২৩।১০।২০	৪৭৩০৮।১০।২০	৭২১৭।১।১০
•	পুনঃ পূঃ ৪০′ (৭)	৪৭।৯।১০	৪৭৩৫৬।৮	৭১৬৯।৪
২৩	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৪৭৪২৮।৪	৭০৯৭।৮
২২	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৪৭৫০০	৭০২৬
২৯	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৪৭৫৭১।৮	৬৯৫৪।৪
২০	পুনঃ পূঃ	৪৪।১	৪৭৬১৫।৯	৬৯১০।৩

৬। কন্যা অন্তর্যুগ।

	পুনঃ পূঃ	২৭।৭	৪৭৬৪৩।৪	৬৮৮২।৮
১৯	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৪৭৭১৫	৬৮১১
১৮	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৪৭৭৮৬।৮	৬৭৩৯।৪
১৭	আঃ পূঃ (৮)	৭১।৮	৪৭৮৫৮।৪	৬৬৬৭।৮
১৬	আঃ পূঃ	৭১।৮	৪৭৯৩০	৬৫৯৬
১৫	আঃ পূঃ	৭১।৮	৪৮০০১।৮	৬৫২৪।৪
১৪	আঃ পূঃ	৭১।৮	৪৮০৭৩।৪	৬৪৫২।৮
১৩	আঃ পূঃ ৪০′	৪৭।৯।১০	৪৮১২১।১।১০	৬৪০৪।১০।২০

(৬) পুনঃ উঃ=পুনর্বসু ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। (৭) পুনঃ পূঃ=পুনর্বসু ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। (৮) আঃ পূঃ=আর্দ্রা ও পূর্ব্বাষাঢ়া।

(৭) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত

(৯৫৩।৩।২০ দিন)

	আ: পূ: ২০′	২৩।১০।২০	৪৮১৪৫	৬৩৮১
১২	আ: পূ:	৭১।৮	৪৮২১৬।৮	৬৩০৯।৪
১১	আ: পূ: ৪০′	৪৭।৯।১০	৪৮২৬৪।৫।১০	৬২৬১।৬।১০
	আ: মূ: ২০′ (৯)	২৩।১০।২০	৪৮২৮৮।৪	৬২৩৭।৮
১০	আ: মূ:	৭১।৮	৪৮৩৬০	৬১৬৬
৯	আ: মূ:	৭১।৮	৪৮৪৩১।৮	৬০৯৪।৪
৮	আ: মূ:	৭১।৮	৪৮৫০৩।৪	৬০২২।৮
৭	আ: মূ:	৭১।৮	৪৮৫৭৫	৫৯৫১
৬	আ: মূ:	৭১।৮	৪৮৬৪৬।৮	৫৮৭৯।৪
৫	আ: মূ:	৭১।৮	৪৮৭১৮।৪	৫৮০৭।৮
৪	আ: মূ: ২০′	২৩।১০।২০	৪৮৭৪২।২।২০	৫৭৮৩।৯।।
	ম্ব: মূ: (১০)′	৪৭।৯।১০	৪৮৭৯০	৫৭৩৬
৩	মৃ: মূ:	৭১।৮	৪৮৮৬১।৮	৫৬৬৪।৪
২	মৃ: মূ:	৭১।৮	৪৮৯৩৩।৪	৫৫৯২।৮
১ (৫আষাঢ়)	মৃ: মূ:	৭১।৮	৪৯০০৫	৫৫২১
১ (৫আষাঢ়)	মৃ: মূ:	৭১।৮	৪৯০৭৬।৮	৫৪৪৯।৪

(৬) আর্দ্রা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত

(৯৬৩।৩।২০)।

২	মৃ: মূ:	৭১।৮	৪৯১৪৮।৪	৫৩৭৭।৮
৩	মৃ: মূ:	৭১।৮	৪৯২২০	৫৩০৬

(৯) আ: মূ:=আর্দ্রা ও মূলা নক্ষত্র। (১০) মৃ: মূ:=মৃগশিরা ও মূলা।

৪	মৃঃ মৃঃ ৪০′	৪৭।৯।১০	৪৯২৬৭।৯।১০	৫২৫৮।২।২০
	আঃ মৃঃ (১১) ২০′	২৩।১০।২০	৪৯২৯১।৮	৫২৩৪।৪
৫	আঃ মৃঃ	৭১।৮	৪৯৩৬৩।৪	৫১৬২।৮
৬	আঃ মৃঃ	৭১।৮	৪৯৪৩৫	৫০৯১
৭	আঃ মৃঃ	৭১।৮	৪৯৫০৬।৮	৫০১৯।৪
৮	আঃ মৃঃ	৭১।৮	৪৯৫৭৮।৪	৪৯৪৭।৮
৯	আঃ মৃঃ	৭১।৮	৪৯৬৫০	৪৮৭৬
১০	আঃ মৃঃ	৭১।৮	৪৯৭২১।৮	৪৮০৪।৪
১১	আঃ মৃঃ ২০′	২৩।১০।২০	৪৯৭৪৫।৬।২০	৪৭৮০।৫।১০
	আঃ পূঃ (১২) ৪০′	৪৭।৯।১০	৪৯৭৯৬।২	৪৭৩২।৮
১২	আঃ পূঃ	৭১।৮	৪৯৮৬৫	৪৬৬১
১৩	আঃ পূঃ	৭১।৮	৪৯৯৩৬।৮	৪৫৮৯।৪
১৪	আঃ পূঃ	৭১।৮	৫০০০৮।৪	৪৫১৭।৮
১৫	আঃ পূঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫০০৩২।২।২০	৪৪৯৩।৯।১০

(৫) মৃগশিরাতে ক্রান্তিপাত (৯৩৫।৩।২০)।

১৫	আঃ পূঃ	৪৭।৯।১০	৫০০৮০	৪৪৪৬
১৬	আঃ পূঃ	৭১।৮	৫০১৫১।৮	৪৩৭৪।৪
১৭	আঃ পূঃ	৭১।৮	৫০২২৩।৪	৪৩০২।৮
১৮	পুনঃ পূঃ (১৩)	৭১।৮	৫০২৯৫	৪২৩১
১৯	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৫০৩৬৬।৮	৪১৫৯।৪

(১১) আঃ মূঃ=আর্দ্রা ও মূলা। (১২) আঃ পূঃ=আর্দ্রা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। (১৩) পুনঃ পূঃ=পুনর্ব্বসু ও পূর্ব্বাষাঢ়া।

২০	পুনঃ পূঃ	৩৩।৪	৫০৪০০	৪১২৬
	পুনঃ পূঃ	৩৮।৪	৫০৪৩৮।৪	৪০৮৭।৮
২১	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৫০৫১০	৪০১৬
২২	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৫০৫৮১।৮	৩৯৪৪।৪
২৩	পুনঃ পূঃ	৭১।৮	৫০৬৫৩।৪	৩৮৭২।৮
২৪	পুনঃ পূঃ ৪০′	৪৭।৯।১০	৫০৭০১।১।১০	৩৮২৪।১০।২০
	পুনঃ (১৪) উঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫০৭২৫	৩৮০১
২৫	পুনঃ উঃ	৬৫।১।১৮	৫০৭৯০।১।১৮	৩৭৩৫।১০।১২

(১৩) হস্তা গর্ভান্তর্যুগ।

	পুনঃ উঃ	৬।৬।১২	৫০৭৯৬।৮	৩৭২৯।৪
২৬	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৫০৮৬৮।৪	৩৬৫৭।৮
২৭ (৩০ পৌষ)	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৫০৯৪০	৩৫৮৬
১ (১ মাঘ)	পুনঃ উঃ ৪০′	৪৭।৯।১০	৫০৯৮৭।৯।১০	৩৫৩৮।২।২০

(৪) রোহিণীতে ক্রান্তিপাত

(৯৩৫।৬।২০)

	পুনঃ উঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫১০১১।৮	৩৫১৪।৪
২	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৫১০৮৩।৪	৩৪৪২।৮
৩	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৫১১৫৫	৩৩৭১
৪	পুনঃ উঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫১১৭৮।১০।২০	২৩৪৭।১।১০
	পুঃ উঃ (১৫) ৪০′	৪৭।৯।১০	৫১২২৬।৮	৩২৯৯।৪
৫	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫১২৯৮।৪	৩২২৭।৮

(১৪) পুনঃ উঃ=পুনর্ব্বসু ও উত্তরাষাঢ়া। (১৫) পুঃ উঃ=পুষ্যা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।

৬	পুঃ উঃ	৭।১।৮	৫১৩৭০	৩১৫৬
৭	পুঃ উঃ	৫৫।০।৩।৩৬	৫১৪২৫।০।৩।৩৬	৩১০০।১১।২৬।২৪

কলিযুগ (৫৭১৩।১০।২০।২৪ দণ্ড)।

	পুঃ উঃ	১৬।৭।২৬।২৪	৫১৪৪১।৮	৩০৮৪।৪
৮	পুঃ উঃ	৭।১।৮	৫১৫১৩।৪	৩০১২।৮
৯	পুঃ উঃ	৭।১।৮	৫১৫৮৫	২৯৪১
১০	পুঃ উঃ	৭।১।৮	৫১৬৫৬।৮	২৮৬৯।৪
১১	পুঃ শ্রঃ (১৬)	৭।১।৮	৫১৭২৮।৪	২৭৯৭।৮
১২	পুঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫১৮০০	২৭২৬
১৩	পুঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫১৮৭১।৮	২৬৫৪।৪
১৪	পুঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫১৯৪৩।৪	২৫৮২।৮

(৩) কৃত্তিকাতে ক্রান্তিপাত (৯৬৫০।৬।২০)।

১৫	পুঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২০১৫	২৫১১
১৬	পুঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২০৮৬।৮	২৪৩৯।৪
১৭	পুঃ শ্রঃ ৪০′	৪৭।৯।১০	৫২১৩৪।৫।১০	২৩৯১।৬।২০
	অঃ শ্রঃ (১৭) ২০′	২৩।১০।২০	৫২১৫৮।৪	২৩৬৭।৮
১৮	অঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২২৩০	২২৯৬
১৯	অঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২৩০১।৮	২২২৪।৪
২০	অঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২৩৭৩।৪	২১৫২।৮
২১	অঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২৪৪৫	২০৮১
২২	অঃ শ্রঃ	৭।১।৮	৫২৫১৬।৮	২০০৯।৪

(১৬) পুঃ শ্রঃ=পুষ্যা ও শ্রবণা। (১৭) অঃ শ্রঃ=অশ্লেষা শ্রবণা।

২৩	অঃ শ্রঃ	৭১৮	৫২৫৮৮।৪	১৯৩৭।৮
২৪	অঃ শ্রঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫২৬১২।২।২০	১৯১৩।৯।১০

৪ (ক্রান্তিপাত হইতে গণারম্ভ)

	কৃঃ ধঃ অঃ (১৮)	৭১।৮	৫২৬৮৩।১০।২০	১৮৪২।১।১০
৩	কৃঃ ধঃ অঃ	৭১।৮	৫২৭৫৫।৬।২০	১৭৭০।৫।১০
২	কৃঃ ধঃ অঃ	৭১।৮	৫২৮২৭।২।২০	১৬৯৮।৯।১০
১	কৃঃ ধঃ ৪০′ অঃ ৪০′ (অনুলোম) ধঃ ২০′ অঃ ২০′ (প্রতিলোম)			
		৭১।৮	৫২৮৯৮।১০।২০	১৬২৭।১।১০

(২) ভরণীতে ক্রান্তিপাত (৯৬৩।৬।২০।)

১	অঃ ধঃ	৭১।৮	৫২৯৭০।৬।২০	১৫৫৫।৫।১০
২	অঃ ধঃ	৭১।৮	৫৩০৪২।২।২০	১৪৮৩।৯।১০
৩	অঃ ধঃ	৭১।৮	৫৩১১৩।১০।২০	১৪১২।১।১০
৪	অঃ ধঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫৩১৩৭।৯।১০	১৩৮৮।২।২০
	অঃ শ্রঃ (১৯) ৪০′	৪৭।৯।১০	৫৩১৮৫।৬।২০	১৩৪০।৫।১০
৫	অঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩২৫৭।২।২০	১২৬৮।৯।১০
৬	অঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৩২৮।১০।২০	১১৯৭।১।১০
৭	অঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৪০০।৬।২০	১১২৫।৫।১০
৮	অঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৪৭২।২।২০	১০৫৩।৯।১০
৯	অঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৫৪৩।১০।২০	৯৮২।১।১০
১০	অঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৬১৫।৬।২০	৯১০।৫।১০
১১	পুঃ শ্রঃ (২০)	৭১।৮	৫৩৬৮৭।২।২০	৮৩৮।৯।১০

(১৮) কৃঃ ধঃ অঃ = কৃত্তিকা, ধনিষ্ঠা ও অশ্লেষা। (১৯) অঃ শ্রঃ = অশ্লেষা ও শ্রবণা।
(২০) পুঃ শ্রঃ = পুষ্যা ও শ্রবণা।

১২	পুঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৭৫৮।১০।২০	৭৬৭।১।১০
১৩	পুঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৮৩০।৬।২০	৬৯৫।৫।১০
১৪	পুঃ শ্রঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫৩৮৫৪।৫।১০	৬৭১।৬।২০

(১) অশ্বিনীতে ক্রান্তিপাত (৯১৩।৬।২০।)

১	পুঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৯২৬।১।১০	৫৯৯।১০।২০
২	পুঃ শ্রঃ	৭১।৮	৫৩৯৯৭।৯।১০	৫২৮।২।২০
৩	পুঃ শ্রঃ ৪০′	৪৭।৯।১০	৫৪০৪৫।৬।২০	৪৮০।৫।১০
	পুঃ উঃ (২১) ২০′	২৩।১০।২০	৫৪০৬৯।৫।১০	৪৫৬।৬।২০
৪	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫৪১৪১।১।১০	৩৮৪।১০।২০
৫	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫৪২১২।৯।১০	৩১৩।২।২০
৬	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫৪২৮৪।৫।১০	২৪১।৬।২০
৭	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫৪৩৫৬।১।১০	১৬৯।১০।২০
৮	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫৪৪২৭।৯।১০	৯৮।২।২০
৯	পুঃ উঃ	৭১।৮	৫৪৪৯৯।৫।১০	২৬।৬।২০
১০	পুঃ উঃ	২৫।৬।২০	৫৪৫২৫	১ খৃঃ পূঃ
	পুঃ উঃ	৪৬।১।১০	৫৪৫৭১।১।১০	৪৬।১।১০ খৃষ্টাব্দ
১১	পুনঃ উঃ (২২)	৭১।৮	৫৪৬৪২।৯।১০	১১৭।৯।১০
১২	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৫৪৭১৪।৫।১০	১৮৯।৫।১০
১৩	পুনঃ উঃ	৭১।৮	৫৪৭৮৬।১।১০	২৬১।১।১০
১৪ (২৩)	পুনঃ উঃ ২০′	২৩।১০।২০	৫৪৮১০	২৮৫

(২১) পুঃ উঃ=পুষ্যা ও উত্তরাষাঢ়া। (২২) পুনঃ উঃ=পুনর্বসু ও উত্তরাষাঢ়া। (২৩) এই স্থানে অশ্বিনীর আদিতে ক্রান্তিপাত এবং কর্কটের আদিতে অয়ন শেষ হইয়াছে।

তৃতীয় ব্রহ্ম চক্র আরম্ভ।

(২৭) রেবতীতে ক্রান্তিপাত (৯৬৩।৬।২০।)

১	৭১।৮	৫৪৮৮১।৮	৩৫৯।৮
২	৭১।৮	৫৪৯৫৩।৪	৪২৮।৪
৩	৬৯।৩।২২	৫৫০২২।৭।২২	৪৯৭।৭।২২

(১৪) চিত্রা গর্ভান্তর্যুগ।

	২।৪।৮	৫৫০২৫	৫০০
৪	৭১।৮	৫৫০৯৬।৮	৫৭১।৮
৫	৭১।৮	৫৫১৬৮।৪	৬৪৩।৪
৬	৭১।৮	৫৫২৪০	৭১৫
৭	৭১।৮	৫৫৩১১।৮	৭৮৬।৮
৮	৭১।৮	৫৫৩৮৩।৪	৮৫৮।৪
৯	৭১।৮	৫৫৪৫৫	৯৩০
১০	৭১।৮	৫৫৫২৬।৮	১০০১।৮
১১	৭১।৮	৫৫৫৯৮।৪	১০৭৩।৪
১২	৭১।৮	৫৫৬৭০	১১৪৫
১৩	৭১।৮	৫৫৭৪১।৮	১২১৬।৮
১৪ (২০´)	২৩।১০।২০	৫৫৭৬৫।৬।২০	১২৪০।৬।২০

২৬ উত্তরভাদ্রপদে ক্রান্তিপাত ৯৬৩।৬।২০।

১৪ (৪০´)	৪৭।৯।১০	৫৫৮১৩।৪	১২৮৮।৪
১৫	৭১।৮	৫৫৮৮৫	১৩৬০
১৬	৭১।৮	৫৫৯৫৬।৮	১৪৩১।৮

১৭	৭১।৮	৫৬০২৮।৪	১৫০৩।৪
১৮	৭১।৮	৫৬১০০	১৫৭৫
১৯	৭১।৮	৫৬১৭১।৮	১৬৪৬।৮
২০	৭১।৮	৫৬২৪৩।৪	১৭১৮।৪
২১	৭১।৮	৫৬৩১৫	১৭৯০
২২	৭১।৮	৫৬৩৮৬।৮	১৮৬১।৮
২৩ (৪১′।৩০·৩″)	৪৯।৭।১৩	৫৬৪৩৬।৩।১৩	১৯১১।৩।১৩

২২।৪১′।৩০·৩″ = ১৯১১।১৩ এপ্রিল, বঙ্গাব্দ ১৩১৭ সাল

সৃষ্টাব্দ ৫৬৪৩৬।

তুরুষ্কের অব্দ—তুরুস্কে একটি অব্দ প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাহার ৭৪১৯-২০ অব্দ চলিতেছে। ৭৪১৯—১৯১১ = ৫৫০৮ খৃঃ পূঃ হয়। সুতরাং ৫৫০৮ খৃঃ পূঃ হইতে এই অব্দ প্রচলিত আছে। আমাদের গণনামতে ৫৫০৮ খৃঃ পূঃতে মহাজলপ্লাবন হইয়াছে। এই সময়ে বৈবস্বতমনু ও সাবর্ণিমনু (নুহ) নৌকায় আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব **মহাজলপ্লাবনের** পর হইতে এই অব্দ প্রচলিত আছে। এই অব্দ প্রথমে এসিয়িক তুরুস্কে প্রচলিত ছিল। এই স্থানেই নুহ (সাবর্ণিমনু) নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তুর্কী অব্দ দ্বাদশ বর্ষাবৃত্তিতে গণিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অব্দ **বৃহস্পতির** দ্বারা গণিত হইত।

ইহুদিদিগের অব্দ—ইহুদিদিগের মধ্যে একটি অব্দ প্রচলিত আছে, বর্ত্তমান বৎসরে তাহার ৫৯১১ অব্দ চলিতেছে। ৫৯১১-১৯১১ = ৪০০০ খৃঃ পূঃ পূর্ব্বে এই অব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

৬। ঋতু গণনা।

সূর্য্য ঋতু উৎপাদন কর্ত্তা (১)। শুনঃশেফ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি ও বক্রভাবে অবস্থানই ঋতু বৈষম্যের কারণ। অয়নগতি ও বিষুব সংক্রমণ দ্বারা ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। আষাঢ় মাসে পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি সূর্য্যের সমসূত্রে আইসে, তখন উত্তরায়ণ শেষ হয়, এই সময় গ্রীষ্ম কাল। পৌষ মাসে পৃথিবীর মকরক্রান্তি সূর্য্যের সমসূত্রে যায়, তখন দক্ষিণায়ণ শেষ হয়, এই সময় শীত কাল। চৈত্র মাসে মহাবিষুব সংক্রমণ কালে বসন্ত ঋতু হয় এবং আশ্বিন মাসে জল বিষুব সংক্রমণ কালে শরৎ ঋতু হয়। বাসন্তিক সংক্রমণ হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণান্ত বিন্দুতে গমন ও তথা হইতে সারদীয় বিষুব সংক্রমণ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতু হয়। সারদীয় বিষুব সংক্রমণ হইতে দক্ষিণায়নান্ত বিন্দুতে সূর্য্যের গমন ও তথা হইতে পুনরায় বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শরৎ, হেমন্ত ও শিশির ঋতু হয়। বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর গতিদ্বারা এইরূপে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির এই ছয় ঋতু হইয়া থাকে।

একই বিন্দুর উপরে যেমন পর বৎসর ক্রান্তিপাত হয় না, তেমনি অয়ন গতি দ্বারা একবার যে সময় বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আইসে, তৎপর বৎসর ঠিক সেই সময়ে বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আসিতে পারে না। আর্য্য মতে তখন ও ৫৪" বিকলা পথ বাকী থাকে। এইরূপে বিষুব রেখা প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা পিছাইয়া ৭২০০ বৎসরে ঘুরিয়া পূর্ব্ব স্থানে আইসে অর্থাৎ এক বৎসর যে সময় যে স্থানে

১। ঋগ্বেদ ১।৯৫।৩, ২।৩৮।৪, ১০।৮৫।১৮ ঋক।

বিষুব রেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আসিবে, আবার ৭২০০ বৎসর পরে ঠিক সেই সময় সেই স্থানে আসিবে। এইরূপে পৃথিবীর সঙ্গে ঋতু ও ৫৪ বিকলা পিছাইয়া ৭২০০ বৎসর পর আবার ঠিক পূর্ব্ব স্থানে পূর্ব্ব সময়ে হইবে। এইরূপে একটি ঘড়ীর পেণ্ডুলম, যাহার দুই পার্শ্বে কর্কটক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি এবং মধ্যে বিষুব রেখা, এক বৎসরে একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে আইসে। পৃথিবীই এই পেণ্ডুলম। কিন্তু পেণ্ডুলমের ন্যায় রৈখিক গতি নহে, বৃত্তাভাষ চক্রে গতি হয়। বিষুব রেখার ঊর্দ্ধে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত ২৩°।২৮′+বিষুব রেখার নিম্নে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত ২৩°।২৮′=৪৬°।৫৬′ ব্যাস ও বিষুবরেখা হইতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত ২৭° অংশ+কর্কটক্রান্তি হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত ২৭°=৫৪°+বিষুব-রেখা হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত ২৭°+মকরক্রান্তি হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত ২৭°=৫৪°=১০৮° পরিধিবিশিষ্ট বৃত্তাভাষ পথে অয়নবিন্দু বা ঋতু পরিবর্ত্তক বিন্দু যাতায়াত করে। এই ১০৮°+৫৪″ =৭২০০ বৎসর হয়। বিষুব রেখায় ক্রান্তিপাত বিন্দু যেমন পিছাইতে পিছাইতে একবার ঘুরিয়া আইসে, এখানেও ঠিক সেইরূপ বিষুবরেখা পিছাইয়া পিছাইয়া যায় বটে, কিন্তু দৃশ্যতঃ রৈখিক এবং প্রকৃতপক্ষে বৃত্তাভাষ চক্রে অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি হয়। কর্কটক্রান্তি হইতে মকর-ক্রান্তি পর্য্যন্ত অগ্রগতি অর্থাৎ অনুলোম গতি এবং মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত পশ্চাৎগতি অর্থাৎ প্রতিলোম গতি দেখা যায়। এই বৃত্তাভাষ চক্রকে ঋতুচক্র বলা যায়। দীর্ঘতমা ঋষি এই ঋতুচক্রেই অব্দ গণনা করিতেন। এই চক্রে বিষুবরেখার গতি অনুসারে ঋতু গণিত হয়। এই চক্রই যেন আপনা আপনি ঘুরিয়া যায় কল্পনা করিয়া, তাহাতে ঋতু গণনা হয়।

পাশ্চাত্যমতে বিষুব রেখার এক একটি বিন্দু সরিয়া যতই তাহার পূর্ব্বস্থিত বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়ে, ততই নক্ষত্র ও রাশিতে সূর্য্যের উদয়কাল প্রভেদ ও ঋতু বৈষম্য উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর ৫০·২" বিকলা পিছাইয়া ২৫৮৬৮ বৎসর পরে ঋতু পুনরায় পূর্ব্ব সময় হয়। কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা এই সময় আরও কিছু কমিয়া যায় অর্থাৎ ৫০·২" ক্রান্তিপাত গতি + ১১·৭" কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি — ৬১·৯" গতি হইয়া ২০০০০ বৎসরে ঋতু পরিবর্ত্তন হইয়া পূর্ব্বভাব হয় অর্থাৎ যখন ১লা বৈশাখ বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, তাহার ২০০০০ বৎসর পর আবার ১লা বৈশাখ বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইবে। সুতরাং ইতিমধ্যে ১০০০০ বৎসর পরে ১লা বৈশাখ একবার সারদীয় ক্রান্তিপাত হইবে।

আর্য্যগণ সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গতিকেই ঋতু পরিবর্ত্তনের মুল কারণ ধরিতেন। তদনুসারে তাঁহারা ৭২০০ বৎসরে একবার সেই স্থানে ঋতু পরিবর্ত্তন ধরিয়াছেন অর্থাৎ একবার ১লা বৈশাখ যে স্থানে বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আসিয়াছিল, তাহার ৭২০০ বৎসর পরে আবার ১লা বৈশাখ সেই স্থানে বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আসিবে, ইতি মধ্যে ৩৬০০ বৎসর পরে একবার ১লা বৈশাখ বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আসিবে, কিন্তু ঠিক পূর্ব্ব স্থানে নহে, বৃত্তাভাষ চক্রে বিষুব রেখার অপর স্থানে। ক্রান্তিপাত গতির ন্যায় পাশ্চাত্য গণনানুসারে অয়ন গতি ৫০·২" বিকলা ধরিলে ৭৭৪০ বৎসর হয়। অতএব আমরা ধরিলাম সুক্ষ্মমতে অয়ন বা ঋতুচক্রে ৭৭৪০ বৎসর পর ঋতু ঠিক পূর্ব্ব স্থানে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই মুখ্য ঋতু পরিবর্ত্তন কাল। ২০০০০ বৎসর গৌণঋতু পরিবর্ত্তন কাল।

আর্য্যমতে মুখ্য ঋতু পরিবর্ত্তন কাল ১২রাশি ভ্রমণ করে না। ৪ চৈত্র

হইতে ২৭ বৈশাখ মধ্যে বাসন্তিক, ৪ আশ্বিন হইতে ২৭ কার্ত্তিক মধ্যে সারদীয় ক্রান্তিপাত, ৫আষাঢ় হইতে ২৭শ্রাবণ মধ্যে উত্তরায়ণ এবং ৪পৌষ হইতে ২৭ মাঘ মধ্যে দক্ষিণায়ণ শেষ হয়। এই সীমা মধ্যে ৫৪ দিনে অনুলোম এবং ৫৪ দিনে প্রতিলোম ভাবে ১০৮° অংশ গমন করে। অর্থাৎ ৪ চৈত্র হইতে ২৭ বৈশাখ পর্য্যন্ত অনুলোম ভাবে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, তৎপরে ২৭ বৈশাখ হইতে ৪ চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতিলোমভাবে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। ৪ চৈত্র ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে ৭৭৪০ বৎসর পর আবার ৪ চৈত্র সেইস্থানে সেই ঋতু হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ১৯৩৫ বৎসর পরে ১লা বৈশাখ অনুলোমভাবে একবার এবং তখন হইতে আরও ৩৮৭০ বৎসর পর আবার প্রতিলোম গতি সময়ে বসন্ত ঋতু হয়। আবার ৫ চৈত্র প্রতিলোম ভাবে ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে ১৩৩।৪ বৎসর পরে বা সূক্ষ্মগণনায় ১৪৩।৪ পরে পুনরায় ৫চৈত্র অনুলোম ভাবে সেই ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। (চিত্র) ৬ চৈত্র প্রতিলোম ভাবে ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে ২০০ বৎসর পরে বা সূক্ষ্ম গণনায় ২১৫ বৎসর পরে আবার অনুলোম ভাবে সেই ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। তার পর আরও ৭৫৪০ বৎসর পরে পুনরায় ৬ চৈত্র প্রতিলোম ভাবে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে ঋতু অগ্র পশ্চাৎ পরিবর্ত্তন হওয়ায়, ৪ চৈত্র হইতে অনুলোম ঋতু পরিবর্ত্তন কালে, ফাল্গুণ চৈত্র বসন্ত,পরে চৈত্র বৈশাখ, তার পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বসন্ত ঋতু হয়। তৎপরে ২৭ বৈশাখ প্রতিলোম গতি আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ, বৈশাখ চৈত্র এবং চৈত্র ফাল্গুণ বসন্ত ঋতু হয়। এক্ষণে ৯ চৈত্র বা সূক্ষ্ম গণনানুসারে ৮ চৈত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয়, এজন্য ফাল্গুণ চৈত্র মাস বসন্ত গণিত হয়।

আর্য্যগণ যে সময় মেরু প্রদেশে বাস করিতেন, তখন দুইটি মাত্র ঋতু গণনা করিতেন। তথায় বিষুব রেখার উত্তরে ৬ মাস দিন হয়, তখন শরৎ ঋতু এবং বিষুব রেখার নিম্নে সূর্য্য থাকা কালে ৬ মাস রাত্রি হয়, তখন হিম ঋতু হইত। এইজন্য রাত্রির এক নাম হিম। মেরু প্রদেশ ব্যতীত রাত্রির নাম হিম হইতে পারে না।

সুমেরু প্রদেশে বাস কালে তাঁহারা তিন ঋতু গণনা করিতেন যথা বসন্ত, শরৎ ও হিম। জলপ্লাবনের পর হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়া যখন তাঁহারা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, এবং তদনুসারে বৎসর গণনা আরম্ভ করিলেন, সেই সময় ৪ ঋতু গণনা করিতেন—বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও হিম—(১) সূর্য্যের বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ হইতে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ৯০° ডিগ্রি গমন কাল বসন্ত, (২) উত্তরায়ণান্ত বিন্দু হইতে বিষুব রেখা পর্য্যন্ত ৯০° অংশ গমন কাল গ্রীষ্ম, (৩) বিষুব রেখা হইতে দক্ষিণায়ণান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ৯০° অংশ গমন কাল শরৎ এবং (৪) দক্ষিণায়ণান্ত বিন্দু হইতে মহাবিষুব সংক্রমণ পর্য্যন্ত ৯০° অংশ গমন কাল হিম ঋতু (৩)। ঋগ্বেদে বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও হিম ঋতুর নাম পাওয়া যায়, অন্য ঋতুর নাম নাই—তবে পরবর্ত্তী কালে যে পাঁচ, ছয় ও সাত (৪) ঋতু গণনা করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণও ঋগ্বেদে আছে। দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন "পঞ্চঋতু ও দ্বাদশাকৃতি বিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অৰ্দ্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী কহে। অপর কেহ কেহ ছয় ঋতু বিশিষ্ট, সপ্ত চক্র বিশিষ্ট (রথে) দ্যোতমান আদিত্যকে অর্পিত কহে, যখন তিনি

(২) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২, ৪৮ ঋক। (৩) ঋগ্বেদ ১।১৫৫।৬ ও ১০।৯০।৬ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৫ ঋক।

দ্যুলোকের অপর অর্দ্ধে থাকেন (৫)।" অর্থাৎ এই সময় ঋতু সম্বন্ধে দুই মত প্রচলিত ছিল, কাহারও মতে পাঁচ ঋতু, কাহারও মতে ছয় ঋতু।

এই সময়ে সুশ্রুত ও রামায়ণ রচিত হইয়াছে। রাজা দশরথের সময় সুশ্রুত সংহিতা এবং রামচন্দ্রের সময় রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুতে ছয় ঋতু লিখিত আছে, যথা—ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুণ চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃটকাল। রামায়ণে পাঁচ ঋতু লিখিত হইয়াছে যথা—শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক বর্ষা, অগ্রহায়ণ পৌষ শরৎ, মাঘ ফাল্গুণ হেমন্ত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম কাল। সুশ্রুত সংহিতা চিকিৎসা গ্রন্থ জন্যই তাহাতে সূক্ষ্ম ঋতু বিভাগ ধৃত হইয়াছিল। রামায়ণ কাব্য গ্রন্থ, তাহাতে প্রাবৃট ও বর্ষা এক ধরা হইয়াছে। সুশ্রুতে প্রাবৃট পৃথক ধরাতেই দুই ঋতু হইয়াছে। ফল কথা এই সময় দুইমতই প্রচলিত ছিল, সুতরাং এই সময়কে ৫ ও ৬ ঋতু গণনার সন্ধি কাল বলা যাইতে পারে। মাসের প্রভেদের কারণও তাহাই। খৃঃ পূঃ ৩১ শতাব্দীতে সুশ্রুত ও রামায়ণ রচিত হইয়াছে, এই সময়ের অগ্র পশ্চাৎ উপরোক্ত ঋক্ কর্ত্তা দীর্ঘতমা ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন।

ইহার পরেই সাত ঋতু গণনা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু অধিক দিন চলে নাই। ২৮৬৪ খৃঃ পূঃ হইতে ২৩২০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ২৪৪ বৎসর সাত ঋতু গণিত হইয়াছিল(৬)। ২৮ নক্ষত্রে একমাস ও ১৩ চান্দ্র মাসে এক বৎসর, এই সময় গণিত হইত। (৬) ১২ চান্দ্রমাসে ৬ ঋতু এবং এক চান্দ্র মাসে এক ঋতু গণনা করা হইত। সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন, "চন্দ্র ঋতুর ব্যবস্থা করে (৭)।"

---

(৫) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১২ ঋক। (৬) সংস্কৃত জ্যোতিষ তত্ত্ব দেখুন। (৭) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৮ ঋক।

সুশ্রুতের ও রামায়ণের সময় যে ভাবে অয়ন গণনা করা হইত, মহাভারতের সময় তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বেদব্যাসের পিতা পরাশর ঋষি বলিয়াছেন, মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম হইতে অশ্লেষার অর্দ্ধ পর্য্যন্ত **গ্রীষ্ম** কাল (৮)। সৌর জ্যৈষ্ঠের ২৪ তারিখ হইতে মৃগশিরা নক্ষত্র আরম্ভ হয়, সুতরাং পরাশরের মতে ২৪ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪ শ্রাবণ পর্য্যন্ত **গ্রীষ্ম** কাল। তাহা হইলে ২৪ চৈত্র হইতে ২৩ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত **বসন্ত** কাল হয়, অর্থাৎ এই সময় ২৪ বৈশাখ মহাবিষুব সংক্রমণ, ২৪ শ্রাবণ উত্তরায়ণ শেষ, ২৪ কার্ত্তিক জলবিষুব সংক্রমণ এবং ২৪ মাঘ দক্ষিণায়ণ শেষ হইত। ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ হইতে ১৮৬৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ২৪ বৈশাখ ক্রান্তিপাত হইয়াছে (৪৫ পৃষ্ঠা)। এই সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বসন্ত কাল ছিল। **চরকসংহিতা** নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এই সময় রচিত হইয়াছিল। চরক সংহিতায় **বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ** (মাধব শুক্র) **বসন্ত**, আষাঢ় শ্রাবণ (শুচি নভঃ) গ্রীষ্ম, ভাদ্র আশ্বিন (নভস্য ইষ) প্রাবৃট, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ (উর্জ্জ সহ) বর্ষা, পোষ মাঘ (সহস্য তপঃ) শরৎ, ফাল্গুণ চৈত্র (তপস্য মধু) হেমন্ত ঋতু। এই ঋতু গণনা পরাশরের সহিত ঐক্য হইতেছে। তিনি ধনিষ্ঠা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত **শিশির** কাল (৯) দেখিয়াছেন। সুতরাং কুম্ভ মীন বা ফাল্গুণ চৈত্র তাঁহার সময় শিশির কাল ছিল।

সুশ্রুতে ২ প্রকার ঋতু গণনা দেখা যায়, তন্মধ্যে এক প্রকার উপরে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার যথা তপ তপস্য (মাঘ ফাল্গুণ) শিশির, মধু ও মাধব (চৈত্র বৈশাখ) বসন্ত, শুক্র শুচি (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়) গ্রীষ্ম, নভঃ নভস্য (শ্রাবণ ভাদ্র) বর্ষা, ইষ উর্জ্জ (আশ্বিন কার্ত্তিক) শরৎ, সহ সহস্য (অগ্রহায়ণ পৌষ) হেমন্ত।

(৮) পরাশর-তন্ত্র ও আমাদের জ্যোতিষ। (৯) আমাদের জ্যোতিষ ১৪৫ পৃষ্ঠা।

বায়ু পুরাণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে— মধু মাধব বসন্ত, শুক্রশুচি গ্রীষ্ম, নভঃ নভস্য বর্ষা, ইষ উর্জ্জ শরৎ, সহ সহস্য হেমন্ত ও তপ তপস্য শিশির ঋতু।

প্রথমে সুশ্রুত ও রামায়ণে বৈশাখাদি মাস নামের ব্যবহার দেখিয়াছি, পরে চরক হইতে বৃহৎ সংহিতার সময় পর্য্যন্ত মধু মাধবাদি (১০) মাস নামের ব্যবহার দেখা যায়। সুশ্রুত সংহিতাতে যে মধু মাধব নাম দেখা যায়, তাহা পরে প্রক্ষিপ্ত। বায়ু পুরাণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বৃহৎ সংহিতাতে যে যে ঋতুর নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেই সেই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এজন্য জানা যাইতেছে যে নাগার্জ্জুন এই প্রক্ষেপ কর্ত্তা। সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার করিবার সময়, তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত ঋতু ব্যবহার করিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন ছিলেন।

এইরূপে সুশ্রুত সংহিতায় **ফাল্গুন চৈত্র** বসন্ত, রামায়ণে **চৈত্র বৈশাখ** বসন্ত, চরক সংহিতায় **বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ** বসন্ত, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বায়ু পুরাণে **চৈত্র বৈশাখ** বসন্ত, এক্ষণে **ফাল্গুন চৈত্র** বসন্ত চলিতেছে। প্রাচীনকালে সুশ্রুত সংহিতা ও রামায়ণ ফাল্গুন চৈত্র এবং চৈত্র বৈশাখ বসন্ত ঋতুর সন্ধি সময়ে অর্থাৎ সুশ্রুত সংহিতা ফাল্গুণ চৈত্র বসন্ত গণনার শেষ সময়ে এবং রামায়ণ চৈত্র বৈশাখ বসন্ত গণনার প্রারম্ভ সময়ে রচিত হইয়াছে। চরক সংহিতা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বসন্ত ঋতু গণনার শেষ সময়ে রচিত। বৌধায়ণ সূত্রও এই সময় রচিত হইয়াছিল। পরাশর ঋষি এই সময় বর্ত্তমান ছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বায়ু পুরাণ চৈত্র বৈশাখ বসন্ত ঋতু গণনার প্রারম্ভ সময়ে রচিত

(১০) বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদ বিভাগই ইহার কারণ। এই সময় বেদ পুনরালোচিত হইয়াছিল। মধু মাধবাদি বৈদিক নাম।

হইয়াছে। এক্ষণে আবার ফাল্গুণ চৈত্র বসন্ত ঋতু গণিত হইতেছে। এইরূপে ৭৭৪০ বৎসর মধ্যে ঋতুর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ সময় হইতে কোন্ ঋতু গণনা করিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

৬২৯—৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিউয়েন সাং এ দেশে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বৎসর ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল; তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্মকাল; পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শস্যবৃদ্ধি কাল। নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতুর প্রারম্ভ কাল ও একাদশ মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পূর্ণ শীতকাল।

"তথাগতের শাস্ত্রানুযায়ী বৎসরে মাত্র ৩টি ঋতু। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ঋতু। পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিন হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষা ঋতু ও নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতু। আবার ৪ ঋতুও কথিত হইত যথা—চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ—বসন্ত। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র—গ্রীষ্মকাল। আশ্বিন কার্ত্তিক মার্গশীর্ষ—হেমন্ত। পৌষ মাঘ ফাল্গুন—শীত।"* এই সময় মাসের ১৬ই তারিখ হইতে ঋতু আরম্ভ ধরা হইত।

* ভারতী ১৩১৭ কার্ত্তিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব।

আর্য্যগণ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ না থাকায় আমরা তাহা জানিতে পাই না। কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও কিয়ৎ পরিমাণে জানিবার উপায় পাওয়া যায়। পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ গতির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ পৃথিবীর অবস্থা আলোচনা করিয়া তদনুসারে নক্ষত্র ও রাশির নামকরণ করিয়াছেন। রাশি ও নক্ষত্রের অর্থ আলোচনা করিলে ভূতত্ত্বের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়।

পৃথিবী বিষ্ণু পুরাণোক্ত বৈকারিক বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৃষ্টির অন্তর্গত। (৩ পৃষ্ঠা) এই হইতে ভূতত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে।

১। মেষ রাশি বা মেষ অন্তর্যুগ।

১। অশ্বিনী গর্ভান্তর্যুগ—অশ্বি অর্থ তেজ। ঋগ্বেদে সূর্য্যতেজকে অশ্ব বলে। (পৃথিবী সূর্য্য হইতে ছুটিয়া পড়িয়া এই নক্ষত্রে থাকিয়া সূর্য্যের চরিদিকে ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবী এই সময় তেজোময়, ২০০০ সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত তরল) (১) পদার্থ থাকায় এই নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী হইয়াছে।

(শীতল আকাশের সংস্পর্শে ক্রমে পৃথিবীর উত্তাপ কমিতে লাগিল এবং তরল পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া চটচটে হইতে লাগিল) (এই সময় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ছুটিয়া পড়িয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে

---

(১) মহাভারত শান্তি পর্ব্ব—১৮৩ আধ্যায় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৭ অধ্যায়।

লাগিল) (পৃথিবী কেন্দ্রাতিগ গতি দ্বারা ক্রমে সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করিল) ১ সৃষ্টাব্দ হইতে ৪২৩২।৬।৪ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ৫৪৫২৫ হইতে ৫০২৯৩।৫।২৬ অব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় নক্ষত্রে উপস্থিত হইল। এই সময় পৃথিবী অন্ধকারাবৃত ছিল।

২। ভরণী গর্ভান্তর্যুগ—ভৃ ধাতু পোষণ করা। এই নক্ষত্রে ভ্রমণ কালে পৃথিবী পোষিত হইয়াছে, তাই এই নক্ষত্রের নাম ভরণী। (এই সময় চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা আরম্ভ হইয়াছে।) (পৃথিবী এখনও তরল। জোয়ার-ভাটা ঐ তরল পদার্থকে ওতপ্রোত করিতে লাগিল। তাহাতে পৃথিবী সত্বর সত্বর শীতল হইতে আরম্ভ হইল। চন্দ্র এইরূপে পৃথিবীকে ভরণ অর্থাৎ পোষণ করিতে লাগিল।) পৃথিবী কেন্দ্রাতিগ গতি দ্বারা সূর্য্য হইতে আরও দূরে আসিল।) আরও ৪২৩২।৬।৪ দিন গত হইল। সৃষ্টাব্দ ৮৪৬৫।০।৮ দিন বা খৃঃ পূঃ ৪৬০৬০।১১।২২ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া তৃতীয় নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

৩। কৃত্তিকা গর্ভান্তর্যুগ—কৃত্তি অর্থ ত্বক হইতে কৃত্তিকা নাম হইয়াছে। (এই নক্ষত্রে ভ্রমণকালে ক্রমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে অর্দ্ধ তরল অবস্থাপন্ন পদার্থ রাশি জমাট হইয়া ভাসিতে লাগিল।) এই অবস্থায় ১০৫৮।১।১৬ দিন গত হইল। সৃষ্টাব্দ ৯৫২৩।১।২৪ দিন বা খৃঃ পূঃ ৪৫০০২।১০।৬ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী মেষ রাশি ভ্রমণ শেষ করিয়া বৃষরাশিতে কৃত্তিকার দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইল।

মেষ রাশি—মেষ রাশি নাম হইল কেন? আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এই নামের কোন অর্থ নাই। তাঁহারা বলেন আর্য্যগণ

পশুপালন করিতেন, তাই পশুর নামে নাম করণ করিয়াছেন। কেহ বলেন মেষগণ উচ্চ ভূমিতে বা পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ। সূর্য্য দেব বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিতে করিতে ক্রমশঃ উপর মুখে উঠিতে থাকে। এই উর্দ্ধে উঠিবার শক্তি ও প্রচণ্ড তেজকে লক্ষ্য করিয়া মেষ ও বৃষ নাম হইয়া থাকিবে। কেহ বলেন আর্য্যগণ অন্যের নিকট হইতে রাশি নাম গ্রহণ করিয়াছেন, প্রথমে রাশির নাম বাহির করিতে পারেন নাই। প্রকৃত কথা তাহা নহে।

মিষ্, অর্থ বিকসিত হওয়া। পৃথিবী গাঢ় বাষ্পাবরণে আবৃত ছিল। সূর্য্যকিরণ এই বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে পারিত না। পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত ছিল। সৃষ্টি হইতে ৯৫২৩।১।১২ দিন গত হইতে হইতে পুনঃ পুনঃ বৃষ্টি হইয়া এই বাষ্পাবরণ পাতলা হইয়া গিয়াছে, সূর্য্য কিরণ এই সময় পৃথিবীতে কেবল পতিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতে পৃথিবী বিকসিত হইল অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। তাই "মিষ্" শব্দ হইতে এই রাশির বৈজ্ঞানিক নাম মিষ্, হইয়াছে। কালে এই অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়া ব্যাকরণ যোগে "মেষ" করিয়াছে। সূর্য্য এই সময় কিঞ্চিৎ বিকসিত ও মেষবৎ নিরীহ ছিল।

জ্যোতিষ মতে মেষ অগ্নিরাশি। পৃথিবী তখন অগ্নিবৎ ছিল। এই জন্য এই রাশির নাম মেষ হইয়াছে। ইহার রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ স্বভাব, পৃথিবীর তরলতা ও উষ্ণতা জ্ঞাপক। এই সময় পৃথিবী উত্তপ্ত সুতরাং রক্তবর্ণ ছিল। মেষরাশিতে জন্মিলে দীপ্তি বিশিষ্ট হয়।

২। বৃষ রাশি বা বৃষ অন্তর্যুগ।

৩। কৃত্তিকা গর্ভান্তর্যুগ—(ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ জমাট পদার্থ রাশিতে আবৃত হইয়া চারিদিকে একটি আবরণ স্বরূপ হইল।) এই আবরণের নাম কৃত্তি অর্থাৎ ত্বক। এই আবরণ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ এবং দানাদার ও উজ্জ্বল।) এই অবস্থা হইতে হইতে ৩১৭৪।৪।১৮ দিন গত হইল। স্বষ্টাব্দ ১২৬৯৭৬।১২ দিন বা খৃঃ পূঃ ৪১৮২৮।৫।।৮ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী কৃত্তিকা নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া চতুর্থ নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

৪। রোহিণী গর্ভান্তর্যুগ—পৃথিবী এই নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে ক্রমে ভয়ানক নৈসর্গিক ব্যাপার আরম্ভ হইল। পৃথিবীর তরলাবস্থায় জোয়ার ভাটা সহজেই হইতেছিল। উপরের আবরণ কঠিন হওয়ায় এখন জোয়ার ভাটা সহজে হইতে পারিল না। স্থানে স্থানে আবরণ ভেদ করিয়া তরল পদার্থরাশি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক এক স্থানে এক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিল। এই স্তূপ সকল ক্রমে কঠিন হইয়া পর্ব্বত শ্রেণীতে পরিণত হইতে লাগিল।)

(পুরাণমতে, ঈশ্বর (তরল) পৃথিবীকে প্রথমে সমতল করিয়া তার পর পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়াছেন। (এই) প্রথম সৃষ্টিকে সংবর্ত্তক অগ্নি দাহন করিতে আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতগণ (জমাট পদার্থ রাশি) সেই অগ্নিসন্তাপে বিশীর্ণ কলেবর হইয়া সমুদ্রে (তরল পৃথিবীর অভ্যন্তরে) নিমগ্ন হইল (অর্থাৎ জমাট পদার্থ রাশি গুরুত্ব বশতঃ ডুবিতে লাগিল)। তখন তত্রত্য জলরাশি (তরল পৃথিবীর তরল পদার্থ) বায়ু দ্বারা সংহত (দৃঢ়) হইয়া উঠিল; সুতরাং পর্ব্বতগণ (জমাট স্তূপ সকল) যে, যে স্থানে সংলগ্ন হইয়াছিল, সে সেই স্থানেই অচল হইয়া

রহিল। (২) এই নগ (পর্ব্বত) সকল মুখ্য অর্থাৎ প্রধান সৃষ্টি, এজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ নামক চতুর্থ সৃষ্টি। পৃথিবীর তরলাবস্থায় জমাট স্তূপগুলি সচল ছিল। জোয়ার ভাটা দ্বারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইত। পৃথিবীর আবরণ কঠিন হইলে তাহারা আর নড়িতে পারিল না, এজন্য তাহাদের নাম "নগ" হইয়াছে। ন না— গ গমন করা অর্থাৎ যাহা গমন করিতে পারে না। এই জন্যই পর্ব্বতের এক নাম অচল। যখন পর্ব্বত বা জমাট পদার্থ রাশি জোয়ারের বেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইত, সেই সময় পর্ব্বতের পাখা ছিল বলিয়া পুরাণকারগণ কল্পনা করিয়াছিলেন। এই সময় সেই পাখা কাটা হইয়াছিল।

চতুর্থ নক্ষত্রে পৃথিবী ভ্রমণ কালে অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবী গাত্রে সংলগ্ন পর্ব্বত সকল উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, এই জন্য রুহ ধাতু আরোহণ অর্থে এই নক্ষত্রের নাম রোহিণী হইয়াছে।

আরও ৪২৩২।৬।৪ দিন গত হইল। সৃষ্টাব্দ ১৬৯৩০।০।১৬ দিন বা খৃঃ পূঃ ৩৭৫৯৫। ১১।১৪ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী রোহিণী নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া পঞ্চম নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

৫। মৃগশিরা গর্ভান্তর্যুগ—পর্ব্বত সৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অসমান হইয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী, পর্ব্বতের পার্শ্বেই আবার গভীর খাত। জল মাত্র নাই। পূর্ব্বে বৃষ্টির জল পড়িতেই পাইত না। উর্দ্ধে থাকিতেই পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্প হইয়া আবার উর্দ্ধে উঠিয়া যাইত। এখন বৃষ্টি পড়িতেছে বটে কিন্তু পড়িবামাত্র শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া

---

(২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৭ অধ্যায়।

গিয়া শীতল বাতাস সংস্পর্শে আবার বৃষ্টিরূপে পড়িতে লাগিল। এইরূপ হইতে হইতে ২১১৬।৩।২ দিন চলিয়া গেল।) পৃথিবী সৃষ্টাব্দ ১৯০৪৬।৩।১৮ দিন বা খৃঃ পূঃ ৩৫৪৭৯।৮।১২ দিনে বৃষরাশি ভ্রমণ শেষ করিয়া মিথুন রাশিতে মৃগশিরার তৃতীয় পাদের প্রথমে উপস্থিত হইল।

বৃষ রাশি—বৃষ্ ধাতুর বর্ষণ করা অর্থে এই রাশির নাম বৃষ হইয়াছে। (এই সময় পৃথিবীতে অবিরত বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই সময় পৃথিবী এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে তাহার উপরে বাস করা যাইতে পারে। বৃষ অর্থ গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি খণ্ডও হয়। কিন্তু বাস করিবে কে? জীব নাই। বাস করিবে কিরূপে? পৃথিবী অত্যন্ত উত্তপ্ত। খাইবে কি? জল পর্য্যন্ত নাই। কেবল পাহাড় আর গর্ত্ত, পাহাড় আর গর্ত্ত। বৃক্ষ নাই, ফল নাই।)

এই সময় সূর্য্য পৃথিবীর উপরে কিরণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সূর্য্য কিরণ আর মেষের ন্যায় নিরীহ নাই, বৃষের ন্যায় কিঞ্চিৎ তেজ বিশিষ্ট হইয়াছে। তাই এই যুগের নাম বৃষ অন্তর্যুগ।

৩। মিথুন রাশি বা মিথুন অন্তর্যুগ।

৫। মৃগশিরা গর্ভান্তর্যুগ—(বৃষ্টি ভূমিতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইলেও ক্রমাগত বৃষ্টি পতিত হওয়ায় শীতলতার সংস্পর্শে পৃথিবী আরও শীতল হইতেছে। ক্রমশই পৃথিবীর উত্তাপ কমিয়া যাইতেছে।)

মৃ অর্থ মরা—গ অর্থ গমন করা। অর্থাৎ মৃত অবস্থায় গতিশীল। (পৃথিবীতে জল নাই, বৃক্ষ নাই, প্রাণী নাই, মৃত্তিকা স্ফটিকাকৃতি দানাদার রসশূন্য, সুতরাং এসময় পৃথিবী মৃত অথচ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে—কক্ষা পরিবর্ত্তন গতিদ্বারা

সূর্য্য হইতে দূরে যাইতেছে, সুতরাং গতিশীল।) এই অর্থে পঞ্চম নক্ষত্রের নাম মৃগ রাখা হইয়াছিল। পরে মৃগ নক্ষত্রের শিরোভাগ মাত্র নক্ষত্র চক্র ভুক্ত হওয়ায় মৃগশিরা নাম হইয়াছে।

(মেরু প্রদেশে এই যুগের মৃত্তিকা দেখা যায়। ইউরোপে ও এসিয়ার উত্তরাংশে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে ইউরাল পর্ব্বতের মধ্য পর্য্যন্ত ভূভাগে, সাইবেরিয়ার উত্তরে এবং দক্ষিণাংশে ফ্রান্স, বেভেরিয়া, বোহেমিয়া প্রদেশ, পাইরিনিজ, আল্‌প্‌স্‌, কার্পাথিয়ান, হিমালয়, আণ্টাই (সুমেরু) পর্ব্বতে, আসাম ও ব্রহ্ম দেশে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে মেরু প্রদেশ হইতে দক্ষিণে হ্রদ গুলি পর্য্যন্ত এই মৃত্তিকা বিস্তৃত। নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণেও অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডের সমভূমি এবং পর্ব্বতের মধ্যে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে সমস্ত পৃথিবী মধ্যে পুরাতন মৃত্তিকা বা আবরণ এই কাচবৎ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। ইহাকেই পৃথিবীর ত্বকের সর্ব্ব নিম্ন স্তর বলা যায়। এই সমস্ত মৃত্তিকা স্তরের নাম ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রিকেম্ব্রিয়ান (Pre-Cambrian) রাখিয়াছেন। এই সময়কে জীবশূন্য (Azoic) যুগ বলা যায়।)

পৃথিবীর এই স্তরের নাম পৌরাণিকগণ "পাতালখণ্ড" রাখিয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর স্তর সমূহকে ৭ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—(১) পাতাল (২) সুতল, (৩) মহাতল (৪) গভস্তিমৎ (৫) নিতল, (৬) বিতল, (৭) অতল (৩)।

আরও ২১১৬।৩।২ দিন চলিয়া গেল, পৃথিবী ২১১৬২।৬।২০ সৃষ্টাব্দ বা ৩৩৩৬৩।৫।১০ খৃঃ পূতে মৃগশিরা নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া ষষ্ঠ নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ ২।৫ অধ্যায়।

৬। আর্দ্রাগর্ভান্তর্যুগ—আর্দ্র অর্থ ভিজা, এই সময় পৃথিবী জলে আর্দ্র হইয়াছিল। বৃষ্টির জল এ যুগে সমস্তই শুষ্ক হইল না, সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে বাষ্পরাশি জমিয়া মেঘ হইয়া অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল। বিদ্যুৎ, বজ্রপাত (৪) ইত্যাদি হইতে লাগিল। পৃথিবীতে জল সঞ্চিত হইয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হইল। এই কালকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) কেম্ব্রিয়ান, (Cambrian) (২) সিলুরিয়ান (Silurian)।

(১) আর্দ্রাগর্ভান্তর্যুগ, প্রথমার্দ্ধ—ঘোরতর বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী জলমগ্ন হইয়াছে। মৃগশিরা গর্ভান্তর্যুগের মৃত্তিকার উপর এই সময় আরও মৃত্তিকা পড়িয়াছে। সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু গভীর সমুদ্র নাই। বিপ্লব-নির্ম্মিত খাতগুলি মাত্র গভীর হইয়াছে। এই সময় কয়েক প্রকার সামান্য জলজ ত্রিলোবী (Trilobites) বা ত্রিদলক কীটের চিহ্ন দেখা যায়। ত্রিলোবী কীট, কঠিন আবরণযুক্ত একপ্রকার জীব। ইহাদের দেহ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—(১) কঠিন আবরণ-যুক্ত মস্তক, (২) কঠিন ঢালের মত আবরণযুক্ত লেজ, এবং (৩) মস্তক ও লেজের মধ্যস্থিত কতকগুলি গোলাকার অস্থি (Ring) যুক্ত দেহ। গোল অস্থিগুলি এমনভাবে সচল সন্ধিযুক্ত যে, মস্তক ও লেজ সংলগ্ন করিয়া জড়াইয়া থাকিতে পারে।

কঠিন আবরণ শূন্য জীবের অস্তিত্বের চিহ্ন ও আছে। তাহাদের কোমল দেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বালি ও কাদার উপর তাহাদের গমনাগমনের চিহ্ন স্বরূপ রেখা বর্ত্তমান আছে।

এই সময় তির্য্যক স্রোতা নামক পঞ্চম সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত জীব জলে বাস করে, সুতরাং ইহারা (মদ্

(৪) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৮ অধ্যায়।

জলে স্থষ্ট হওয়া অর্থে) মৎস্য নামে কথিত হইয়াছে। ইহাই মৎস্য অবতার।) ইহারা মদ্ অর্থাৎ মন্দ বা মৃদু—স্যন্ অর্থ গমন করা অর্থে, মৃদুগামী বলিয়াও মৎস্য নামে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত জীব তির্য্যক ভাবে চলে, তজ্জন্য ইহাদিগকে "তির্য্যক স্রোতা" বলে।

(সামুদ্রিক আগাছা ও পুরুভুজের চিহ্ন এই যুগে পাওয়া যায়।)

কাশ্মীরের উত্তরস্থ ল্যাডাকের সন্নিহিত পীরপঞ্জল এই সময় উৎপন্ন হইয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং ফ্রান্স হইতে রুষিয়া, ও সুই-ডেন হইতে বোহিমিয়া, সার্ডিনিয়া পর্য্যন্ত, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য এবং কানাডা, চীন প্রভৃতি স্থানে এই সময়ের মৃত্তিকা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্তরের নাম কেম্ব্রিয়ান (Cambrian) রাখিয়াছেন।

২১১৬।৩।২ দিন পরে পৃথিবী আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথমার্দ্ধ ভ্রমণ করিয়া, স্থষ্টাব্দ ২৩২৭৮।৯।২২ দিন বা খৃঃ পূঃ ৩১২৪৭।২।৮ দিন গত হইলে দ্বিতী-য়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল। প্রথমার্দ্ধের ১৬৯০।০।১।৩৬ দণ্ড গত হইলে স্থষ্টাব্দ ২২৮৫৫।৬।২১।৩৬ দণ্ড বা খৃঃ পূঃ ৩১৬৭০।৫।৮।২৪ অব্দে সত্যযুগ শেষ হইয়া ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে সুবৃষ্টিফলে সর্ব্বত্র ওষধি সমূহের অর্থাৎ বৃক্ষের উদ্ভব হয় (৫)।

(২) আর্দ্রাগর্ভান্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—(পৃথিবী আরও গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াছে। অনবরতঃ বৃষ্টি হইতেছে। বম্পাবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্য এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এখনও পৃথিবী অন্ধকারাবৃত, তবে, কিছু পরিষ্কার হইয়াছে মাত্র

(৫) মৎস্য পুরাণ ১৪৩ অঃ ৩ শ্লোক।

এই যুগের অতি বিস্তৃত সমুদ্র মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও অনুর্ব্বর, কোথাও বা জলজ উদ্ভিদ পূর্ণ ভূখণ্ড, কোথাও বা অনুচ্চ পাহাড় গুলি অল্প জলের নিম্নে আছে।

নানাজাতীয় শম্বুক এবং স্ফুটাঙ্গ (Articulated) জলজীব, তারকাকৃতি এক প্রকার মৎস্য (Star-fish), ত্রিলোবী এবং বৃহৎ এক জাতীয় চিংড়ি মৎস্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। এরূপ বৃহৎ চিংড়ি এখন পাওয়া যায় না। ইহারা আকারে কিছু বিভিন্ন। ঊর্দ্ধ স্তরে এক জাতীয় মৎস্যেরও দেহাবশেষ পাওয়া যায়। ইহাই সর্ব্ব প্রথম মৎস্য।

পুরুভুজ ও পুষ্পহীন একরূপ জলজ উদ্ভিদ এবং প্রবালের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঊর্দ্ধস্তরে উন্নত জাতীয় একরূপ শৈবাল (Lycopodiacia) উদ্ভিদের অসংখ্য বীজ দেখা যায়।

এই যুগের মৃত্তিকার নাম পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সিলুরিয়ান (Silurian) মৃত্তিকা রাখিয়াছেন। এই মৃত্তিকা ব্রিটিস্ দ্বীপের অধিকাংশ এবং তথা হইতে ক্রমাগত উত্তরভাগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অধিকাংশে, বল্টিক সমুদ্রে, স্পেন হইতে ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার কাডিনেরাস্ পর্ব্বত, আল্‌প্‌স্ এবং হিমালয় পর্ব্বত ইত্যাদি বহুতর পর্ব্বতের অংশ বিশেষ এই মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ডেও পাওয়া যায়। আসিয়া, ইউরোপে এবং আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশে, মেরু প্রদেশে এই মৃত্তিকা প্রচুর দেখা যায়।

ভারতবর্ষে বাঙ্গালা পার্ব্বত্য প্রদেশের কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আর্ব্বলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, পঞ্জাব, ছোটনাগপুর ইত্যাদি এই সময় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু সমস্তই জলমগ্ন। এইযুগে প্রধানতঃ

দুই প্রকার জীব দেখা যায়—(১) কঠিন আবরণ যুক্ত, (২) কঠিন আবরণ শূন্য।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে আরও ২১১৬৩।২ দিন অতিবাহিত হইল। সৃষ্টাব্দ ২৫৩৯৫।০।২৪ দিন বা খৃঃ পূঃ ২৯১৩০।১১৬ অব্দে পৃথিবী সপ্তম নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

দৈনন্দিন প্রলয়—আর্দ্রা নক্ষত্রে পৃথিবীর ভ্রমণ কালে দৈনন্দিন প্রলয় আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় মধুকৈটভের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ (৬) হইয়াছে। মধু অর্থ জল এবং কৈটভ অর্থ কীটবৎ ভা অর্থাৎ কান্তি বা আকারবিশিষ্ট। জল ও মৃত কীট পচিয়া আকরিক পদার্থ সহ মিশ্রিত হইয়া এই সময়ের মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে এই সময় হইতেই জল ও জলজ কীটের সহিত প্রকৃতির (বিষ্ণুর) ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জীবগণ বিপ্লবের তাড়নায় নিজ নিজ শরীর দ্বারা পৃথিবীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই কীটের মেদেই মেদিনী নির্ম্মিত হইয়া মেদিনী নাম পাইয়াছে।

এই যুদ্ধ কেবল পাঁচ হাজার বৎসর নহে বহু সহস্রবৎসর ভয়ানক ভাবে চলিয়াছে। ৫৪" বিকলা গতি অনুসারে পাঁচ হাজার বৎসর হইলে কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে প্রায় পঁচিশ হাজার বৎসর হয়। এই যুদ্ধ এখনও চলিতেছে।

আর্য্যগণ এই স্তরকে সুতল খণ্ড বলিয়াছেন।

৭। পুনর্বসু গর্ভান্তর্যুগ—ভূতত্ত্বানুসারে এই গর্ভান্তর্যুগ ২ ভাগে বিভক্ত—(১) ডিবোনিয়ান (Devonian) স্তর, (২) কার্ব্বনিফেরাস (Carboniferous) বা অঙ্গারযুগ।

(১) পুনর্বসুগর্ভান্তযুগ, প্রথমার্দ্ধ—এই সময় মেরু প্রদেশের নিকটে

---

(৬) কালিকাপুরাণ।

জলের উপর স্থলভাগ দেখা দিয়াছে। এই স্থলভাগে অনেক হ্রদ দেখা যায়। উত্তর হইতে বহু নদী আসিয়া এই সমস্ত হ্রদে পতিত হইয়াছে। এই নদী দ্বারা বালি প্রভৃতি বাহিত হইয়া এই হ্রদ মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে। এই জন্য এই যুগে দুই প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এক প্রকার মৃত্তিকা, সমুদ্রগর্ভে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, তাহাতে সামুদ্রিক জীবের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মৃত্তিকার নাম ডিবোনিয়ান স্তর রাখিয়াছেন। ইহা সামুদ্রিক জীবের মেদ মিশ্রিত মৃত্তিকা। দ্বিতীয় প্রকার মৃত্তিকা হ্রদ বা দ্বীপ বেষ্টিত ক্ষুদ্র সমুদ্রে পাওয়া যায়। ইহাতে উদ্ভিদ এবং জলচর জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই উভয় প্রকার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে, দ্বীপসমূহে কি কি বৃক্ষ এই সময় ছিল, এবং সমুদ্রেই বা এই সময় কি কি জলচর জীব ছিল তাহা উত্তমরূপে জানা যায়। এই সময় পাখাবিশিষ্ট এক প্রকার মক্ষিকা দেখা যায়। এইরূপ একটি মক্ষিকার পাখা মেলিয়া পাঁচ ইঞ্চি পরিসর দেখা গিয়াছে। আরও কয়েক প্রকার ৪ পাখা বিশিষ্ট পতঙ্গও দেখা গিয়াছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর প্রাণী চিহ্ন এই সময় পাওয়া যায়। বিবিধ প্রকার মৎস্য এই স্তরে দেখা যায়। পূর্ব্বযুগের অনেক জীব এ সময় দেখা যায় না। কেহ লোপ পাইয়াছে, কাহারও বা আকার প্রকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ সময় শঙ্খ জাতির বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। এমন কি ১১০০ বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন এই সময় পাওয়া গিয়াছে। এক প্রকার উভচর শম্বুক এ সময় দেখা যায়। এক প্রকার বৃশ্চিক জাতীয় জীব (Pterygotus) ও দেখা গিয়াছে, তাহাদের একটি ৫।৬ ফুট দীর্ঘ ছিল। উভচর জীব ও বৃক্ষ অধিক না থাকায়, এই যুগে যে অতি অল্প স্থান

জলের উপর উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমুদ্রের ভাগই অধিক, তবে কোন কোন স্থানে অল্প জল ছিল, কোথাও ছিল না, তাই বৃশ্চিক ও উভচর কাঁকড়া, শম্বুক প্রভৃতি দেখা গিয়াছে।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ২১১৬।৩।২ দিন কাটিয়া গেল। সৃষ্টাব্দ ২৭৫১১।৩।১৬ দিন বা খৃঃ পূঃ ২৭০১৪।৮।৪ অব্দে পৃথিবী পুনর্বসুর দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল।

(২) পুনর্বসু গর্ভান্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই গর্ভান্তর্যুগের প্রথমার্দ্ধের শেষে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে পৃথিবীতে বড়ই ভয়ানক বিপ্লব হইয়াছে। এই সময় যেরূপ স্তরবিপ্লব দেখা যায়, আর কোন যুগে তদ্রূপ দেখা যায় না। এই বিপ্লব দ্বারা কত ভূমি উচ্চ হইয়াছে, কত হ্রদ জন্মিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ডিবোনিয়ান যুগের অনেক অগভীর হ্রদ বসিয়া গিয়া আরও গভীর হইয়াছে, অনেক গুলির গভীরতা কম হইয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, এই বিপ্লবে অনেক স্থানেই স্থলভাগ উচ্চ হওয়ায় জলভাগ সরিয়া গিয়াছে, মৃত্তিকা দেখা দিয়াছে। এই সময় মেরু প্রদেশ ও উচ্চ ছিল, এখনকার মত তথায় সমুদ্র ছিল না।

এই ঘোরতর বিপ্লব দেখিয়া বোধ হয়, এই সময় যেন পৃথিবীর প্রসব বেদনা উঠিয়াছিল, তাহারই ফলে পৃথিবীর উত্তরাংশে মেরু প্রদেশে এবং অন্যান্য বহুতর প্রদেশে স্থল প্রসূত হইয়াছিল। তাই এই নক্ষত্রের নাম পুনর্বসু। পুনর আবার—বসু বাসস্থান অর্থে পুনর্বসু হইয়াছে। মৃগশিরা নক্ষত্রের যুগে পৃথিবী বাসযোগ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু জলাদি কিছুই ছিল না। পরে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছিল। এখন আবার স্থলভাগ উপরে উঠিয়া বাসযোগ্য হইয়াছে, সেই জন্য ইহার নাম পুনর্বসু।

আরও ১০৫৮।১।১৬ দিন গত হইল। স্বষ্টাব্দ ২৮৫৬৯।৫।১২ বা খৃঃ পূঃ ২৫৯৫৬।৬।১৮ অব্দে পৃথিবী কর্কট রাশিতে পুনর্বসু নক্ষত্রের ৪র্থ পাদে উপস্থিত হইল।

মিথুন রাশি—মিথস্ অর্থ পরস্পর। পরস্পর অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ জাতীয় জীবের সংযোগে জীবোৎপত্তি, এই রাশিতে পৃথিবীর ভ্রমণ কালে আরম্ভ হইয়াছে। তাই এই রাশির নাম মিথুন। মিথুন অর্থ স্ত্রী পুরুষ।

মিথুন অন্তর্যুগে মৎস্য প্রধান। এই সময়েই মৎস্য অবতার হইয়াছে। জীবের প্রথম অবতার মৎস্য। এই সময় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর জীব দেখা যায়—(১) শক্তখোলক-যুক্ত, (২) খোলকশূন্য।

এখনও সূর্য্যের তেজ অধিক হয় নাই। বৃষ অপেক্ষা তেজ বেশী হইলেও কষ্টদায়ক হয় নাই। শীত ও উষ্ণতা পরস্পর সমান, ঠিক মিথুনের ন্যায় অবস্থিত।

৪। কর্কট রাশি বা কর্কট অন্তর্যুগ।

৭। পুনর্বসু গর্ভান্তর্যুগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই যুগে যে যে স্থানে মৃত্তিকা জলের উপর উঠিয়াছে, সেই সমস্ত স্যাঁত স্যাঁতে দ্বীপে অসংখ্য অঙ্গারজনক উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ জন্মিত। এই যুগে অঙ্গারাম্ল প্রচুর থাকাতেই এত উদ্ভিদ জন্মিয়াছে এবং অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত আগাছা (fern) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এ যুগে তাহাই অতি বৃহৎ ও সুন্দর বৃক্ষের ন্যায়। এখন যে শৈবাল দুই হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না, এই সময়

তাহা ৮০।৯০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ। এক প্রকার শঙ্কদেহী আগাছার সংখ্যা তখন বেশী ছিল, তাহার এক একটি পাতা ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং স্কন্দ দুই হাত পর্য্যন্ত স্থুল দেখা যায়। এই জাতীয় আর একরূপ আগাছা আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৫০ ফিটেরও অধিক। এক প্রকার শরগাছ ২০।৩০ ফিট দীর্ঘ এবং এক হইতে দুই ফিট বেড়ের দেখা গিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ বৃহৎ আগাছা দ্বারা এই সময়ের জঙ্গল পূর্ণ ছিল। এই সমস্ত আগাছা সারহীন, সুতরাং ইহারা পর্ণীতরুর ন্যায় বৎসর বৎসর হইত এবং মরিত। জলের স্রোতে সেইগুলি ভাসিয়া ক্ষুদ্র বা নিম্নস্থানে গিয়া জমিত, তার পর তাহার উপর মাটি থিতাইয়া ঢাকিয়া যাইত। আবার তার পর বৎসর ঐরূপ বৃক্ষ জন্মিয়া আবার ভাসিয়া ঐ সমস্ত স্থানে গিয়া জমিত এবং মাটি চাপা পড়িত। এই রূপে এক থাক বৃক্ষ, এক থাক মাটি পড়িত। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক প্রচণ্ড উত্তাপে কালে তাহা কয়লায় পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা বৃহৎ বনস্থলী বিপ্লবে বসিয়া গিয়া কালে কয়লায় পরিণত হইয়াছে।

এখন এরূপ বৃক্ষ জন্মে না। মৃত্তিকারও তদ্রূপ প্রচণ্ড উত্তাপ নাই। তাই এখন আর পাথর কয়লা হয় না। এমন অনেক কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে, যাহার কাষ্ঠগুলি এখনও সম্পূর্ণ কয়লা হয় নাই।

এই যুগের মৃত্তিকার নীচে চুণে পাথরের স্তর দেখা যায়। ইহা সেই ঘোর বিপ্লবের চিহ্ন। বিপ্লবে যত পুরুভুজ, প্রবাল, শঙ্খ ও শম্বুকাদি শক্ত খোলক জাতীয় জীব মরিয়াছে, (৭) তাহাদের দ্বারাই এই চুণে প্রস্তর স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারে ৬০০০ ফিট

(৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

ঘন এইরূপ চূর্ণে প্রস্তর স্তর পাওয়া গিয়াছে। এই সময় মধুকৈটভ যুদ্ধে **মধুকৈটভ বধ** ব্যাপার কিরূপ চলিয়াছিল, তাহা এই একটি মাত্র স্তর হইতেই বুঝা যায়। এইরূপ চূর্ণে প্রস্তরের **বহু** স্তর দেখা গিয়াছে। এই স্তরের উপর **মৃদঙ্গার** স্তর দেখা যায়।)

(এই সময় দক্ষিণে যতই সমুদ্র **গভীর** হইয়াছে, উত্তরাংশে ততই বালি কর্দ্দম, বৃক্ষাদি মিশ্রিত মৃত্তিকা পড়িয়া **উচ্চ** হইয়াছে। এক দিকে যেমন সমুদ্র **গভীর** হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্থানে স্থানে **দ্বীপপুঞ্জ**ও দেখা দিয়াছে।)

(এই সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই **সমান গরম**, শীত নাই, ঋতু পরিবর্ত্তন নাই। এই জন্য নিরক্ষবৃত্ত হইতে মেরু প্রদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এইরূপ মৃদঙ্গারজনক **পুষ্পহীন** (৮) বৃক্ষ দেখা যায়।)

(শঙ্খ, শম্বুক, কাঁকড়া এবং কয়েক জাতীয় মৎস্য এই গর্ভান্তর্যুগে বর্ত্তমান ছিল। এ সময় একরূপ **সরিসৃপ**ও দেখা গিয়াছে। সরিসৃপ **তির্য্যকস্রোতার** অন্তর্গত। কু কুৎসিৎ, উর্ম্মি বেগ বা গতি অর্থাৎ কুৎসিৎ গতি বিশিষ্ট জীবকেই কূর্ম্ম বলে। সরিসৃপের গতি কুৎসিৎ, তজ্জন্যই ইহারা **কূর্ম্ম অবতারের** অন্তর্গত। এই সময়েই সরিসৃপ জাতি **প্রথম** পৃথিবীতে অবতরণ বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।)

(**স্থলচর** জীব মধ্যে বৃশ্চিক, বহুপদী কীট এবং ভেক ও তজ্জাতীয় সরিসৃপাদি **উভচর** জন্মিয়া ছিল। বৃহৎ জাতীয় মৎস্যের অবশেষও দেখা যায়। ৭।৮ ফিট দীর্ঘ সরিসৃপও দেখা গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই যুগের নাম **অঙ্গারজনক** (Carboniferous) যুগ রাখিছেন।

(৮) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

এই গর্ভান্তর্যুগের শেষ পাদ অর্থাৎ ১০৫৮।১।১৬ দিন কর্কট রাশির অন্তর্গত। সৃষ্টাব্দ ২৯৬২৭।৬।২৮ দিন বা খৃঃ পূঃ ২৪৮৯৮।৫।২ পর্য্যন্ত পৃথিবী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া তৎপরে অষ্টম নক্ষত্রে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

পুরাণে এই খণ্ডকে মহাতল খণ্ড বলে।

৮। পুষ্যা গর্ভান্তর্যুগ—ভূতত্ত্ববিদ্যা অনুসারে পুষ্যা-গর্ভান্তর্যুগও দুই ভাগে বিভক্ত।

(১) পার্মিয়ান (Permian) যুগ, (২) ট্রিয়াসিক (triassic) যুগ।

(১) পুষ্যাগর্ভান্তর্যুগ, প্রথমার্দ্ধ—মৃদঙ্গার যুগে যে সমস্ত হ্রদ বা অগভীর খাতে মৃদঙ্গারজনক বৃক্ষ সঞ্চিত হইত। এই যুগের পার্থিব উৎপাতে সে গুলি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এরূপ ভাবে এই যুগের মৃত্তিকা পড়িয়াছে যে দুই স্তর সহজেই চিনিতে পারা যায়। অনেক স্থানে দুই স্তর এরূপ মিশ্রিত হইয়াছে যে চিনিতে পারা কঠিন। বেলে প্রস্তর, সিরেট প্রস্তর, চুণে প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা এই স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্তর প্রায় ৩০০০ ফুট ঘন। এই যুগে আগ্নেয় গিরির উৎপাৎ অনেক হইয়াছে। পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে, স্কটলণ্ডে, জার্ম্মে-ণীতে অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন দেখা যায়।)

(মৃদঙ্গার যুগের কয়েক জাতীয় বৃক্ষ এই যুগে প্রথমে অল্পসংখ্যায় জন্মিয়াছে, পরে লোপ পাইয়াছে। আবার কয়েক প্রকার নূতন বৃক্ষ দেখা দিয়াছে। পালকের ন্যায় পত্র যুক্ত বৃক্ষ এবং সূক্ষ্ম সুচ্যাকার পত্র বিশিষ্ট কয়েক প্রকার বৃক্ষ এই সময় নূতন দেখা দিয়াছে।)

মৃদঙ্গার যুগের প্রাণীর সহিত কয়েক প্রকার নূতন প্রাণীও

দেখা গিয়াছে। কয়েক প্রকার সরিসৃপের মধ্যে এক প্রকার কুম্ভীরের ন্যায় সরিসৃপ দেখা গিয়াছে। ঝিনুক এই যুগে প্রথম হইয়াছে।

এই সময়ের জলবায়ু অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ন্যায়।

এইরূপে ২১১৬।৩।২ দিন গত হইল। সৃষ্টাব্দ ৩১৭৪৩।১০ বা খৃঃ পূঃ ২২৭৮২।২ পরে পৃথিবী পুষ্যার দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল।

(২) পুষ্যা গর্ভান্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই সময়ে পূর্ব্বের অনেক প্রকার উদ্ভিদ লোপ পাইয়াছে বা সংখ্যায় কমিয়া গিয়াছে। আবার তেমনি অনেক নূতন জাতীয় উদ্ভিদ দেখা দিয়াছে। যে সকল মৃদঙ্গারজনক বৃক্ষ মৃদঙ্গার যুগে প্রচুর দেখা গিয়াছে, এ যুগে তাহা দেখা যায় না। কেবল ঝাউ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষই অধিক দেখা যায়।

এই সময়ের স্তরে পূর্ব্ব যুগের বাহুপদী ও মস্তকপদী শঙ্খ, শম্বুক ও মৎস্য কম দেখা যায়। উভচর জীব এ সময় প্রচুর। তন্মধ্যে শল্কযুক্ত এক প্রকার সরিসৃপই প্রধান। এ সময়ে ডাইনোসোরস নামক এক প্রকার সরিসৃপ দেখা যায়. তাহাদের আকার সরিসৃপ ও পক্ষীর মধ্যবর্ত্তী। দেখিতে হস্তী বা গণ্ডারের ন্যায়। প্লিনিওসরস নামক আর এক প্রকার সরিসৃপ এই সময় ছিল, ইহাদের আকার প্রায় ৪০ ফিট দীর্ঘ। ইহাদের মুখ গোসাপের মত, দাঁত কুম্ভীরের মত, ডানা তিমির মত, গলা রাজ.হংসের মত, দেহ ও লেজ ছোট বলিয়া দেখিতে কতকটা কচ্ছপের মত। ইহার আকৃতি দেখিলে হটাৎ মনে হয়, যেন একটা সাপের গায়ে একটা কচ্ছপ গাথিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা কচ্ছপের আদি পুরুষ। ইহাদের মাটিতে চলিবার শক্তি কম ছিল। গভীর জলেও চলা ফেরা

করিতে পারিত না। তজ্জন্য ইহাকে **কুর্ম্ম** বলা যাইতে পারে। ৪০ ফিট দীর্ঘ কূর্ম্মকে **কুর্ম্ম অবতার** বলা যাইতে পারে। এই গর্ভান্তর্যুগে লোহিত প্রস্তর স্তর সংস্থিতির সময় কচ্ছপের **প্রথম জন্ম।** কুম্ভীর এ সময় প্রায় দেখা যায় না। এক জাতীয় **টিক-টিকি** এই সময় দেখা যায় তাহাদের আকৃতি এখনকার কুম্ভীরের ন্যায়। কয়েক প্রকারের **সরিসৃপ** দেখা যায়, তাহাদের আকার **পশুর** ন্যায়। দক্ষিণ আমেরিকার এই সময়ের স্তরে অনেক প্রকার সরিস্থপের চিহ্ন পাওয়া যায়।)

(উত্তর আমেরিকার **কনেকটিকাট** নদীর লোনা বেলে প্রস্তর স্তরে উষ্ট্র পক্ষীর ন্যায় বৃহৎ পক্ষীর তিনটি পদাঙ্গুলীর চিহ্ন দেখা(১)গিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় এই সময়েই **প্রথম** পক্ষীর আবির্ভাব হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা সরিস্থপের আকৃতিযুক্ত **পাখী**। সরিস্থপের পরে এবং **স্তন্যপায়ী** জীবের পূর্ব্বে **পাখী** জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণ মতেও তির্য্যকস্রোতার পরে **উর্দ্ধস্রোতা** নামক ষষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি **দেবসর্গ** নামে খ্যাত। দিব অর্থাৎ স্বর্গে বা **অন্ত-রীক্ষে** যাহারা **ক্রীড়া** করে তাহারাই এই দেবসর্গের অন্তর্গত। পাখীগণ আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তাই তাহাদিগকে উর্দ্ধস্রোতা বলিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়োৎপন্ন স্কটল্যাণ্ড, উত্তররুষ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াকে উত্তরে রাখিয়া এই সময়ের **সমুদ্র** আয়র্লণ্ড হইতে ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসিয়াতে ও উত্তর সাইবেরিয়ার দক্ষিণে আলটাই (**সুমেরু**) পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং ইউরাল পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। আলটাই পর্ব্বতের দক্ষিণে, তিব্বতের উত্তরে সমস্ত স্থান, **মঙ্গোলিয়া** প্রভৃতি সমুদ্রগর্ভে ছিল। **তিব্বত** তখন এত

(১) পৃথিবী ৯৭ পৃষ্ঠা।

উচ্চ ছিল না। হিমালয় পর্ব্বত তখন হয় নাই। ভারতবর্ষে বাঙ্গালার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আর্ব্বলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, ছোটনাগপুর, পঞ্জাব, কাশ্মীরের কতকাংশ, সিকিম, ভূটান হইতে প্রায় চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং ব্রহ্মদেশস্থ মোলমেন প্রদেশ এই সময় সমুদ্র মধ্যে ভাসিতেছিল।)

সম্ভবতঃ পিরিনিসের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ফ্রান্সের মধ্যদেশ লইয়া একটি দ্বীপ, এবং পাদে, ক্যালে ও তুনর প্রদেশ হইতে রাইন নদীর বিপরীত কুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বেলজিয়াম আর ইংলণ্ডের রথ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই এ সময়ে ইউরোপের স্থলভাগ।)

(উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে এই সময়ের মৃত্তিকা দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে (Triassic) ট্রিয়াসিক যুগ বলেন।)

পুষ্‌, অর্থ পোষণ করা বা পুষ্ট অর্থাৎ বর্দ্ধিত হওয়া। এই সময় পৃথিবীর স্থলভাগ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। জীব সৃষ্টির অনেক উন্নতি হইয়াছে। তজ্জন্যই এই নক্ষত্রের নাম পুষ্যা হইয়াছে। ইংরাজী পুষ্‌ (Push) অর্থ ধাক্কা দেওয়া—এই যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগকে যেন ধাক্কা দিয়া উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে আরও ২১১৬।৩।২ দিন কাটিয়া গেল। সৃষ্টাব্দ ৩৩৮৬০।১।২ বা খৃঃ পূঃ ২০৬৬৫।১০।২৮ পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া নবম নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

পৌরাণিকগণ এই খণ্ডকে গভস্তিমৎ খণ্ড বলেন। গভস্তি শব্দের ধাতুগত অর্থ সূর্য্য কিরণ। এই স্তরে প্রথম সূর্য্য কিরণ বিশেষ ভাবে পতিত হইয়াছিল।

৯। অশ্লেষাগর্ভান্তর্য গ—অশ্‌ অর্থ ব্যাপা—লেশ অর্থ

অল্প। এ সময় পৃথিবী কিঞ্চিৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্ব যুগাপেক্ষা স্থলভাগ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অশ্লেষার আর এক অর্থ, অ অভাব—শ্লিষ আলিঙ্গন। আলিঙ্গন অর্থাৎ পরস্পর সদ্‌ভাবের অভাব। এ সময় এমন জীব নাই, যাহারা পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আলিঙ্গন করিবে। হিংস্রক জন্তুতে চারিদিক পরিপূর্ণ। মানুষ এখনও জন্মে নাই। এই যুগকেও দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে —(১) জুরাসিক (Jurassic) যুগ ও (২) চাখড়ি (Cretacious) যুগ।

(১) অশ্লেষাগর্ভান্তর্যুগ, প্রথমার্দ্ধ—পূর্ব্বযুগের অনেক জীব এই সময় লোপ পাইয়াছে এবং নূতন বহু জীব দেখা দিযাছে। শম্বুক জাতীয় জীবের এ সময় অনেক উন্নতি হইয়াছে। পুরাতন ত্রিলোবী (Trilobite) কীট এখন একেবারেই দেখা যায় না। তাহাদের স্থানে চিংড়ি মৎস্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট আর এক প্রকার জীব দেখা দিয়াছে। ইহারা দুই জাতীয়। এক জাতি সুদীর্ঘ লেজ যুক্ত, এখনকার চিংড়ির আদি পুরুষ। অপর জাতীয় ছোট লেজ যুক্ত, সেগুলি আমাদের কাঁকড়ার আদি পুরুষ।

এক প্রকার ভীষণ কুম্ভীর ছিল, ইহারা দুই পিছনের পায়ে ভর দিয়া চলিত। চলিবার সময় সম্মুখের পা বেশী ব্যবহার করিত না। করাতের মত ভয়ানক দাঁত, নখগুলি ভয়ানক ধারযুক্ত। লাফাইবার ও ছুটিবার শক্তি অসাধরণ। ইহার পাশ্চাত্য নাম মিগালোসোরস্। এক একটা দেখিতে হাতীর মত বড়, ব্যাঘ্রের মত হিংস্রক। মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ইহারাই প্রকৃত কৈটভ (কীটাকৃতি) দৈত্য।

এই যুগে আর এক প্রকার সরিসৃপ ছিল, তাহার আকৃতি অতি

বৃহৎ। ১৫৬ ফুট দীর্ঘ একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই কঙ্কালের ওজন ৫৭৫ মন। আস্ত জন্তুটি কত ভার ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। ইহার নাম ব্রণ্টোসোরস্। উঠিয়া বসিলে ১০০ফিট উচ্চ হয়। ইহাদের মাথা অতি ক্ষুদ্র, সাপের মাথার মত। গলা উষ্ট্রের গলা অপেক্ষাও দীর্ঘ, লেজও দীর্ঘ। পশ্চাতের পা দুখানি অতি বৃহৎ, প্রায় এক গজ পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত দাগ পড়ে। ইহারা হিংস্রক বা মাংসভোজী নহে। গাছপালা খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ইহারাই কি সামান্য কৈটভ দৈত্য! এই পর্ব্বত প্রমাণ জীবের মেদে মেদিনীর অনেকাংশ নির্ম্মাণের সাহায্য হইয়াছে।

পুষ্যার শেষার্দ্ধে পাখাযুক্ত সরিস্থপ দেখা যায় নাই, কেবল পদচিহ্ন দেখা গিয়াছে মাত্র, কিন্তু এ যুগে পাখাযুক্ত সরিস্থপ দেখা গিয়াছে। ইহাদের ঠোঁট পাখীর ঠোঁটের মত। পাখা গুলি পাখীর মত ছিল না, কতকটা বাদুড়ের মত ছিল, গায়ে পালক বা লোম ছিল না। ডানা মেলিলে ২৫ ফিট স্থান ঢাকিয়া যায়, এমন সরিস্থপও এ সময় ছিল। রাম ফোরিংকাস্ নামক পাখাযুক্ত সরিস্থপ উড়িতে পারিত।

এ সময়ে সামান্য স্তন্যপায়ী জীব দেখা যায়। ইহাদের শাবক বহন করিবার জন্য একটি পৃথক স্থালী ছিল। পুরাণমতে অর্ব্বাক্ স্রোতা নামক সপ্তম সৃষ্টি এই যুগেই হইয়াছিল। অর্ব্বন্ বা অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট গতিবিশিষ্ট জীব। এই স্তন্যপায়ী জীবই অর্ব্বাক স্রোতা। উত্তর আমেরিকার কলোরেডো নামক স্থানে এই সময়ের স্তরে মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, শাবকবাহী স্থালীবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীবের প্রচুর চিহ্ন পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র (অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ) স্তন্যপায়ী জীবই

বরাহ অবতার। (১০) বর অর্থ শ্রেষ্ঠ-অহ অর্থ নিয়োগ। কূর্ম্ম অবতারের পর ইহাই শ্রেষ্ঠ নিয়োগ। কু অর্থ যেমন কুৎসিৎ, বর অর্থ তেমনি শ্রেষ্ঠ।)

ভারতে কচ্ছদেশে এই সময়ের মৃত্তিকার ৬৩০০ ফিট ঘন স্তর দেখা যায়। ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এই সময় উৎপন্ন হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ও দেখা যায়।

এই সময় আয়র্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশ, স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশ, ইংলণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ, উত্তর ফ্রান্সের যেখানে এখন প্যারিস সহর হইয়াছে তথায়, বেল্‌জিয়ম, ওয়েষ্টফেলিয়া, জার্ম্মেণীর উত্তরাংশ, ডেনমার্ক, রুষিয়ার দক্ষিণাংশ, আফ্রিকার উত্তরাংশ, গ্রীস, তুরুস্ক, এসিয়া মাইনর ও এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন ছিল। এই বিস্তীর্ণ জলভাগ পাইরিনিস্‌, আপিনাইন, কার্পেথিয়ান এবং হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড নদীমুখস্থিত "ব" দ্বীপের ন্যায় অবস্থিত হইয়া উত্তর ভাগকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এ সময়ে উত্তাপ সর্ব্বত্রই সমান। যে সমস্ত পর্ণী তরু এ সময় ব্রিটন দ্বীপে জন্মিয়াছিল, যাহা এক্ষণে কয়লায় পরিণত হইয়াছে, তাহা মেরু প্রদেশেও যথেষ্ট জন্মিত। ইহার নাম jurassic যুগ।)

এইরূপে আরও ২১১৬৷৩৷২ দিন অতিবাহিত হইল। স্বষ্টাব্দ ৩৩৮-৬০৷১৷২ বা খৃঃ পূঃ ১৮৫৪৯৷৭৷২৬ পর্য্যন্ত অশ্লেষার প্রথমার্দ্ধে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবী দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল।

(২) অশ্লেষা গর্ভান্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই যুগের মৃত্তিকা চাখড়ির

(১০) ভাগবত ৩৷১৩ অঃ।

ন্যায়। তজ্জন্যই ইহাকে ক্রিটেসিয়াস্ (Cretacious) যুগ কহে। এই বিশাল স্তর প্রধানতঃ শম্বুক ও শঙ্খাদি কঠিন খোলা দ্বারা আবৃত জীবদেহ দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্রতলই এই মৃত্তিকাবৃত। জুরাসিক যুগের আল্‌প্‌স্ প্রভৃতি পর্ব্বতের উত্তরস্থ সমুদ্র—ব্রিটন দ্বীপ হইতে সমস্ত পূর্ব্বাংশের—তলদেশ এই চাখড়ি মৃত্তিকা স্তরে আবৃত। ভূমধ্যসাগরের তলদেশ হইতে আফ্রিকার উত্তরাংশ, গ্রীস, তুরস্ক, এসিয়া মাইনর ও এসিয়া মহাদেশেও এই মৃত্তিকা স্তর বিস্তৃত। এই সমস্ত ভূভাগের স্থানে স্থানে ১১০০০ হইতে ১৩০০০ ফিট পর্য্যন্ত পুরু স্তর জমিয়াছিল। এই স্তর দেখিয়া বুঝা যায়, এই সময় শম্বুক ও শঙ্খ জাতীয় জীবের, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ বৃদ্ধি পতনের জন্যই। যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি মহামারিও লাগিয়াছে; পুরাণ কথিত শঙ্খাসুর বধ ইহাই। মধুকৈটভের যুদ্ধেরও বিরাম ছিল না। বরাহ এক্ষণে বড় হইয়াছে, সুতরাং বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ বধেরও সীমাছিল না। হিরণ্য অর্থ কড়ি, শম্বুক ইত্যাদি ও অক্ষ অর্থ ব্যাপ্ত অর্থাৎ বহু স্থান ব্যাপিয়া কড়ি শম্বুকাদি নষ্ট হইয়াছিল। তাহাদেরই খোলা দ্বারা এই স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে।

পুরাণে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা মনুর নিকট পৃথিবীর জলমগ্নাবস্থা শুনিয়া ভাবিলেন, পৃথিবী উদ্ধার করে কে? ব্রহ্মার এই চিন্তাকালে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহ বহির্গত হইল। ঐ বরাহ ক্ষণ কাল পরেই বৃহৎ হস্তীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বরাহ হিরণ্যাক্ষ বধ করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।"

ভূতত্ত্বের সাহায্যে জানা যায় যে, প্রথম স্তন্যপায়ী জীব দেহ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ছিল, ইহারা পৃথিবীরন্ধ্রে অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ত্তে গর্ত্ত

করিয়া বাস করিত। এই গর্ত্তই ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র। কূর্ম্ম অবতার অর্থাৎ সরিসৃপ সৃষ্টির পরে এই বরাহ অর্থাৎ স্তন্যপায়ী জীব সৃষ্ট হইয়াছে। চাখড়ি যুগে এই বরাহ বা স্তন্যপায়ী জীব এত হিরণ্যাক্ষ অর্থাৎ শম্বুক ও শঙ্খাদি বধ করিয়াছে যে, তদ্দারা এই বিশাল চাখড়ি স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে জলমগ্ন পৃথিবী উচ্চ হইয়া, জলের উপরে জাগিয়াছে, ইহারই নাম জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার।

(এই যুগের শেষভাগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও ব্রিটনদ্বীপ আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং তথা হইতে মধ্যফ্রান্স দিয়া একটি আইলের ন্যায় পর্ব্বত. শ্রেণী বোহেমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, এই অংশের পূর্ব্বস্থিত সমুদ্রভাগকে একটি সুবৃহৎ হ্রদে পরিণত করিয়াছে।

এই সময়ে ইউরোপে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতে উত্তররুষিয়া, গ্রেটব্রিটেন এবং পাইরিনিস্, আল্‌পস্, কার্পেথিয়ান পার্ব্বত্য প্রদেশ, তিনটি দ্বীপের ন্যায় বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যে ভাসিতেছিল।)

(ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রায় ২০০০০০ বর্গ মাইল স্থান ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফিট ঘন আগ্নেয় গিরির গলিত পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখা যায়। বিন্ধ্য পর্ব্বত এই সময়ে আগ্নেয় গিরি ছিল।

(এই যুগের শেষভাগে প্রচুর পুষ্পিত বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে বড় বড় বৃক্ষ দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু পুষ্প হইত না। ওক, ডুমুর, আখরোট, সাসাফ্রাস, দারচিনি প্রভৃতি সেই সময়ের বৃক্ষ)

(এই যুগের. সরিসৃপ জাতিই প্রধান। ইকৃথিওসোরস প্রভৃতি এখনও দেখা যায়, তবে সংখ্যায় অনেক কম। ইগুয়ানোডন নামক এক জাতীয় সরিসৃপের এই সময় উন্নতি দেখা যায়। ইহারা নিরামিষভোজী। এক একটা প্রায় ৩০ ফিট দীর্ঘ। পশ্চাতের দুই পায়ে চলে। ইগুয়ানা

অর্থ গোসাপ। অতএব এই বৃহৎ জন্তুই এই সময়ের গোসাপ। মোসাসোরস্ নামক আর এক প্রকার সরিস্থপের অস্তিত্ব জানা যায়, তাহাদের দেহ ৭৫ ফিট দীর্ঘ। এটলাণ্টোসরসের দেহ ১০০ ফিট দীর্ঘ, ৩০ ফুট উচ্চ। অষ্ট্রীচের ন্যায় এক প্রকার পক্ষীর চিহ্ন এ সময় দেখা গিয়াছে।

এখন পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের উপর পৃথিবীর উষ্ণতা নির্ভর করে না। পৃথিবীর উষ্ণতা কম হওয়ায় সূর্য্য কিরণের আধিপত্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অত্যন্ত উষ্ণ এবং দূরবর্ত্তী প্রদেশ অর্থাৎ মেরু-প্রদেশ কম উষ্ণ; কিন্তু এখন নিরক্ষ প্রদেশস্থিত আফ্রিকা যেরূপ উষ্ণ, তদপেক্ষা উষ্ণ ছিল। তাই এ সময়ের উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডস্থ চাখড়ি স্তরে এখনকার ডুমুর আদি সূর্য্যকিরণ পরিপালিত ৪০ প্রকারেরও অধিক পর্ণীতরুর চিহ্ন পাওয়া যায়। উষ্ণতার বৈষম্য হেতু পৃথিবীর উপরিভাগে এই সময় কটিবন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু শীত এখনও একেবারেই ছিল না।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ২১১৬।৩।২ দিন গত হইল। সৃষ্টাব্দ ৩৮০৯২।৭।৬ বা খৃঃ পূ ১৬৪৩৩.৪।২৪ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী অশ্লেষা নক্ষত্রে ভ্রমণ শেষ কবিয়া সিংহ রাশিতে দশম নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

কর্কট রাশি—ঋগ্বেদে কর্কটের নাম "কুচর"। কু কুৎসিৎ-চর গমন করা অর্থাৎ যাহা কুৎসিৎ গতিতে গমন করে, তাহার নাম কুচর। এই যুগে কুৎসিৎ-গামী জীব জন্মিয়াছে। সরিসৃপ কুৎসিৎ-গামী। অতএব এই কর্কট অন্তর্যুগে সরিস্থপেরই প্রাধান্য ছিল। তাই এই রাশির নাম কর্কট রাখা হইয়াছে। এই যুগেই

প্রকৃত কুর্ম্ম অবতার হইয়াছে। কর্কটের ন্যায় উভচর জীব এই যুগে বর্ত্তমান ছিল।

কর্ক অর্থ শুভ্রবর্ণ, সৌন্দর্য্য—অট্‌ ভ্রমণ করা বা গমন করা। যে সৌন্দর্য্যে বা শুভ্রবর্ণে গমন করে অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ বা সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়। এই সময় সূর্য্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং এসময় সৌর কর উজ্জ্বল বা শুভ্রবর্ণ সুন্দর এবং কর্কটের ন্যায় দংশনকারী অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রখর হইয়াছিল। তজ্জন্যও এই যুগের নাম কর্কট।

আর্য্যগণ এই যুগের স্তরের নাম শিতলখণ্ড রাখিয়াছেন।

৫। সিংহরাশি বা সিংহ অন্তর্যুগ।

১০। মঘা গর্ভান্তর্যুগ—মঘ অর্থ ভূষণ অর্থে, মঘা অর্থ ভূষিতা। পৃথিবী তির্য্যকস্রোতা, অর্ব্বাকস্রোতা, দেবস্রোতা ও অনুগ্রহ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু দ্বারা ও পুষ্প ভূষিত বৃক্ষ দ্বারা ভুষিত হইয়াছে। (ভুমি ভাগ ও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মঘ অর্থ পুষ্প হয়। ঋগ্বেদে মঘার নাম অঘা (১১)। অঘ অর্থ পাপ। এই সময় সর্ব্বত্র জীব হিংসা দেখা গিয়াছে। মানুষ পর্য্যন্ত জীবহিংস্রক ছিল। অতএব এই যুগকে পাপের যুগও বলা যায়। তবে পাপপুণ্য বুঝিবার কেহ ছিল না। ভুবিদ্যানুসারে এই গর্ভান্তর্যুগও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—(১) ইওসিন (Euocene) যুগ, (২) ওলিওজেসিন (Oliogessin) যুগ।)

(১) মঘা গর্ভান্তর্যুগ, প্রথমার্দ্ধ—এই সময় ইউরোপের সেই বৃহৎ

(১১) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৩ ঋক।

সমুদ্রভাগ, যাহাতে চাখড়ি স্তর জমিয়াছিল, তাহার উপর কাদা, বালি, চুণেপাথর প্রভৃতি জমিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল ভাগ, নদী ও হ্রদ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্তরের নাম ইওসিন (Euocene) রাখিয়াছেন। ইউ-রোপের ও এসিয়ার দক্ষিণে, ভূমধ্যসাগর হইতে আল্‌পস্‌, কার্পেথিয়ান, ককেসস্‌ পর্ব্বত এবং এসিয়া দেশের মধ্য দিয়া জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র তলে, নিউমুলাইট চূণে পাথরের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি হইতে মেক্সিকো হ্রদ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূলে, ওরেগণ হইতে কালিফোর্ণিয়া তীরবর্ত্তী পর্ব্বত মালা পর্য্যন্ত ভূভাগে, এই চূণে পাথরের স্তর দেখা যায়।)

এই যুগের শেষে আল্‌পস্‌, কার্পেথিয়ান পর্ব্বত বর্ত্তমান উচ্চতা পাইয়াছে। তাহাতেই ইউরোপে ভয়ানক বন্যা হইয়া বহু দেশ নষ্ট করিয়াছিল। হিমালয় পর্ব্বতের ১৬৫০০০ ফিট উচ্চে নিউমুলাইট চূণে-পাথর স্তর দেখা যায়। সুতরাং হিমালয় পর্ব্বত এখনও হয় নাই, তৎপ্রদেশ সমতল ভাবেই আছে।)

সরিসৃপ ও স্তন্যপায়ী জন্তু এ সময় প্রধান। সরিসৃপ মধ্যে কচ্ছপ, কুম্ভীর, সামুদ্রিক সর্প প্রভৃতি প্রায় এখনকার ন্যায় দেখা যায়। পূর্ব্ব যুগাপেক্ষা এখন আরও কয়েক প্রকার পাখী দেখা যায়। মোয়া নামক এক প্রকার বৃহৎ পাখী এ সময় নবজিল্যাণ্ডে দেখা যায়— ইহারা দেখিতে অষ্ট্রিচের ন্যায়। বাজ জাতীয় কয়েক প্রকার পক্ষীও এ সময় দেখা যায়। সরিসৃপের ও পক্ষী জাতির মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার জন্তু এখন দেখা যায়। কাঠবিড়ালী, বাদুড়, সজারু, বানর (Lemur), মুষিক, ছুঁচা প্রভৃতি হ্রস্বগুণ্ড জাতীয় স্তন্যপায়ী জন্তু এ সময় দেখা দিয়াছে। লোমশ জাতীয় জীব এই সময়েই প্রথম

দেখা গিয়াছে। কতকগুলি দেখিতে হ্রস্বশুণ্ড জাতি ও ঘোড়ার মধ্যবর্ত্তী। সম্ভবতঃ ইহারা ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষ। ইহাদিগের প্রত্যেকের পায়ে তিন, চারি এমন কি পাঁচটি পর্য্যন্ত অঙ্গুলি ছিল। নেকড়েবাঘ, শৃগাল প্রভৃতির ন্যায় আকারের অনেক প্রকার জীব এ সময় ছিল। শূকরের ন্যায় এক প্রকার জন্তু এবং শৃঙ্গশূন্য হরিণ এ সময় অসংখ্য দেখা যায়।)

(এই যুগেই মানুষের আদিপুরুষ নরসিংহ অবতার হইয়াছে। যে সমস্ত বানরাকৃতি জীবের অস্থি এই সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্তই প্রকৃতপক্ষে এখনকার মত বানরের অস্থি নহে—পশু ও মানুষ এই উভয় জীবের মধ্যবর্ত্তী আকৃতিবিশিষ্ট জীবের অস্থি।

পুরাণ মতে সৃষ্টির অষ্টম সর্গের নাম অনুগ্রহ। এই সৃষ্টি সাত্ত্বিক ও তামস ভেদে দুই প্রকার। অনু সদৃশ—গ্রহ গ্রাস হইতে এই অনুগ্রহ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে—ইহার অর্থ, এই সৃষ্টি পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের সদৃশ, কিন্তু হস্ত দ্বারা গ্রাস গ্রহণ করিয়া খাইতে পারিত এবং অন্যান্য সুবিধাও অনেক ছিল। ইচ্ছামত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পারিত। ইহাদের সাত্ত্বিক সৃষ্টি নিরামিষভোজী বানর, এবং তামস সৃষ্টি মাংসাসী দৈত্য। এই দৈত্য বংশই প্রকৃত নরসিংহ অবতার, ইহারা হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ কচ্ছপ বধ করিয়া আহার করিতে ভালবাসিত।

নরসিংহরূপী দৈত্যগণ তমোমাত্রা হইতে জাত (কৃষ্ণবর্ণ) এই যুগের প্রথম মানুষ, ইহাদের কাহারও মুখ সিংহের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও গর্দ্দভের ন্যায়, কাহারও বা বরাহের ন্যায়, কাহারও বা কুকুরের ন্যায়, (১২)।

(১২) মৎস্য পুরাণ ৪।৫৩ ও ১৬৩। ১,২,৩ শ্লোক।

সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রধাণতঃ দুই শ্রেণীর জীব দেখিতে পাই, যথা—

(১) (ক) আবরণ শূন্য কীট।
(খ) কঠিন আবরণ যুক্ত শম্বুকাদি।
(২) (ক) আঁইস শূন্য মৎস্য।
(খ) আঁইস যুক্ত মৎস্য!
(৩) (ক) শল্ক শূন্য সরিসৃপ।
(খ) শল্ক যুক্ত সরিসৃপ।
(৪) (ক) পালক শূন্য পাখী, যথা বাদুড়।
(খ) পালক যুক্ত পাখী।
(৫) (ক) বিরল লোমা স্তন্যপায়ী যথা মহিষ, হস্তী, গণ্ডার শূকর।
(খ) লোমশ স্তন্যপায়ী যথা গো, লোমশ হস্তী ও গণ্ডার।

অনুগ্রহ সৃষ্টিও তেমনি দুই প্রকার যথা—
(ক) বিরল লোমা নরসিংহ।
(খ) লোমশ বানর।

সুতরাং বানর হইতে মানুষ হইয়াছে, এই মত ঠিক নহে। বানর ও নরসিংহ এক সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন যেমন গোজাতীয় দুই প্রকার জীব দেখা যায়—(১) বিরল লোমা মহিষ, (২) লোমশ গো। প্রাচীণ কালে তদ্রূপ দুই প্রকার হস্তী ছিল—(১) বিরল লোমা হস্তী, (২) লোমশ হস্তী ম্যামথ। ম্যামথ এখন নাই—বিরল লোমা হস্তী আমাদের বাহন। বিরল লোমা গণ্ডার এবং লোমশ গণ্ডার ও ছিল। এই বিরল লোমা জাতীয় জীবের উচ্চতর সংস্করণ বিরল লোমা

নরসিংহ বা মানুষের আদিপুরুষ, এবং লোমশ জাতীয় জীবের উচ্চতর সংস্করণ বনমানুষ।

গো এবং মহিষে যত খানি প্রভেদ, বানর ও নরসিংহেও তত খানি প্রভেদ। নরসিংহ জাতীয় উচ্চ সংস্করণ অসভ্য মানুষ,—বানরের উচ্চ সংস্করণ বন-মানুষ। (অসভ্য মানুষের উচ্চতম সংস্করণ সভ্য মানুষ, বনমানুষের উচ্চতম সংস্করণ লোমশ মানুষ। শাঘেলিয়ান দ্বীপের উত্তরাংশে এখনও এই লোমশ মানুষ দেখা যায়। ইহারা কিউরাইল নামে খ্যাত। এই জাতি অতিশয় লোমশ, অসভ্য ও অশিক্ষিত।)

যে যুগে ৩০।৪০ হাত দীর্ঘ গোসাপ ছিল, তখন এই অসুরগণ যে অতি বৃহৎকায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন ও প্রচলিত উপকথায় আমরা যে বিরাট আকারের দৈত্যের কথা শুনিতে পাই, তাহা এই সময়ের সৃষ্ট মানুষ নরসিংহ।

অভিব্যক্তি বাদ—বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রদেশে লামার্ক, ডারুইন, ওয়ালেস প্রভৃতিই প্রথম অভিব্যক্তিবাদ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। আর্য্যগণও অতি প্রাচীন কালে এই তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্মান্তর বাদ ও অবতার বাদ এই অভিব্যক্তিবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহাদের মতে, "যথাক্রমে কৃমি, মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর তৎপরে ধার্ম্মিক মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে (১৩)। কোন মনুষ্য পাপ কর্ম্ম করিয়া নরক ভোগানন্তর যথাক্রমে ঐ সকল

---

(১৩) বিষ্ণুপুরাণ ২।৬ অধ্যায়।

যোনি ভ্রমণ করতঃ শেষ ধার্ম্মিক মনুষ্য জন্ম পায়। প্রথমে কৃমি ও মৎস্যাদি (তির্য্যক স্রোতা—কৃমি, মৎস্য, কূর্ম্মাদি ও সরিস্থপ,—মৎস্য ও কূর্ম্ম অবতার), তৎপরে ক্রমে পক্ষী (ঊর্দ্ধস্রোতা), পশু (অর্ব্বাক স্রোতা বা বরাহ অবতার), নর (অনুগ্রহ বা নরসিংহ অবতার), অবশেষে ধার্ম্মিক মনুষ্য (কৌমার বা বামন অবতার) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অভিব্যক্তিবাদ সিদ্ধান্তেরই ফল। কারণ একই জীব যথাক্রমে এই সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া পরে ধার্ম্মিক মানুষ বা আর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবীর স্তর পরীক্ষা করিয়াও পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ব-বিদগণ এইরূপ ক্রমেই সৃষ্টির অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন।

কি যুক্তিবলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় নাই। কেবল সিদ্ধান্তটিই পাওয়া যায়। তবে ইহা দ্বারাই জানা যায় যে, তাঁহারা যে রূপেই হউক ঠিক সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।)

অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন, "ব্যবহার অভাবে অঙ্গ সকল প্রথমে অকর্ম্মণ্য, পরে অপরিস্ফুট হয়। এ অবস্থা অবশ্য এক পুরুষে হয় না—বহু পুরুষ অব্যবহার ঘটিলে তবে হইতে পারে। যেমন মানুষ যখন হস্ত দ্বারা মশা মাছি তাড়াইতে সক্ষম হইল, তখন অব্যবহার বশতঃ লাঙ্গুল অপরিস্ফুট হইয়া পড়িল। মানুষের লাঙ্গুলের অপরিস্ফুট অস্থি আজিও চর্ম্মে ঢাকা দেখা যায়।" এই মত স্বীকার করা যায় না। কারণ বানরের হস্ত মানুষের হস্ত অপেক্ষা মশা মাছি তাড়াইতে অক্ষম নহে, অথচ বানরের লাঙ্গুল অদ্যাপী আছে। আবার মানুষের পৃষ্ঠের দাঁড়ার উপর মশা মাছি পড়িলে, কি ক্ষুদ্র পিপিলিকা দংশন করিলে হাত দিয়া তাড়ান আয়াস সাধ্য, লাঙ্গুল তথায় অধিক কার্য্যকরী। আবার বিশ্রামের সময় হাত দিয়া মশা মাছি তাড়াইতে গিয়া মানুষ যে কত অসুবিধা বোধ করে

তাহা কে না জানে? লিখিতে বসিয়া যখন দুই হস্ত বদ্ধ থাকে, তখন লাঙ্গু-লের যে অভাব বোধ হয় তাহা লেখক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং লাঙ্গুল মানুষের ব্যবহারে না লাগার কোন কারণ নাই। তবে বাঁধিয়া মারিলে সয় বড়। নাই তার আর উপায় কি? ব্যবহার অভাবে যে অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হয়, তাহা অপরিস্ফুট হইতে পারে না, কার্য্যের অযোগ্য হইতে পারে মাত্র। তাহা দ্বারা দেহের কোন উপকার হয় না। কিন্তু একের অভাব দেখিলে বুঝিতে হইবে যে তাহা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ পুষ্ট করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে সুতরাং অন্য অভাব পুরণের জন্যই মানুষকে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ঘোড়া ও গরুর লাঙ্গুল থাকা সত্ত্বেও মশা মাছির কামড়ে কেমন তাহাদিগকে অস্থির হইতে হয়, তাহা কে না দেখিয়াছে? কিন্তু কত যুগ ধরিয়া ঘোড়া ঘোড়ার মতই থাকিল, গরু গরুর মতই থাকিল, তাহাদের হাত হইতে দেখা গেল না। চীনাগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীলোকের পা ছোট করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহার যেরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহা আপনা হইতেই হইবে, কাহারও চেষ্টায় বা এক পুরুষ দুই পুরুষের অব্যবহারে তাহার খণ্ডন হইতে পারে না।

পশুগণ কাণ নাড়িতে পারে। তাহাদের দীর্ঘ কর্ণ তাহারা সচ্ছন্দে নাড়িয়া কাণের নিকটস্থিত মশা মাছি তাড়াইয়া থাকে, মানুষের সে সুবিধা নাই। মানুষ দুইহস্ত দ্বারা কার্য্য করিতে করিতে, কার্য্য বন্ধ রাখিয়া হস্ত দ্বারা সেই মশা মাছি তাড়াইতে বাধ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও নাড়িতে হয়। এই সময় মশা মাছি তাড়াইবার জন্য যে কাণের একটা চেষ্টা না থাকে তাহাও বলা যায় না, তবে নিতান্তই কাণ নাড়িতে না পারিলে আর উপায় কি? কিন্তু এই চেষ্টা দ্বারা আজ ৭।৮ হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের কাণ বড় হইতে দেখা গেল না।

অতএব অভিব্যক্তিবাদের ঐ সমস্ত যুক্তি তত সঙ্গত নহে। তথাপি অভিব্যক্তিবাদ ঠিক। তবে সকল জীবেরই শরীরের গঠনে কোন না কোন সাদৃশ্য থাকিলেও সর্ব্বত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না কেন? পশুর কাণ বড়—যদি মানুষ পশুর পরিণামই হয়, তবে তাহার কাণ ছোট হয় কেন? প্রয়োজন বশতঃই যে এরূপ হয় নাই তাহার যুক্তি কি? হয় ত পশুর কাণ অপেক্ষা মানুষের কাণের কার্য্য বেশী। সেই কার্য্য সাধনের জন্য তাহার কাণ ছোট করিতে হইয়াছে। যেমন যে যে পশুর ঘ্রাণ শক্তি অধিক, তাহাদের নাশিকা দীর্ঘ হয়, মানুষের নাক তত দীর্ঘ নহে, তাই মানুষের ঘ্রাণ শক্তি তীক্ষ্ন নহে।

হাতীর শুড় আবশ্যক হয় কেন? হাতীর দেহ অত্যন্ত বৃহৎ, স্থুল, তাহার পাগুলি অত্যন্ত স্থুল, সহজে ভাঁজেনা। হাতীর পক্ষে উঠা বসা অতি আয়াস সাধ্য। তাহার স্কন্ধ অত্যন্ত খাট, ভাঁজ হয় না; শুড়ব্যতিত তাহার খাইবার উপায় নাই, সুতরাং তাহার শুড় আছে।

মানুষের মধ্যে পুরুষের দাড়ি আছে, স্ত্রীলোকের দাড়ি নাই—পুরুষের স্তন বড় হয় না, স্ত্রীলোকের স্তন বড় হয়। বাল্যকালে পুরুষের যেমন দাড়ি থাকে না, স্ত্রীলোকেরও তেমনি স্তন বড় হয় না। যৌবনাবস্থায় পুরুষের দাড়ি হয়, জননেন্দ্রিয় পুষ্ট হয়, কিন্তু স্তন বড় হয় না; আবার স্ত্রীলোকের স্তন বড় হয়, জননেন্দ্রিয় পুষ্ট হয় কিন্তু দাড়ি হয় না। প্রয়োজনীয়তাই কি ইহার কারণ নহে? সুতরাং শারীরিক গঠনের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতার মূল কারণ প্রয়োজনীয়তা। যে কার্য্যের জন্য যে জীবের সৃষ্টি; তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই কার্য্যোপযোগী হয়। অথচ সকলেরই দেহের সাধারণ কতকগুলি অংশ একই প্রকার। অতএব ক্রমোন্নতি, সৃষ্টি বৈচিত্রতা ও প্রয়োজনীয়তাই অভিব্যক্তিবাদের

মূল কারণ। সম্ভবতঃ আর্য্যগণ এই রূপ বিচার দ্বারাই অভিব্যক্তি-বাদের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে আরও ২১১৬৩।২ দিন কাটিয়া গেল। পৃথিবী সৃষ্টাব্দ ৪০২১১।১০৮ দিন বা খৃঃ পূঃ ১৪৩১৭।১।২২ দিন পর্য্যন্ত মঘার প্রথমার্দ্ধে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল।

মঘার প্রথমার্দ্ধের ১৯০৪।৭।১৬।৪৮ দণ্ড গতে সৃষ্টাব্দ ৩৯৯৯৭।২।২২।৪৮ দণ্ড বা খৃঃ পূঃ ১৪৫২৮।৯।৭।১২ অব্দে ত্রেতাযুগ শেষ হইয়া দ্বাপর-যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

(২) মঘা গর্ভান্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই যুগের মৃত্তিকা স্তর অন্যান্য যুগের স্তরের ন্যায় পুরু নহে। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের ইওসিন যুগের অগভীর জলাশয় গুলি এই যুগের মৃত্তিকা স্তরে ভরাট হইয়াছে। এ যুগেও স্থানে স্থানে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। এই সমস্ত অগ্ন্যুৎপাতের গলিত পদার্থ ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত পুরু দেখা যায়।

এই সময় তাল জাতীয় বৃক্ষ, সুক্ষ্ম পত্র বিশিষ্ট গাছড়া, ওক প্রভৃতি দেখা গিয়াছে। নিম্নভূমিতে ও বিবিধ প্রকার আগাছা ছিল।)

(শুক জাতীয় পক্ষী, সারস জাতীয় জলচর পাখী, চিল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পাখী এই যুগে ছিল। হ্রস্বশুণ্ড জাতীয় মুষিক, ছুঁচা, মাংসাসী নকুল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীব এ সময় অনেক দেখা গিয়াছে।

(এই যুগে উষ্ণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নরসিংহ মূর্ত্তির ও কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নত মূর্ত্তিই প্রথম মানুষ মূর্ত্তি। এই সমস্ত মানুষ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মুখ প্রায় পশুর ন্যায়, প্রকৃতিও সম্পূর্ণ পশুর ন্যায় ছিল। ইহাদিগের চুল কাল, মস্তকের পার্শ্বদেশ চাপা এবং সম্মুখদেশ বর্দ্ধিত, ললাট অপ্রশস্ত ও

ক্রম নিম্ন, কপোলদেশ স্ফীত, নাসিকা স্থূল ও চেপ্টা, চক্ষু কুটিল, ওষ্ঠ অতিশয় পুরু।

ইহারা স্বভাবের সহিত বিরোধ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। গৃহ নির্ম্মাণ করিত না। পর্ব্বত, সাগরতট প্রভৃতি অনাবৃত স্থানে অনাবৃত অবস্থায় বাস করিত। বৃক্ষে ফল হইত না সুতরাং কেবল মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করিয়া স্বভাবের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। তখন অতিশয় শীত বা অতি গ্রীষ্ম কিছুই ছিল না (১৪)। ইহারা মেরু প্রদেশে বাস করিত। এই যুগের নাম Oliogessin যুগ।)

এইরূপে আরও ২১১৬।৩।২ দিন অতিবাহিত হইল। পৃথিবী সৃষ্টাব্দ ৪২৩২৫।১।১০ বা খৃঃ পূঃ ১২২০০।১০।২০ দিন পর্য্যন্ত এই নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া একাদশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

পৃথিবীর স্তর সমূহের এই অংশকে বিতলখণ্ড বলে।

১১। পূর্ব্বফল্গুনী গর্ভান্তর্যুগ—ফল অর্থ ফল ধারণ করা। (এই সময়ে বৃক্ষে ফল হইয়াছিল। ফল অর্থ বিদীর্ণ করাও হয়। বরাহ ভূমি বিদীর্ণ করে বলিয়া বরাহ জাতীয় জীবের আধিক্যানুসারে ফল্গুনী নাম হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় এই যুগও দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে—(১) মাইওসিন (Myocene) যুগ, (২) প্লায়োসিন (Pliocene) যুগ।

(১) পূর্ব্বফল্গুনী গর্ভান্তর্যুগ, প্রথমার্দ্ধ—এই যুগের নাম ভূতত্ত্ববিদগণ মাইওসিন (Myocene) যুগ রাখিয়াছেন। এই সময় ব্রিটন দ্বীপ ব্যতীত বেলজিয়াম, ফ্রান্সের লর, ইন্দার, চারদেশের অববাহিকা,

(১৪) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত, আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে স্থইজারল্যাণ্ডের উপর দিয়া পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র দেখা যায়। এই বিস্তীর্ণ স্থানে সামুদ্রিক ঝিনুকাদি কঠিন খোলকজাতীয় জীবের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কতকগুলি এখনও গ্রীষ্ম মণ্ডলের সমুদ্র এবং কতকগুলি উত্তর সমুদ্রে দেখা যায়। স্পেনের উত্তরভাগে পার্ব্বত্য সীমার দক্ষিণে যে অধিত্যকা প্রদেশ দেখা যায়, তাহা এই সময় প্রণালী আকারে আটলাণ্টিক ও ভূমধ্য সাগরকে সংযোজিত রাখিয়াছিল। আল্‌প্‌স ও হিমালয় পর্ব্বত এই সময় বর্ত্তমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী—পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের প্রাচীনভাগ, ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং পশ্চিমে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের পূর্ব্ব সীমাস্থিত স্থলেমান পর্ব্বত পর্য্যন্ত—সমস্ত ভুভাগ বসিয়া গিয়া সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল।)

(এই যুগে মধ্য ইউরোপে যে সমস্ত বৃক্ষাবশেষ দেখা যায়, স্পিট্‌স্‌বার্জেন ও উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডে তাহার প্রচুর অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, এই সময় এই উভয় স্থানের উষ্ণতা একরূপ না হউক, সামান্য কমবেশী ছিল। অ্যাপল, আখরোট, পিচ, ওক, বাঁশ, তাল, ডুমুর, বট ইত্যাদি বৃক্ষ এই যুগে ছিল। এখনকার সর্ব্বপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষেরই ছাঁচ এই সময় দেখা যায়।)

(এই যুগেও অঙ্গুলী বিশিষ্ট ঘোটক, হ্রস্ব শুণ্ডযুক্ত পশু, গণ্ডারের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট শূকর, হস্তীর ন্যায় ডাইনোসারস্‌, হরিণ, উষ্ট্র, ভল্লক, সিংহ ইত্যাদি জীব ছিল।)

(মধ্য গর্ভান্তর্যুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য, মেরু প্রদেশে শীত পড়ায় দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে। এই যুগের প্রথমে

তাহাদের স্থানে আর এক প্রকার মনুষ্য দেখা দিয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ মানুষেরই অধস্তন পুরুষ। মেরু প্রদেশে শীত পড়ায় এখন সূর্য্যের তেজের প্রচণ্ডতা অনেক কমিয়া যাওয়ায়, ইহাদের বর্ণ একটু পরিষ্কার অর্থাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ হইয়াছে। আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহাদের চুল কাল, সোজা ও শক্ত। কপোলদেশের অস্থি উন্নত, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, মস্তক ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাৎভাগ চেপ্টা, মুখ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। ইহাদিগের শিক্ষাশক্তি অতি অল্প। ইহারা প্রতিহিংসা পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। এ সময় ইহারাই মেরু প্রদেশের মানবজাতি।

ক্রমে আরও ২১১৬।৩।২ দিন অতীত হইল। সৃষ্টাব্দ ৪৪৪৪১।৪।১২ দিন বা খৃঃ পূঃ ১০০৮৪।৭।১৮ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এই অংশে ভ্রমণ শেষ করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল। এই সময় ১১৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পর হইতে ব্রহ্ম চক্র গণনা আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টাব্দ ৪৩২০১ বা খৃঃ পূঃ ১১৩২৫ হইতে ব্রহ্মচক্রে বৎসর গণনায় সত্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

(২) পূর্ব্বফল্গুনী গর্ভাস্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই যুগের নাম পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ প্লায়োসিন (Pliocene) যুগ রাখিয়াছেন। এই যুগে বিষম বিপ্লব চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সময় ভূগর্ভ শীতল হইয়া এত সঙ্কুচিত হইয়াছিল যে, কঠিন ভূপৃষ্ঠ নিম্নে নির্ভর না পাইয়া বসিয়া গিয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল, কোথাও বা ফাটিয়া সেই গহ্বর নিঃসৃত আভ্যন্তরিক দ্রব পদার্থ পর্ব্বত মালায় পরিণত হইল।

এইরূপ পর্ব্বতমালা ইউরোপে অনেক দেখা যায়। এখন পর্ব্বত চূড়া তুষারাচ্ছন্ন। দেশ মহাদেশ এই সময় হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন দেশে এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতেছে। ইউরোপে গ্রীষ্মদেশের বৃক্ষের তত প্রাচুর্য্য নাই। মেরু প্রদেশে বরফ জমিতেছে। এই সময়ও স্তন্যপায়ী জীবই প্রধান।

(যতই শীত পড়িতেছে, ততই মানুষের বর্ণ পরিষ্কার হইতেছে। ক্রমে এইরূপে এই যুগের শেষে পীতবর্ণ এক জাতীয় মানব দেখা দিয়াছে। ইহাদের চুল কাল, সোজা ও দীর্ঘ, দাড়ি অতি অল্প পরিমাণেই জন্মে। ইহাদিগের নাসিকা স্থূল ক্ষুদ্র ও চেপ্টা। মস্তক আয়তাকার, পার্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ চৌরস এবং ললাটদেশ নিম্ন; চক্ষু ঈষৎ অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। ইহারা নীতিজ্ঞানে অতি হীন। কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ মানবের ন্যায় ইহারা স্বভাবের একান্ত বাধ্য না হইয়া অনেক বিষয়ে বিপক্ষতা করিত। মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন, "বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য ইহারা বৃক্ষের উপরে শাখা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত। বৃক্ষের বল্কল বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিত। বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষের ন্যায় ইহাদিগের আহার গৃহ ও বস্ত্র প্রদান করিত। (১৪)। লোমশ হ্রস্বশুণ্ড জাতীয় জীব মধ্যে মুষিক যেমন ক্ষুদ্র, এই সময় মানুষেরও এক ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল। ইহাদিগের চিহ্ন এখনও আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত উগণ্ডা প্রদেশে দেখা যায়। তাহাদের বর্ণ মলিন পীতাভ ধুসর। মাথার চুল কাল, ঘন, দাড়ি গোঁফ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আছে—চক্ষুদ্বয় কোঠরগত, কপাল উচু হইয়া মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, চিবুক অত্যন্ত ছোট, ওষ্ঠ লম্বা কিন্তু অধর বা ওষ্ঠ উল্টান নহে। তাহারা বুদ্ধিহীন ও ভীরু স্বভাব। বাসের জন্য গাছের ডাল পালা দিয়া অতি কদর্য্য রকমের কুটীর প্রস্তুত করে। পশু শিকার খুব ভাল বাসে, শিকারের

আনন্দেই দিন কাটিয়া যায়। (১৫)। মেরুপ্রদেশ হইতে অবতরণ করিয়া উগাণ্ডা প্রদেশে বাস করিতেছে। আফ্রিকার মধ্য প্রদেশে এই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রাচীন।

উষ্ণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণ মনুষ্যজাতি দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে। এখনও আমেরিকায় ইহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছে। কলম্বস, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গিয়া দেখিয়াছিলেন—"ইহারা সকলেই উলঙ্গ, ইহাদের কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাহারও দাড়ি নাই, সকলের দেহ সুচিক্কণ। মুখশ্রী সমান, দেখিতে মন্দ নয়, হাবভাব নম্র অথচ ভয়যুক্ত। শরীর ঢেঙ্গা নয়, গড়ন সুন্দর। ইহাদের কোমল বদন ও দেহের কোন কোন অংশ চিত্র বিচিত্র করে, তাহাতে আবার যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে, তখন বড়ই সুন্দর দেখায়। বস্তুতঃ ইহারা যেন প্রকৃতির সুকুমার শিশু, ভাল মন্দ কাহাকে বলে জানে না। সদাই প্রফুল্ল, আবার আপনিই কিছু সশঙ্কিত। ইহাদের লৌহাস্ত্র কিছুই ছিল না, কিপ্রকারে লৌহাস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও জানিত না। বেতের আগায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়া তীর করিত; কাঠ পোড়াইয়া মুখের দিক ধারাল করিয়া লইত, তাহাই ইহাদের তরবার। ইহারা দেখিতে তাম্র বা রক্তবর্ণ। ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে রেড ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিল। ইহাদের গায়ে সোণাও ছিল।" (১৬)। ইহারা প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহারও জানিত না।

রক্তবর্ণ মানব জাতি দক্ষিণে নামিয়া গেলে পীতবর্ণ জাতিই মেরু প্রদেশের অধিবাসী ছিল।

(১৫) প্রবাসী পত্রিকা ৯মখণ্ড, ৯৭৯ পৃষ্ঠা। (১৬ বিশ্বকোষ "আমেরিকা" শব্দ।

২১১৬।৩।২ দিন গত হইল। সৃষ্টাব্দ ৪৬৫৫৭।৭।১৪ দিন বা খৃঃ পূঃ ৭৯৬৮।৪।১৬ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া দ্বাদশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

(১২) উত্তর ফল্‌গুনী গর্ভান্তর্যুগ—এই যুগে পৃথিবীর সর্ব্বোপরি স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্তরও দুই ভাগে বিভক্ত—(১) প্লিষ্টোসিন Pleistocene যুগ, (২) আধুনিক Recent যুগ।

(১) উত্তর ফল্গুনী গর্ভান্তর্যুগ, প্রথমার্দ্ধ—এই যুগের স্তরে এমন অনেক স্তন্যপায়ী জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়, যাহাদিগের অস্তিত্ব আধুনিক স্তরে দেখা যায় নাই। এই সময় আরও শীত পড়িয়াছে। মেরু প্রদেশ হইতে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মধ্য পর্য্যন্ত বরফে আবৃত হইয়াছে। অনেক স্থলচর ও জলচর জীববংশ এই যুগে নির্ম্মূল হইয়াছে, এবং উত্তর হইতে বিবিধ জীব আসিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই যুগে শীতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পীতবর্ণ মানব জাতি দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে। ইহাদের স্থানে শ্বেতবর্ণ এক জাতীয় মানব দেখা দিয়াছে। প্রথম শ্বেতবর্ণ পুরুষের নাম ব্রহ্মা। ৪৭৯৬২ সৃষ্টাব্দ বা ৭০৬৪ খৃঃ পূঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম হইয়াছে। ইনিই পৌরাণিক মতের কৌমার সৃষ্টি নামক নবম সর্গের অন্তর্গত প্রথম সৃষ্টি। ইহাঁর সন্তান সন্ততিই আর্য্য নামে কথিত। ইহাঁর এক নাম স্বয়ম্ভু। ইহাঁর পুত্রের নাম স্বয়ম্ভুব। স্বয়ম্ভুবের পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু। স্বায়ম্ভুব মনু স্বয়ম্ভুর পৌত্র। ইহাঁরা প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেন না। এই জাতি অতি জ্ঞানবান। সূর্য্য সিদ্ধান্তে লিখিত আছে, "৪৭৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র,

দেব ও দৈত্য সকল সৃষ্ট হইয়াছে"। তৎপরে (সভ্য) মানব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। (১৭)।

১০৫৮।১।১৬ দিন গত হইল। পৃথিবী সৃষ্টাব্দ ৪৭৬১৫।৯ বা খৃঃ পূঃ ৬৯১০।৩ অব্দে সিংহ রাশিভুক্ত উত্তর ফল্গুনীর প্রথম পাদ ভ্রমণ শেষ করিয়া কন্যা রাশিভুক্ত দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইল।

সিংহ রাশি—হিন্স অর্থ হিংসা করা অর্থে সিংহ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই যুগে নরসিংহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি স্থলচর জীব, বিবিধ হিংস্রক জলচর এবং উভচর জীব জন্মিয়াছিল। সুতরাং জলে স্থলে সর্ব্বত্রই কেবল জীবহিংসা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। পরস্পর কেবল খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। এই জন্য ইহার নাম সিংহ অন্তর্যুগ। এই যুগে স্তন্যপায়ী হিংস্রক জীবেরই প্রাদুর্ভাব বেশী ছিল। সূর্য্য কিরণ এই যুগে সিংহ বিক্রমে পৃথিবীর উপর পতিত হইয়াছে।

৬। কন্যা রাশি বা কন্যা অন্তর্যুগ।

(১) উত্তর ফল্গুনী গর্ভান্তর্যুগ প্রথমার্দ্ধ—(এই সময় ব্রহ্মার পৌত্র স্বায়ম্ভূব মনুর সহিত কন্যা শতরূপার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। এই স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপাই প্রথম বিবাহিত দম্পতী। ইহাঁরাই বাইবেল ও কোরাণের লিখিত আদম এবং ইভা বা হাবা।

এত দিন কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। বিবাহ পদ্ধতি ছিল না। পশ্বাদির ন্যায় স্বেচ্ছা বিহার ছিল। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ছিল না। এই প্রথম কন্যা তরণীতে আরোহণ করিয়া সংসার সাগরে ভাসিয়া পুরুষের দাসী

(১৭) সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১।২৪ শ্লোক।

হইলেন। তাঁহার এক হস্তে ধান্যের শীষ এবং অপর হস্তে অগ্নি। ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া অগ্নিযোগে রন্ধন করতঃ সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য, এই সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ইহাঁদেরই সন্তান সন্ততি আর্য্য মানব নামে খ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু আর্য্য মানব বংশের আদি পিতা এবং শতরূপা আদি মাতা।

সৃষ্টাব্দ ৪৭৯৪৬ বা খৃঃ পূঃ ৬৫৮০ অব্দে হিমশিলাপাতে মেরু প্রদেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য্যগণ তৎপূর্ব্বেই সুমেরু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (চিত্র)

এই সময়ে হঠাৎ মেরু প্রদেশে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল। শীতের তাড়নে পশ্বাদি অনেক মরিয়া গিয়াছিল, কতক বা দক্ষিণে গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে নামিয়া গিয়াছিল। নদীর জল জমাট হইয়া তুষার রাশিতে পরিণত হইল। জলের পরিবর্ত্তে নদী দিয়া তুষার স্রোত বহিতে লাগিল। বেগে বহমান তুষার স্রোতের ঘর্ষণে পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা নষ্ট হইতে লাগিল। ইউরোপ একেবারে বৃক্ষ ও জীব শূন্য হইয়া গেল। এসিয়ার দিকে এই হিমশিলা স্রোত আইসে নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সময়ের স্তরে দুইবার হিম প্রলয়ের চিহ্ন পাইয়াছেন। প্রফেসার গিকি সাহেব বলিয়াছেন, এই সময় চারি-বার হিম প্রলয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই মত সকলে স্বীকার করেন না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের এইরূপ মত ভেদ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হিমপ্রলয় একবার ব্যতিত আর হয় নাই। উপর্য্যুপরি বরফ স্রোত আসাতেই দ্বিতীয় বরফ স্রোত দ্বারা প্রথম বরফ স্রোতকৃত স্তর অনেক স্থানে বিশৃঙ্খল হইয়াছে। মেরু প্রদেশের দক্ষিণস্থ বরফ স্তর প্রথমে বহিয়া গিয়াছে, তৎপরে মেরু প্রদেশের পশ্চিম

পার্শ্বস্থ স্তর, তৎপরে পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ স্তর বহিয়া গিয়াছে। এইরূপে বারবার বরফ স্রোত বহিয়া যাওয়ায় এই সময়ের স্তর পুনঃ পুনঃ আলোড়িত হইয়াছে। তাহাতেই একাধিক বার বরফ স্রোত বহিয়া যাইবার চিহ্ন পাওয়া যায়।

হিম পাতের কারণ।

এই সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্যের নিকট থাকিত এবং উত্তরার্দ্ধ দূরে থাকিত। বিষুব রেখার নিম্নে সূর্য্য থাকায় সরল ভাবে সূর্য্য তেজ দক্ষিণার্দ্ধে পতিত হইত এবং উত্তরার্দ্ধে বক্র ভাবে পতিত হইত, তজ্জন্যাই উত্তরার্দ্ধে শীত পড়িয়াছিল। এখন ও এইরূপই হয়।

সূর্য্য যখন উত্তর অধিশ্রয়ে ছিল, তখন উত্তরার্দ্ধে সরল ভাবে সূর্য্যতাপ পড়িত এবং সূর্য্যও নিকট ছিল, এজন্য উত্তরার্দ্ধে প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ লাগিত। শীত ছিল না, বরফ ও জমিতে পারিত না। ক্রমে সূর্য্য যতই দক্ষিণের অধিশ্রয়ের দিকে যাইতে লাগিল, ততই উত্তরার্দ্ধে ও মেরু প্রদেশে সূর্য্য রশ্মি বক্র ভাবে পড়িতে লাগিল, শীত ও ততই অধিক পড়িতে লাগিল। শীতকালে বরফ জমিয়া, গ্রীষ্মকালে আবার তাহা গলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্য যতই দূরে পড়িতে লাগিল, বরফ ততই কম গলিতে লাগিল। অবশেষে এমন হইল যে বরফ আর গলিতে পারিল না, বৃহৎ বৃহৎ চাপ বাঁধিয়া জমিয়া থাকিল।

এমন সময়ে ৪৭৭৬০ সৃষ্টাব্দ বা ৬৭৬৬ খৃঃ পূঃ অব্দে পৃথিবীর অভ্যন্তরে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহাতে মেরু প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ তরল গলিত পদার্থ, স্রোতের ন্যায় বেগে মেরু প্রদেশের পশ্চিম দিকে, অতিদূরে যাইতে লাগিল। মেরু

প্রদেশ তখন বরফাবৃত ছিল, সুতরাং নিম্ন হইতে গলিত পদার্থ সরিয়া গেলে, ঐ স্থান বরফের চাপে বসিয়া পড়িল। সেই হইতে উত্তর মেরু সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে।

এই বিপ্লবে পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ায় বরফের নীচের অংশ গলিয়া গিয়া বরফ খণ্ড সমূহ আল্‌গা হইয়াছিল এবং গলিত পদার্থের বেগ দক্ষিণ দিকে থাকা হেতু দক্ষিণাভিমুখে, পৃথিবীর ঐ প্রদেশের উপরিস্থ পদার্থ সমূহেরও, একটা প্রচণ্ড বেগ হইয়াছিল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগ দিয়া গলিত পদার্থের গতি থাকায় মেরুপ্রদেশ হইতে বরফ স্রোত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাকে পিষিয়া গিয়াছিল। এসিয়ার কোন বিঘ্ন হয় নাই।

এই ভীষণ বিপ্লব কালেই গ্রেট ব্রিটেন ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশ চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া ঐ স্থানস্থিত মহাদেশটি অতল সমুদ্রের তলে বসিয়া গিয়াছে, পশ্চিম ইউরোপও কিছু উন্নত হইয়াছে। সার চার্লস্‌ লায়েল এবং অধ্যাপক রামজে বলিয়াছেন যে, "এখন কার গ্রেট ব্রিটন ও তৎসন্নিহিত দেশ পুরাকালের কোন এক বৃহৎ মহাদেশের মধ্য দিয়া বহমান প্রকাণ্ড নদীর 'ব' দ্বীপের অবশেষ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত মহাদেশ ইউরোপ নহে, উহা এক্ষণে জলমগ্ন হইয়াছে।" লায়েলের মতে উহা আমেরিকা কিম্বা এসিয়া অপেক্ষা ও বৃহত্তর ছিল। তিনি আরও বলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অনেক মহাদেশ বারম্বার জলমগ্ন হইয়াছে। (১৮)। ইহাতেই বুঝা যায়, এই ভীষণ বিপ্লবে বরফখণ্ড কতবেগে উত্তর হইতে দক্ষিণে নীত হইয়াছে।

---

(১৮) পৃথিবী ১০৬ পষ্ঠা।

এই ভীষণ বরফ স্রোতের চিহ্ন এখনও পৃথিবীবক্ষে ইউ-রোপে বর্ত্তমান আছে। পার্ব্বত্য ভূমিতে শত শত, বরফ ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত, সমুন্নত পর্ব্বত এবং সঞ্চরমাণ বরফ খণ্ডের তলদেশস্থ ও প্রান্ত-ভাগস্থ উপল খণ্ডাদির স্তর এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বৃহৎ বৃহৎ বরফ খণ্ড বেগে যাইতে যাইতে যেমন গলিয়া ক্রমে ছোট হইয়াছে উপল স্তরগুলিও তেমনি ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়াছে। লাঙ্গল রেখার দুই পার্শ্ব যেমন উন্নত হয়, নিম্নভূমিতে যে স্থান দিয়া বরফ খণ্ড পৃথিবীবক্ষ ক্ষতবিক্ষত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বেও ততদূর পর্য্যন্ত তেমনি ২০।৩০ ফুট উচ্চ কঙ্কর ও বালি নির্ম্মিত জাঙ্গাল দেখা যায়।

হিমশিলা পাতের জ্যোতিষিক কারণ।

১। পুষ্যনক্ষত্রের ৯° অংশে এই সময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। পুষ্যা অর্থ বর্দ্ধিত ও ব্যাপ্ত হওয়া (৭৮ পৃষ্ঠা)।. ইংরাজী পুষ্ অর্থ ধাক্কা দেওয়া বা ভেদ করিয়া বহির্গত হওয়া। এই সময়ে মেরু ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ, বিপ্লব ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়াছে।

২। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ৩° অংশে এইসময় সারদীয় ক্রান্তিপাত বা জলবিষুব সংক্রমণ হইত। আ সীমা—সহ সহ্য করা অর্থে উত্তরাষাঢ়া অর্থ সহ্যের সীমার উত্তর বা শেষ সীমা অর্থাৎ যাহার বেশী আর সহ্য করা যায় না। (অসহ্য হিমশিলা পাতে ইউরোপের উদ্ভিদ ও জীব ধ্বংস হইয়াছিল কিন্তু এসিয়ার উদ্ভিদ্ ও জীব ধ্বংস হয় নাই। ৪০° হইতে ১২০° দ্রাঘিমা (Longitude) মধ্যে এই ভীষণ বিপ্লব হইয়াছিল, ইউরাল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে আইসে নাই, তজ্জন্যই এসিয়ার

ক্ষতি হয় নাই। আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিমস্থিত পার্ব্বত্য-প্রদেশরও কোন ক্ষতি হয় নাই।

৩। অশ্বিনী নক্ষত্রের ৬ অংশে এই সময় উত্তরায়ণ শেষ হইত। অশ্বি অর্থ তেজ। সৃষ্টির সময় এই অশ্বিনীনক্ষত্রে পৃথিবী অবস্থানকালে তরল ও উত্তপ্ত ছিল। এই সময়েও পৃথিবীর মেরু প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ গলিয়া তরল হইয়াছিল। এই নক্ষত্রে ভূমিকম্পের ফল ভাল নহে।

৪। স্বাতি নক্ষত্রের ২° অংশে এই সময় দক্ষিণায়ণ শেষ হইত। সু শুভ্—অৎ গমন করা অর্থে শেষ শুভ হয়। হিমশিলাপাতে দেশ নষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু এই নক্ষত্রের ফলে সৃষ্টি একেবারে ধ্বংস হয় নাই, শেষ রক্ষা হইয়াছিল। এসিয়ার জীব ও বৃক্ষ রক্ষা পাইয়াছিল, তাই এই বিপ্লবের পরিণাম সম্পূর্ণ অশুভ হইতে পারে নাই। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং আফ্রিকার মানুষ ও রক্ষা পাইয়াছিল।)

হিম-প্রলয়কাল।

কেহ কেহ বলেন যে হিম-প্রলয় দ্বারা যেরূপ ভৌগলিক ও ভূতত্ত্বসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সহস্র সহস্র বৎসর ব্যতিত হইতে পারে না। যাঁহারা লায়েল সাহেবের মত গ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, দুইলক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত হিম-প্রলয় ছিল। কেহ কেহ বলেন ২০।৩০ হাজার বৎসর লাগিয়াছে। ইহার কোন কথাই ঠিক নহে। কারণ ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্বসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঠিক বিচারের উপায় নাই। যেখানে পলকে প্রলয় ঘটিতে পারে, সেখানে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিতে দুইলক্ষ বৎসর লাগিবে, ইহা অতি অসম্ভব। তবে যাঁহারা কোটি কোটি বৎসর পৃথিবীর বয়স ধরিয়াছেন, তাঁহাদের

মতে দুইলক্ষ বৎসর পলকের তুল্যই বটে, সুতরাং অসম্ভব নহে; কিন্তু পলকে বৎসর যায় না। আমাদের পৌরাণিকগণও এইরূপ কোটি কোটি বৎসর পৃথিবীর বয়স ধরিয়া রাজা দশরথের বয়স ৬০০০০ বৎসর এবং রামচন্দ্রের রাজত্বকাল ১০০০০ বৎসর ধরিয়াছেন। বাইবেল সংগ্রহ কর্ত্তাও আদমের বয়স ৯৩০ বৎসর নোহের বয়স ৯৫০ বৎসর ইত্যাদি ধরিয়াছেন, সুতরাং তিনিও কম নহেন। কিন্তু আমাদের মতে পৃথিবীর ৫৬৪৩৭ বৎসর (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) মাত্র বয়স হইয়াছে। দুইলক্ষ বৎসরে সামান্য একটি পরিবর্ত্তন আমাদের নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম, এ সময়েও আমরা সামান্য বিপ্লবে মুহূর্ত্তে যে প্রলয় দেখি, অতি প্রাচীনকালে যখন ভূগর্ভ এতদপেক্ষা বহুগুণ উষ্ণ ছিল, তখন যে এখনকার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বিপ্লব পলকে ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

অধিক দিনের কথা নহে, ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট তারিখে যবদ্বীপে যে ভীষণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল, তাহাতে ক্রাকাটোয়া নামক ৩০০০ ফুট উচ্চ একটি দ্বীপ পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভীমবেগে অগ্নিগিরি হইতে ক্রমাগত ধাতু নিঃস্রব এবং ভস্মাদি অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুইদিন চতুর্দ্দিক ঘনান্ধকারে পরিণত করিয়াছিল। দুই-রাত্রি ব্যাপিয়া গ্রহনক্ষত্রাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ২০০০ মাইল দূরবর্ত্তীদেশে অগ্নিশৈলের ভীম গর্জ্জন শ্রুত হইয়াছিল। প্রবল ভূকম্পে সমুদ্র সলিল ১০০ ফুট উচ্চ হইয়া প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় যবদ্বীপ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, ৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ৮।১০ হাত উচ্চ ভস্ম স্তুপ সঞ্চিত হইয়াছিল। যেখানে বৃক্ষ লতা,

জীবজন্তু সমাকীর্ণ জনতাপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে নিদ্রিতছিল, সেখানে দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্রের ফেণিল তরঙ্গমালা অট্ট-হাস্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই খণ্ড প্রলয়ে ২০০০০ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। (১৯)।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর রাত্রিকালে মহাঝটিকার সহিত প্রচণ্ড ভূমিকম্প গঙ্গাসাগর হইতে সমস্ত "ব" দ্বীপ প্রায় ৯০ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান আলোড়িত হইয়াছিল। সেই ভূমিকম্পে এক কলিকাতাতেই প্রায় ২০০০০ জাহাজ ও নৌকা উড়িয়া গিয়া-ছিল। গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ হইয়া প্রায় ত্রিলক্ষ প্রাণীকে গ্রাস করিয়াছিল। জাপানে ২৮৫ খৃষ্টাব্দে নিফোনদ্বীপে এক অসাধারণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। তাহাতে একরাত্রি মধ্যে ৭২॥০ মাইল দীর্ঘ ও ১২॥০ মাইল বিস্তৃত এক হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছিল (১৯)।"

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপ সমস্তই ভূমিকম্পে বসিয়া গিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গোপসাগর গৌড়ের নিকট রামপুর বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত আসিয়াছিল (২০)। এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে, সে সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্বসংক্রান্ত কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। অনেকেই জানেন যে "আঁধি" নামক বাতাসে এত ধূলি ও বালুকা উড়াইয়া স্থানান্তরিত করে যে, স্কটলণ্ডের মরে (Moray) নামক অত্যুর্ব্বর স্থান, বড় অধিক দিন নয়, ১০০ ফুট নিম্নে প্রোথিত হইয়া এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। (২১)।

---

(১৯) বিশ্বকোষ "যবদ্বীপ" শব্দ। (২০) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ভাগ।
(২১) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত "অভিব্যক্তিবাদ" ৪৪ পৃষ্ঠা।

ডাক্তার ক্রলের মতে ৮০০০০ বা ১০০০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিম-প্রলয় ঘটিয়াছে। আমেরিকাবাসী ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ, হিম প্রলয়কালের পর্ব্বত গাত্রস্থিত চিহ্নাদির দ্বারা স্থির করিয়াছেন ৮০০০ খৃঃ পূঃ বা বর্ত্তমান কাল হইতে ১০০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিম-প্রলয় ঘটিয়াছে। তাঁহারা অনুমানে গণনা করিলেও আমাদের কক্ষা পরিবর্ত্তন গতিদ্বারা গণিত, বৎসরের সহিত প্রায় ঐক্য হইয়াছে। আমরা গণনায় ৬৭৬৬ খৃঃ পূঃ হিম-প্রলয়কাল পাইয়াছি। সুতরাং আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সহ (৮০০০-৬৭৬৬) ১২৩৪ বৎসরের মাত্র প্রভেদ হইতেছে। অতএব আমাদের গণনাই আন্দাজী গণনা অপেক্ষা ঠিক।

হিম-প্রলয়ের পূর্ব্বের মানুষ।

হিম-প্রলয়ে এসিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতিত অন্যত্রের মনুষ্য নষ্ট হইয়াছিল। তাহাদেরই অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রস্তরশৈলের মানবের শিল্পময় শস্ত্রের যেমন রূপ, ফ্রান্স দেশেও সেই রূপ, স্পেন, ইটালি দেশেও সেইরূপ—নীল নদীতটে, ইউফ্রেটিস্ নদীতটেও সেইরূপ, আর ভারতের দক্ষিণাপথেও সেইরূপ। যেরূপ অস্ত্র মান্দ্রাজে, অন্যান্য প্রকারের অস্ত্রের সহিত অবিকল সেইরূপ অস্ত্র মাদ্রিদে পাওয়া গিয়াছে। ইহাও হিম-প্রলয়ের পূর্ব্বের মানুষের চিহ্ন। ইহাতেই জানা যায়, এই সমস্ত প্রদেশের মানুষ এক স্থানে একবংশে জন্মিয়া, পরে বিবিধ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ঐ চারি প্রদেশেই মানুষের একরূপ চিহ্ন পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। পাথরের অস্ত্র সভ্য মানবগণ ব্যবহার

করিতেন। কলম্বস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে দেখিয়াছেন, আমেরিকার রক্তবর্ণ অসভ্যগণ তখনও হাড়ের অস্ত্র ব্যবহার করিত। সুতরাং পাথরের অস্ত্র সভ্য জাতির প্রথমাবস্থার আবিষ্কার।

ডেনমার্কের সমুদ্রতটের স্থানে স্থানে প্রাচীন মানবের আস্তাকুঁড় দেখা গিয়াছে। শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির খোলা রাশির মধ্যে জন্তুর হাড়, পাথরের এবং হাড় ও শৃঙ্গের অস্ত্র, ভাঙ্গা হাড়ী পাওয়া গিয়াছে (২২)। ইহা হিম-প্রলয়ের পূর্ব্বের মানুষের চিহ্ন। সমনদী তীরে এই সময়ের স্তরে মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত প্রস্তর অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন "এই স্তর নির্ম্মিত হইতে ৭০০০ বৎসর লাগিয়াছে" (২৩)। এই স্তর হিম-প্রলয়ের পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শীদিগের অবস্তাগ্রন্থে হিম-প্রলয়ের বর্ণনা আছে (২০)।

১০৫৮।১।১৬ দিন গত হইল। পৃথিবী সৃষ্টাব্দ ৪৮৬৭৩।১০।১৬ বা খৃঃ পূঃ ৫৮৫২।১।১৪ অব্দে উত্তর ফল্গুনীর প্রথমার্দ্ধ ভ্রমণ শেষ করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইল। এই সময় ৪৮৩৬১ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ৬১৬৫ অব্দে ক্রান্তিপাত চক্রানুসারে ব্রহ্মচক্রে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

পৃথিবীর এই সময়ের স্তরের নাম পৌরাণিকগণ অতলখণ্ড রাখিয়াছেন।

(২) উত্তর ফল্গুনী গর্ভাস্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—ফল অর্থ বিদীর্ণ করা। সভ্যজাতি এসময় হল দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ অর্থাৎ চাষ করিয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই এই যুগের নাম ফল্গুনী। ফল্গুনী যুগ দুটি—প্রথমটি পূর্ব্ব, দ্বিতীয়টি উত্তর পূর্ব্ব ফল্গুনীতে বরাহ এবং উত্তর ফল্গুনীতে আর্য্যগণ ভূমি বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

(২২) প্রবাসী ১৩১০।২৮১ পৃষ্ঠা। (২৩) পৃথিবী ১৪৫ পৃষ্ঠা।

এই যুগের প্রধান ঘটনা এসিয়ার মহাজলপ্লাবন। এই জলপ্লাবনে অনেক জীব ধ্বংস হইয়াছিল। এই যুগে ইউরোপ ও এসিয়াতে অনেকবার জলপ্লাবন হইয়াছে, তন্মধ্যে এসিয়ার জলপ্লাবনই ভীষণ। সৃষ্টাব্দ ৪৯০১৮ বা খৃঃপূঃ ৫৫০৮ অব্দে এই মহা জলপ্লাবন হইয়াছিল। এই বন্যার সাক্ষী দিবার জন্য মনুষ্য অবশিষ্ট ছিল, এই জন্য মনুষ্য এই বন্যার সাক্ষী। তাই পুরাণ সমূহে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। বাইবেলের মতে ২৩৪৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এই জলপ্লাবন হইয়াছে। এই গণনা ঠিক নহে।

জলপ্লাবনের কারণ।

বহুদূর বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণীর উত্থানই এই জলপ্লাবনের কারণ। ভীষণ বিপ্লব ব্যতিত পর্ব্বত শ্রেণী উচ্চ হয় না। পৃথিবীর অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময় ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত পদার্থ নিঃসৃত হইতে লাগিল। অন্যান্য আকরিক পদার্থসহ নির্গত জলীয় বাষ্প স্তম্ভাকারে উঠিয়া প্রথমে আকাশে মেঘরূপে জমিতে লাগিল, পরে সেই বৃষ্টিবারি এবং ভূগর্ভ নিঃসৃত জল ও কর্দ্দম দ্বারা এসিয়া প্লাবিত হইল।

এই জলপ্লাবনে পূর্ব্বদিকে হিমালয় ও আল্টাই (সুমেরু) পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে জলস্রোত আরম্ভ হইয়া পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান তুর্কিস্থান ও পারস্যদেশের উপর দিয়া আফ্রিকার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়াছে। মঙ্গোলিয়া ও তিব্বত মধ্যস্থিত "গোবি" সাগর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম সমুদ্রতলের গভীরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ককেসস্ পর্ব্বত-শ্রেণী অনেক উচ্চ হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণ

ভাগের মধ্যস্থিত সমুদ্র, সাহারা নামক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তিব্বত প্রদেশ ও হিমালয় পর্ব্বত আরও অনেক উচ্চ হইয়াছে। আরারট পর্ব্বতে এই সময় অগ্ন্যুৎপাত হইয়া বর্ত্তমান উচ্চতা লাভ করিয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আরও বসিয়া গিয়াছে। (কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ৪৮১ ফুট গভীর একটি কূপ কাটা হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে এই কূপ গর্ভ হইতে বালুকা, কর্দ্দম, পিট ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০ ফুট নিম্নে প্রথমে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি, তদনন্তর ৩৮০ ফুট নিম্নে সুমিষ্ট জলজীবি শম্বুক জাতির অস্থি-স্তর এবং তাহার নিম্নে নিবিড় বনমালার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই স্থান ৩৮০ বা ৪০০ ফুট জলপ্লাবনের সময় বসিয়া গিয়াছিল। হিমালয় পর্ব্বত উচ্চ হওয়াতেই এই স্থান বসিয়া গিয়াছিল। (চিত্র))

জ্যোতিষিক কারণ।

(১) পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে এই সময় জলবিষুব সংক্রমণ হইত। অ অভাব—সহ সহ্য করা অর্থে আষাঢ়া অর্থ অসহ্য। ইহার অধিপতি জল। এই জন্য এই নক্ষত্রে জলবিষুব সংক্রমণ-কালে অসহ্য জল হইয়াছে।

(২) রেবতী নক্ষত্রে এই সময় উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। রেবতীর অধিপতি আদিত্য। রেবতী মীনরাশিভুক্ত নক্ষত্র। মীন জলরাশি। এ সময় সূর্য্যের আকর্ষণে জলের জোয়ার চাপিয়া জলপ্লাবন হইয়াছে।

(৩) চিত্রা নক্ষত্রে দক্ষিনায়ণ শেষ ও উত্তরায়ণ

আরম্ভ হইত। চিত্রার অধিপতি বিশ্বকর্ম্মা। সুতরাং এই নক্ষত্রে নূতন দেশ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৪) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। পুনর্বসু অর্থ পুনর আবার—বস্ বাস করা। জলপ্লাবনে জীব ধ্বংস হইলে এই নক্ষত্রে ক্রান্তিপাতকালে পৃথিবীতে আবার মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল, তাই এই নক্ষত্রের নাম পুনর্ব্বসু। অদিতির পুত্র ইন্দ্র এই সময় সুমেরু প্রদেশের রাজা ছিলেন। অদিতি-পুত্র বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতে এবং সাবর্ণি মনু আরারট পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। (২০)। এই সমস্ত কারণে অদিতি পুনর্বসু নক্ষত্রের অধিপতি কল্পিত হইয়াছে।

(৫) উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে পৃথিবী কক্ষা পরিবর্ত্তনকালে জলপ্লাবন হইয়াছে। ফল অর্থ বিদীর্ণ করা। এই সময় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া জল উঠিয়াছিল এবং ধাতু ও কর্দ্দম নিঃস্রব হইয়াছিল।

উপরোক্ত কারণ সমূহের সমবায়ে এই জলপ্লাবন হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই আধুনিক কালের আরম্ভ হইয়াছে। এই স্তরের নাম তল বা ভূতল।

২১১৬।৩।২ দিন গত হইল। পৃথিবী কক্ষা পরিবর্ত্তন গতিদ্বারা খৃষ্টাব্দ ৫০৭৯০।১।১৮ বা খৃঃ পূঃ ৩৭৩৫।১০।১২ দিন পর্য্যন্ত উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া ত্রয়োদশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

১৩। হস্তা গর্ভান্তর্যুগ—হস অর্থ হাস্য করা। এই সময় বিদ্যার উন্নতি বিশেষরূপে হইয়াছে। সরস্বতী সদা হাস্যমুখী ছিলেন। এই যুগ আর্য্যগণের বিশেষ উন্নতির সময়। এই সময় আর্য্যগণ ব্যোমযান বা বিমান প্রস্তুত করিতে পারিতেন। সেই

বিমানে আরোহণ করতঃ তাঁহারা যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিতেন। রাজা ঋতুপর্ণ সৃষ্টাব্দ ৫১০৮৫ বা খৃঃ পূঃ ৩৪৪১ পর্য্যন্ত (২০) অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি বিমানে আরোহণ করতঃ বহুদিনের পথ অল্প সময়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যগণ বিমান ব্যবহার করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বিমানের (২৪) বহু উল্লেখ দেখা যায়।

এই গর্ভান্তর্যুগে ৬৩৪।১০।১৫।৩৬ দণ্ড পরে সৃষ্টাব্দ ৫১৪২৫।০।৩।৩৬ বা খৃঃ পূঃ ৩১০০।১১।২৬।২৪ দণ্ডের পর কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে এই কলিযুগের পরিমাণ ৫৭১৩।১০।২০।২৪ দণ্ড। সৃষ্টাব্দ ৫২২৩০ বা খৃঃ পূঃ ২২৯৬ পর্য্যন্ত ক্রান্তিপাত বা ব্রহ্ম চক্র মতে ত্রেতাযুগ শেষ হইয়া দ্বাপর যুগ আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টাব্দ ৫৪৫২৫ বা খৃঃ পূঃ ১ অব্দের পর অর্থাৎ ৫৪৫২৬ সৃষ্টাব্দে যীশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই হইতে খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইয়াছে।

এইরূপে ৪২৩২।৬।৪ দিন গত হইল। পৃথিবী, কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা হস্তা নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া সৃষ্টাব্দ ৫৫০২২।৭।২২ বা খৃঃ পূঃ ৪৯৭।৭।২২ দিন পরে, চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইল।

১৪। চিত্রাগর্ভান্তর্যুগ—চিৎ—জ্ঞান—ত্রৈ ত্রাণ করা। যে কালে জ্ঞান ত্রাণ পাইয়াছে। জ্ঞান যেন অন্ধকারে আবৃত ছিল, হঠাৎ সেই অন্ধকার সরিয়া গেল, জ্ঞান যেন ত্রাণ পাইল বা স্ফুরিত হইল। লোকে জ্ঞানবলে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুৎ কার্য্য করিতে লাগিল। চিত্র অর্থ—বিস্ময়াপন্ন করা। এ সময়ের শিল্পাদি বাস্তবিক বিস্ময়কর। চিত্রার অধিপতি বিশ্বকর্ম্মা। তাই এত কল কৌশল ও যন্ত্রাদির

(২৪) পরিশিষ্ট দেখুন।

আবিষ্কার হইয়াছে এবং হইতেছে। স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে যিনি এই নক্ষত্রের নাম চিত্রা রাখিয়াছেন এবং বিশ্বকর্ম্মাকে ইহার অধিপতি কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার কি অদ্ভুৎ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি শক্তি। কি অদ্ভুৎ তাঁহার বিচার শক্তি! এই বিচার শক্তি বলেই তাঁহারা বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। যে ভারতবাসী আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালে ব্যোমযান বা বিমান প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তাঁহাদের বংশধর হইয়াও আমরা সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি। নিজে অক্ষম বলিয়া প্রাচীন বিমান প্রস্তুতকারী আর্য্যগণকে আমরা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে ত্রুটি করি না। কারণ আমরা এখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত। এখন ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্রই সেই প্রাচীন জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মানবগণ বিবিধ প্রকারে শিল্পোন্নতি করিতেছে, আমরা কিছুই করিতে পারি না।

পারি না সে দোষ কার? সকলেই হয়ত বলিবেন, আমাদের দোষ। আমি বলিব আমাদের দোষ নহে—প্রকৃতির দোষ। প্রকৃতিই আমাদিগকে কার্য্য করিবার শক্তি দেয়—প্রকৃতিই আমাদিগকে কার্য্যে অক্ষম করে। যে আর্য্যদল মিশরে নীল নদের তীরে খৃঃ পূঃ ৫৫০৮ অব্দে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসী হইয়াছিলেন। নীল নদের উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগে প্রায় বৃষ্টি হয় না, নীল নদীর জলেই কৃষিকার্য্য চলে। সে জল সিঞ্চন করিয়া ক্ষেত্রে দিতে হয় না। নদীর জল উভয় তীরবর্ত্তী দেশকে প্লাবিত করিয়া উর্ব্বরা করে, তজ্জন্যই সেখানে কৃষকের অধিক পরিশ্রম করা আবশ্যক হয় না। মরুভূমির নিকট বলিয়া প্রখর সূর্য্যতাপে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত রাখে, এই জন্য মিশরে বিলাসীতার যত উন্নতি হইয়াছিল, বিদ্যার তত উন্নতি হইয়াছিল না। আবার

ঐ সময় যাঁহারা বৃষ্টি শূন্য হিমালয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৃষি কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। পর্ব্বত কাটিয়া, সমতল ভূমিতে খাল কাটিয়া, ক্ষেত্রে জল যোগাইতে হইত। এই কারণে তাঁহারা বিলাসী হইতে পারেন নাই। উচ্চ হিমালয় পার্ব্বত্য প্রদেশ বৃষ্টি শূন্য হইলেও উচ্চতা বশতঃ তথায় সূর্য্য কিরণের প্রাখর্য্য ছিল না, তজ্জন্যই তাঁহাদের মস্তিষ্ক শীতল সুতরাং কার্য্যক্ষম থাকিত। তাই সে সময়ে তাঁহারা বিদ্যার উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন—তাই সে সময় তাঁহাদের মধ্যে কত লাপ্লাস; কত কোপার্ণিকস, কত নিউটন প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্যাগ করিয়া নিম্নে প্রখর সূর্য্যোত্তাপ দগ্ধ সমতল ক্ষেত্রে আসিলেন, তখন তাঁহাদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইল, আর সেরূপ কার্য্যক্ষম থাকিল না। অনায়াস লব্ধ বৃষ্টির জলে কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত হইতে লাগিল, সুতরাং কঠোর পরিশ্রমের আর প্রয়োজন রহিল না। তখন তাঁহারা বিলাসী হইলেন। বিদ্যার চর্চ্চায় বিরত হইলেন। প্রাচীন আর্য্যগণের বহু শ্রম ও চিন্তালব্ধ বিদ্যার ফল তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভুলিতে লাগিলেন; সুতরাং প্রাচীন কালের জ্ঞানভাণ্ডার বেদ তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইল।

দেশের জল বায়ুই মানবের উন্নতি ও অবনতির প্রধান কারণ। এই জন্যই পুরাণাদিতে জানিতে পারি, সুমেরু প্রদেশবাসী শীতল-মস্তিষ্ক আর্য্যগণ বিমানে অর্থাৎ ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া শূন্যে বিচরণ করতঃ আর্য্যাবর্ত্ত বাসী প্রখর সূর্য্য-কিরণ-দগ্ধ উষ্ণ মস্তিষ্ক আর্য্যগণের নিকট দেবতার সম্মান আদায় করিতেন—এই জন্যই এক্ষণে ৩০ ডিগ্রির নিম্নে স্বাধীন সার্ব্বভৌম নৃপতি দেখা যায় না, ভবিষ্যতে ও দেখা যাইবে না। এই জন্যই ২৪ ডিগ্রি ও তন্নিম্নবাসী বঙ্গবাসীগণ, কস্মিন্

কালেও ২৫ ডিগ্রির ঊর্দ্ধবাসী বীরগণের সহিত যুদ্ধে পারেন নাই। রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল চিরদিন ৩০ ডিগ্রির ঊর্দ্ধে থাকিবে। সত্যবটে ৩০ ডিগ্রির নিম্নস্থিত আর্য্যাবর্ত্তবাসী সার্ব্বভৌম রাজা প্রাচীনকালে ছিলেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দী ছিল না বলিয়াই, তাঁহারা সার্ব্বভৌম ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ৩০ ডিগ্রির ঊর্দ্ধস্থিত দেশবাসী কঠোর অথচ শীতল পার্ব্বত্যভূমি হইতে উত্থিত বলবান্, কর্ম্মক্ষম, পুষ্টদেহ শক, হুন, গ্রীক ও মুসলমানগণের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। আবার সেই কারণেই মুসলমানগণ ৫০ ডিগ্রির ঊর্দ্ধবাসী ইংরেজগণের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহা সমস্তই প্রকৃতির লীলা, মানব উপলক্ষ মাত্র। এই কারণেই ৩০ ডিগ্রির ঊর্দ্ধবাসী জাপান আজ বীর। ৩০ ডিগ্রির নিম্নবাসী আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দু মুসলমানগণকে এই কারণেই চিরদিন ৫০ ডিগ্রির ঊর্দ্ধবাসী ইংরাজগণের অধীনে বাস করিতে হইবে, ইহা বিধাতার বিধান। জলবায়ুর পরিবর্ত্তন বা নৈসর্গিক ব্যাপার ব্যতীত এই বিধানের খণ্ডন নাই। যাঁহারা ৩০ ডিগ্রির নিম্নে চিরদিন বাস করিবেন, তাঁহাদেরই ইহা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সন্তুষ্ট থাকাই উচিত।)

চিত্রানক্ষত্রের প্রথমার্দ্ধ কন্যারাশিভুক্ত, দ্বিতীয়ার্দ্ধ তুলারাশিভুক্ত। এক্ষণে কন্যারাশিভুক্ত প্রথমার্দ্ধ চলিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বা ১৩১৮ সালে ৫৬৪৩৭ সৃষ্টাব্দ চলিতেছে।

এই সময় ৫৪৮১০ সৃষ্টাব্দ বা ২৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্রান্তিপাত চক্রানুসারে দ্বাপর যুগ শেষ হইয়া কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, এবং ৫৬১০০ সৃষ্টাব্দ বা ১৫৭৫ সৃষ্টাব্দে প্রথম কলিযুগ শেষ হইয়া দ্বিতীয় কলি-যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

আরও ৭০২।১০।২৪ দিন পরে অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রে ২১১৬।৩।২ দিন ভ্রমণ করা পর, ৫৭১৩৮।১০।২৪ সৃষ্টাব্দ বা ২৬১৩।১০।২৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর কন্যারাশি ভ্রমণ শেষ হইবে। তখন কক্ষাপরিবর্ত্তন গতি অনুসারে গণিত কলিযুগ শেষ হইয়া, প্রথম মহাযুগ শেষ হইবে। পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ গতি এই স্থানে সূর্য্যের নিকট পরাস্ত হইবে। তখন সূর্য্য পৃথিবীকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে থাকিবে। তাহাতে পৃথিবীর কেন্দ্রানুগ গতি আরম্ভ হইবে।

কন্যারাশি—এই যুগের প্রথমে যথেচ্ছাচারিণী কন্যা, বিবাহ করিয়া সংসার সমুদ্রে তরণী ভাসাইয়াছে। এই যুগেই বৈবস্বত মনু স্ত্রী পুত্র সহ নৌকারোহণে ভাসিয়া হিমালয় পর্ব্বত শৃঙ্গে অবতরণ করিয়াছেন।

এই যুগেই সাবর্ণিমনু (নু বা নোহ) নৌকারোহণে স্ত্রী পুত্রসহ ভাসিয়া গিয়া আরারট পর্ব্বতে অবতরণ করিয়াছেন। এই যুগেই মানব যথেচ্ছা বিহার করতঃ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। "কন্ অর্থ প্রীত হওয়া অর্থে কন্যা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যাগণ যাহাকে ইচ্ছা কামনা করিতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে কন্যা বলে।

এই কালটি বড়ই যথেচ্ছাচারের কাল। রাজত্ব লইয়া, প্রজাপালন লইয়া, যথেচ্ছাচারিতা হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রাজক্ষমতা লইয়া যথেচ্ছাচারিতা হইতেছে এবং হইবে। রাজক্ষমতা ঘনঘন হস্তান্তরিত হইতেছে এবং হইবে। এই স্থানেই কেন্দ্রাতিগ গতি ও কলিযুগ শেষ হইবে।

কন্ অর্থ প্রীত হওয়া এবং দীপ্ত হওয়া অর্থে সূর্য্যের দীপ্তি বা কিরণ এক্ষণে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী নাই বরং প্রীতিকর হইয়াছে। সূর্য্য এই সময় দক্ষিণ অধিশ্রয়ে অবস্থিত, সুতরাং পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ হইতে দূরে পড়িয়াছে, তজ্জন্য সূর্য্য-তেজ বক্রভাবে পতিত হয়। এই জন্য এক্ষণে সূর্য্য-তেজ প্রখর নহে বরং প্রীতিকর।

প্রথম মহাযুগ শেষ।

২। দ্বিতীয় মহাযুগ।

সৃষ্টাব্দ ৫৭১৩৮।১০।২৪ বা ২৬১৩।১০।২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুগ শেষ হইলে, পৃথিবী কক্ষাপরিবর্ত্তন গতি দ্বারা তুলা রাশিতে চিত্রা নক্ষত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপস্থিত হইবে। পৃথিবীর কেন্দ্রানুগ গতি আরম্ভ হইবে। সৃষ্টাব্দ ৫৭১৩৯ বা ২৬১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় কলিযুগ আরম্ভ হইবে।

(৭) তুলা রাশি বা তুলা অন্তর্যুগ।

১৪। চিত্রাগর্ভান্তর্যুগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ—এই কালে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক যন্ত্রাদির আবিষ্কার হইবে।

২১১৬।৩।২ পরে ৫৯২৫৫।১।২৬ সৃষ্টাব্দে বা ৪৭৩০।১।২৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী চিত্রা নক্ষত্রে ভ্রমণ শেষ করিয়া পঞ্চদশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

১৫। স্বাতি গর্ভান্তর্যুগ—স্ব শুভ—অৎ গমন করা অর্থাৎ এই নক্ষত্র কাল পৃথিবীর পক্ষে শুভদায়ক হইবে। নানা বিষয়ে উন্নতি হইবে। কিন্তু বৃষ্টি, বাত্যা, ভূমিকম্পাদি উৎপাত অধিক হইবে। সেই জন্য পবন এই নক্ষত্রের অধিপতি কল্পিত হইয়াছে। এই নক্ষত্রে ভ্রমণকালে ৬২৮৫২।৯।১৪।২৪ সৃষ্টাব্দ বা ৮৩২৭।৯।১৪।২৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কলিযুগ শেষ হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ আরম্ভ হইবে। ৪২৩২।৬।৪ পরে ৬৩৪৮৭।৮ সৃষ্টাব্দে বা ৮৯৬২।৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্রে ভ্রমণ শেষ করিয়া ষোড়শ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

১৬। বিশাখা গর্ভান্তর্যুগ—বি বিশেষরূপে—শাখ ব্যাপ্ত হওয়া। এই কালটি বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হইবে অর্থাৎ কোন অদ্ভুৎ কার্য্য এই সময় হইবে। এই সময় মহাজলপ্লাবন এবং তৎপরে হিমশিলাপাত হইবে। মানবগণকে ক্রমে মেরু প্রদেশে যাইয়া বাস করিতে হইবে। ৩১৭৪।৪।১৮ বৎসর পরে ৬৬৬৬২।০।১৮ সৃষ্টাব্দ বা ১২১৩৭।০।১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নক্ষত্রের তুলারাশিভুক্ত ত্রিপাদ-ভ্রমণ শেষ করিবে। তৎপরে পৃথিবী অষ্টম রাশিভুক্ত বিশাখার শেষ পাদে উপস্থিত হইবে।

তুলারাশি—তুল অর্থ সদৃশ হওয়া। এই রাশিকালের ফল কন্যারাশির কালের তুল্য হইবে। কন্যা রাশির প্রথমে যেমন সভ্য মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, এই রাশির শেষে তেমনি সভ্য মনুষ্যবংশ ধ্বংস হইবে।

সূর্য্যতেজ কন্যারাশির কালের ন্যায় প্রীতিকর থাকিবে বটে, কিন্তু শেষভাগে তেজ বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ কন্যারাশির সময় সূর্য্য দক্ষিণ অধিশ্রয়ের দিকে যাইতেছে তাই ক্রমশঃ তেজ কম হইতেছে, কিন্তু তুলারাশির কালে সূর্য্য উত্তর অধিশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হইবে, সুতরাং তেজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু অপ্রীতিকর হইবে না।

৮। বৃশ্চিক রাশি বা বৃশ্চিক অন্তর্যুগ।

১৬। বিশাখা গর্ভান্তর্যুগ—১০৫৮।১।১৬ পরে পৃথিবী ৬৭৭২০।২।৪ সৃষ্টাব্দে বা ১৩১৯৫।২।৪ খৃষ্টাব্দে, এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া সপ্তদশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

১৭। অনুরাধা গর্ভান্তর্যুগ—অনু নিকৃষ্ট, হীন—রাধা অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া। বিশাখার ন্যায় এই নক্ষত্রের কালে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে না। নিকৃষ্টভাবে হইবে অর্থাৎ অবনতি হইবে। ৪২৩২।৬।৪ দিন পরে ৭১৯৫২।৮।৮ সৃষ্টাব্দে বা ১৭৪২৭।৮।৮ খৃষ্টাব্দে, পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া অষ্টাদশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

১৮। জ্যেষ্ঠা গর্ভান্তর্যুগ—জ্যেষ্ঠা অর্থ অলক্ষ্মী। এই সময়ে মঘার সময়ের ন্যায় হিংসাদি অনুষ্ঠিত হইবে। লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইবে। মনুষ্য বংস ধ্বংস হইবে। বৃক্ষ ফলশূন্য হইবে। এই যুগে ৭৪২৮০।৬।২৫।১২ সৃষ্টাব্দে বা ১৯৭৫৫।৬।২৫।১২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় দ্বাপর শেষ হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় ত্রেতা ৪২৩২।৬।৪ দিন পরে আরম্ভ হইবে। ৭৬১৮৫।২।১২ সৃষ্টাব্দ বা ২১৬৬০।২।১২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্রে ভ্রমণ শেষ করিয়া নবম রাশিতে উনবিংশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

বৃশ্চিক রাশি—ব্রশ্চ বা বৃশ্চ (২৫) ছেদন করা অর্থে বৃশ্চিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সিংহ রাশির কালের ন্যায় এই কালটিও শুভদায়ক হইবে না। মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইবে। স্তন্যপায়ী জন্তুর প্রাধান্য হইবে।

সূর্য্যতেজ প্রীতিকর থাকিবে না। বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিবে।

৯। ধনুরাশি বা ধনু অন্তর্যুগ।

১৯। মূলা গর্ভান্তর্যুগ—মূল অর্থ স্থিতি করা। জ্যেষ্ঠায় যাহা আরম্ভ হইবে, মূলায় তাহার স্থিতি হইবে অর্থাৎ শিকড় বসাইবে। জ্যেষ্ঠায় যে অবনতির সূত্রপাত হইবে, মূলায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। অশ্লেষা গর্ভান্তর্যুগে যাহা হইয়াছে, এ যুগেও তাহা হইবে, কিন্তু বিপরীত ভাবে হইবে, অর্থাৎ তখন অবনতি হইতে উন্নতি হইয়াছে, এ সময় উন্নতি হইতে অবনতি হইবে। যাহা একবার হইয়া গিয়াছে, আবার তাহারই পুনরভিনয় হইবে। ৪২৩২।৬।৪ পরে ৮০৪১৭।৮।১৬ স্মৃষ্টাব্দ বা ২৫৮৯২।৮।১৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া তৎপরে বিংশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া গর্ভান্তর্যুগ—অ অভাব—সহ সহ্যকরা অর্থাৎ অসহ্য। ইহার অধিপতি জল। এই যুগে ঘন ঘন জলপ্লাবন হইয়া স্থলচর-জীব ধ্বংস হইবে। ৪২৩২।৬।৪ দিন পরে ৮৪৬৫০। ২।২০ স্মৃষ্টাব্দ বা ৩০১২৫।২।২০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া একবিংশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২১। উত্তরাষাঢ়া গর্ভান্তর্যুগ—১০৫৮।১।১৬ দিন পরে

(২৫) ঋগ্বেদ ৬।৬।১, ৬।৮।৫ ঋক।

৮৫৭০৮।৪।৬ সৃষ্টাব্দ বা ৩১১৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী ধনুরাশিভুক্ত এই নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভ্রমণ শেষ করতঃ ১০ম রাশিভুক্ত উত্তরাষাঢ়ার দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইবে। এই নক্ষত্রেও পূর্ব্ববৎ **জলপ্লাবনাদি** উৎপাত চলিবে।

ধনুরাশি—ধন্ অর্থ নিক্ষেপ করা। এই রাশির যুগে পৃথিবী জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ **জলমগ্ন** হইবে। স্থলচর জীব ও বৃক্ষাদি **ধ্বংস** হইবে। (২৬)। এই অন্তর্যুগের প্রথমে পৃথিবী জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে **নরসিংহ** মূর্ত্তি থাকিবে, এই জন্য এই রাশির চিত্রে **অর্দ্ধমনুষ্য** ও **অর্দ্ধ পশুর** আকার কল্পিত হইয়াছে।

এই সময় সূর্য্য কিরণের আরও তেজ হইবে। **তীরের ফলার ন্যায়** সূর্য্য-তেজ শরীরে বিঁধিবে।

১০। মকর রাশি বা মকর অন্তর্যুগ।

২১। উত্তরাষাঢ়া গর্ভান্তর্যুগ—এই নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ এই রাশিভুক্ত। ইহার অধিপতি **রুদ্র বা সংহারকর্ত্তা**, অতএব সংহার কার্য্য দ্রুতবেগে চলিবে। ৩১৭৪।৪।১৮ পরে ৮৮৮৮২।৮।২৪ সৃষ্টাব্দ বা ৩৪৩৫৭।৮।২৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া পরে **দ্বাবিংশ** নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২২। শ্রবণা গর্ভান্তর্যুগ—ইহার অপর নাম শ্রোণা। শ্রবস্ অর্থ স্মরণ। এই সময়ে **জল শুষ্ক** হইতে থাকিবে। ইহার অধিপতি **বিষ্ণু**, এই জন্য একেবারে জলশূন্য হইবে না। এই যুগে

(২৬) মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮৮ অঃ ৬৫-৭১ শ্লোক ও Bible Isaiah chap 30. 26. প্রবাসী ১৩১৩। ৫৪ পৃষ্ঠা।

৯১৫২২।২।১৬।২৪ স্বষ্টাব্দ বা ৩৬৮৯৭।২।১৬।২৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় **ত্রেতা-যুগ** শেষ হইবে। তৎপরে **দ্বিতীয় কৃত বা সত্যযুগ** আরম্ভ হইবে। ৪২৩২।৬।৪ পরে ৯৩১১৫।২।২৮ স্বষ্টাব্দ বা ৩৮৫৯০।২।২৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া **ত্রয়োবিংশ** নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২৩। ধনিষ্ঠা গর্ভান্তর্যুগ—ধন্ অর্থ নিক্ষিপ্ত হওয়া। ধনিষ্ঠার আর এক নাম শ্রবিষ্ঠা। শ্রবস্ অর্থ ক্ষরণ বা চ্যুতি। এই সময় পৃথিবীর উত্তাপ ও সূর্য্য তেজে পৃথিবী হইতে জল নিক্ষিপ্ত বা পৃথিবী জলচ্যুত বা জলশূন্য হইবে বা সমস্তজল শুষ্ক হইবে। আকাশ বাষ্প-রাশি দ্বারা আবৃত হইবে। মৃগশিরা গর্ভান্তর্যুগের ন্যায় পৃথিবী জলশূন্য হইবে। ২১১৬।৩।২ গত হইলে ৯৫২৩১।৬ স্বষ্টাব্দ বা ৪০৭০৬।৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী মকর রাশিভুক্ত ধনিষ্ঠার প্রথমার্দ্ধ ভ্রমণ শেষ করিয়া কুম্ভ রাশিভুক্ত ধনিষ্ঠার **দ্বিতীয়ার্দ্ধে** উপস্থিত হইবে।

মকর রাশি—ঋগ্বেদে মকরের নাম **মৃগ** রাশি (২৭)। মৃ মৃত গ গতি বিশিষ্ট অর্থাৎ মৃত ও গতি বিশিষ্ট। পৃথিবী এই সময় **জল-শূন্য** সুতরাং মৃত অথচ গতিশীল থাকিবে। পূর্ব্ববৎ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। সূর্য্যতেজ **বাষ্পাবরণে** আবরিত হইবে সুতরাং তত প্রচণ্ড থাকিবে না।

১১। কুম্ভরাশি বা কুম্ভ অন্তর্যুগ।

২৩। ধনিষ্ঠা গর্ভান্তর্যুগ—আরও ২১১৬।৩।২ মাস অর্থাৎ ৯৭৩৪৭।৯।২ স্বষ্টাব্দ বা ৪২৮২২।৯।২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী ধনিষ্ঠার

(২৭) ঋগ্বেদ ১।১৫৪।২ ঋক। বরাহমিহির (বিশ্বকোষ "রাশি" শব্দ)।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভ্রমণ শেষ করিয়া তৎপরে চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২৪। শতভিষা গর্ভান্তর্যুগ—শতপ্রকারে ভীতিপ্রদ অর্থে শতভিষা নাম হইয়াছে। এই কালে বহু ভীষণ কাণ্ড হইবে। অগ্ন্যুৎপাৎ আদি হইয়া পৃথিবীর পর্ব্বতাদি নষ্ট হইবে। ইহা বড় সহজ বিপ্লবের কথা নহে। ৪২৩২।৬।৪ গত হইলে ১০১৫৮০।৩।৬ স্থষ্টাব্দ বা ৪৭০৫৫।৩।৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নক্ষত্রে ভ্রমণ করিয়া পঞ্চবিংশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ গর্ভান্তর্যুগ—ভা দীপ্তি—পদ অর্থ গমন করা। এই সময় পৃথিবী অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া দীপ্তিতে গমন করিবে অর্থাৎ দীপ্ত হইতে থাকিবে। ইহার দেবতা অজৈক পাদ নামক রুদ্র। ইনি একাদশ রুদ্রের অন্তর্গত। রুদ্র সংহার কর্ত্তা। অজ অর্থ দীপ্তি বা অগ্নি অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তাপ এই সময় এক পাদ বৃদ্ধি হইবে। যে উত্তাপে পৃথিবী তরল হইবে, সেই পূর্ণ উত্তাপের এক পাদ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ৩১৭৪।৪।১৮ গত হইলে ১০৪৭৫৪।৭।২৪ স্থষ্টাব্দ ৫০২২৯।৭।২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নক্ষত্রের তিনপাদ ভ্রমণ করিয়া, কুম্ভ রাশি ভ্রমণ শেষ করতঃ মীন রাশিভুক্ত পূর্ব্বভাদ্র পদের চতুর্থ পাদে উপস্থিত হইবে।

কুম্ভরাশি—ক জল—উন্‌ভ পুরণ করা। এই কালে পৃথিবী জলশূন্য থাকিবে। কুম্ভ হইতে জল ঢালিবার ন্যায় মেঘ হইতে অনবরতঃ বৃষ্টি হইবে, কিন্তু জল পড়িবা মাত্র শুষ্ক হইয়া যাইবে। আবার কু অর্থ পৃথিবী—ভ বা ভা অর্থ দীপ্তি পাওয়া। পৃথিবী এই সময় উত্তাপে উষ্ণ হইয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

এই সময় সূর্য্যতেজ ক্রমে বাষ্পাবরণে আবৃত হইতে থাকিবে।

১২। মীন রাশি বা মীন অন্তর্যুগ।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ গর্ভান্তর্যুগ—কৃত্তিকাযুগে যে কঠিন আবরণ বা ত্বক পৃথিবীর চারিদিকে পড়িয়াছিল এই সময় তাহা গলিয়া পৃথিবী ত্বক শূন্য হইবে। চারিদিক বাষ্পে আচ্ছাদিত হইবে। সূর্য্য কিরণ ঢাকিয়া যাইবে। ১০৫৮।১।১৬ পর ১০৫৮১২।৯।১০ সৃষ্টাব্দে বা ৫১২৮৭।৯।১০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্রে ভ্রমণ শেষ করিয়া ষড়্‌বিংশ নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ গর্ভান্তর্যুগ—এই নক্ষত্রের অধিপতি অহিবুধ্ন। অহি অর্থ মেঘ—বুধ্ন অর্থ বন্ধ ধাতু হইতে বন্ধ করা। মেঘকে বন্ধ করিয়া রাখিবে অর্থাৎ মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতে পারিবে না। পৃথিবী তরল হইতে আরম্ভ হইবে। পর্ব্বত গুলি জমাট বাঁধা পদার্থের ন্যায় পৃথিবীর তরলাংশের মধ্যে হাবুডুবু খাইবে। ৪২৩২।৬।৪ গত হইলে সৃষ্টাব্দ ১১০০৪৫।৩।১৪ বা ৫৫৫২০।৩।১৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী এই নক্ষত্র ভ্রমণ শেষ করিয়া পরে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে উপস্থিত হইবে।

২৭। রেবতী গর্ভান্তর্যুগ—রেব অর্থ গমন করা। ইহার অধিপতি পুষা নামক আদিত্য। এই সময় পৃথিবী পুনরায় তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিবে অর্থাৎ সূর্য্যে পতিত হইয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিবে। ৪২৩২।৬।৪ পর ১১৪২৭৭।৯।১৮ সৃষ্টাব্দ বা ৫৯৭৫২।৯।১৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী রেবতী নক্ষত্র শেষ করিয়া সূর্য্যে পতিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। (২৬)।

মীনরাশি—মী অর্থ বধ করা। এই রাশিতে ভ্রমণ শেষ হইলে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মহাপ্রলয়।

পরিশিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

১। সৃষ্টি।

(১) প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥ ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১২৯ সূক্ত।

"তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবিও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? ১। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ২।" (রমেশ বাবুর অনুবাদ।)

৺ রমেশ বাবুর মতে "১০ম মণ্ডলের মধ্যে এই একটি অপেক্ষাকৃত

আধুনিক সূক্ত। এটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেননা সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর কথা ইহাতে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ রচনার শেষ সময়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে ঋষিগণ যেরূপ মত বিশ্বাস করিতেন, তাহা এই প্রসিদ্ধ সূক্তে দৃষ্ট হয়।"

বাস্তবিক তাহা নহে। এই সূক্তটি অতি **প্রাচীন**। ঋগ্বেদে এখন আমরা যে ভাষা দেখিতে পাই, এই ভাষার পূর্ব্বের প্রচলিত ভাষায় ঋগ্বেদের বহুতর ঋক রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জলপ্লাবনের পূর্ব্বে যে সমস্ত ঋক রচিত হইয়াছিল, **মৎস্যরূপী** ভগবান তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। (ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ)। **সপ্তর্ষিগণ** এই বেদ পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।২ অধ্যায়)। এই ঋকগুলি এবং বৈদিকভাষার পূর্ব্ববর্ত্তি ও জলপ্লাবনের পরবর্ত্তি আদি ভাষায় রচিত ঋকগুলি ঋষিগণ পরে **বৈদিকভাষায় অনুবাদ** করিয়াছেন। যিনি যে সময়ে যে ঋক বা সূক্ত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময়ের প্রচলিত **ভাষায়** অনুবাদিত হইয়াছে। ভাষা বিচার করিলে সেই ঋষিকে ধরা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ বেদব্যাসও অনেক ঋক ভাষান্তরিত করিয়া থাকিবেন। প্রাচীন ঋকগুলি ঋষির নামেই ধরা পড়ে। এই ১২৯ সূক্তের রচয়িতা বা দ্রষ্টা প্রজাপতি ঋষি। প্রজাপতি বৈদিককালের ঋষি নহেন, তৎপূর্ব্বকালের ঋষি। সুতরাং এই ঋক আধুনিক নহে, অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদ পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, **পূর্ব্ববর্ত্তি** বৈদিক ঋষিদিগের অনেক মত **পরবর্ত্তি** ঋষিগণ বুঝিতে না পারিয়া **বিকৃত** করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং বৈদিককালের **পূর্ব্বভাগের** ঋষিগণ **পরবর্ত্তিভাগের** ঋষিগণ অপেক্ষা **বিচক্ষণ** ছিলেন। বৈদিককালের পূর্ব্বের ঋষিগণ **আরও উন্নত** ছিলেন।

(২) তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥৩

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১২৯ সূক্ত।

সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।৩ (রমেশ বাবু)।

(৪) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (ঋগ্বেদ ১।১৬৪ সূক্ত)—
কো দদর্শ প্রথমং জায়মান মস্থন্বংতং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরস্থগাত্মা ক্ব স্বিৎকো বিদ্বাংসমুপ গাং প্রষ্টুমেতৎ ॥৪

প্রথম জায়মানকে কে দেখিয়াছিল? যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করিল। ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? কে বিদ্যানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যায়? ৪ (রমেশ বাবু)।

(৫) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন (ঋগ্বেদ ১০।৭২ সূক্ত)—
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ংত তদুত্তানপদস্পরি ॥৩

জ্যোতিষ্কগণের সৃষ্টির যুগে, দেবযুগে বা সত্যযুগে আদিতে অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। বিদ্যমান বস্তু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল।

সায়ণাচার্য্য উত্তানপদ্ অর্থ বৃক্ষ করিয়াছেন অর্থাৎ "পরে দিক সকল ও তৎপরে বৃক্ষ সমূহ উৎপন্ন হইল।" এই অর্থ সঙ্গত হয় নাই। ৺রমেশ বাবু উত্তানপদ্ শব্দের কোন অর্থ করেন নাই—উত্তানপদ্ শব্দই

রাখিয়াছেন।* এই দুইই অসঙ্গত। উত্তানপদ্ অর্থ বায়ু। আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদি। আকাশ নাম ভূত হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে (১)। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র বলবান বায়ু সৃষ্টি হইল। (২)

প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন (ঋগ্বেদ ১০।১২৯ সূক্ত)—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদনৃহৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪

সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।৪ (রমেশ বাবু)।

এই ঋকের "কাম" অর্থ ইচ্ছা।

১২৯ সূক্তের প্রশ্নের উত্তরেই প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্ত (১০।৯০) নামক ঋগ্বেদের সূক্ত রচিত হইয়াছিল। ৺রমেশ বাবু বলিয়াছেন পুরুষ সূক্তও নূতন রচিত। বাস্তবিক ইহা নূতন রচিত নহে, নূতন অনুবাদিত বলা যাইতে পারে। ১২৯ সূক্তের ন্যায় এই সূক্তটিও আদি বৈদিক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ১২৯ সূক্তের প্রশ্ন ঋষিদিগের মনে উদয় হইলে তাঁহারা প্রথম কিরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা এই পুরুষ সূক্তে লিখিত হইয়াছে, এজন্য ঐ সূক্তটি অনুবাদ সহ এস্থানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—

* "দেবগণের উৎপত্তির পূর্ব্বতন কালে অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তান পদ হইতে দিক সকল জন্মগ্রহণ করিল।" (রমেশ বাবু)।

(১) বিশ্বকোষ "পৃথিবী" শব্দ। (২) মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ২৩২ অধ্যায়।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥১
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিষঙ্‌ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়তে বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিংদ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদংতরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধিয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্পুরুষং পশুং ॥১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জংত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচংত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সংতি দেবাঃ ॥১৬
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতণ্বত।
বসংতো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮
তস্মাদশ্বা অজায়ংত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্‌পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অয়জংত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু পাদা উচ্যেতে ॥১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২
তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছংদাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯

"১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন। ২। যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্ব লাভে অধিকারী হয়েন, কেন না তিনি অন্ন দ্বারা অতিরোহন করেন। ৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীব সমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ। ৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজন রহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন। ৫। তাহা হইতে বিরাট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন। (রমেশ)।

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু। ১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল। (রমেশ)

১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ স্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটি পরিধি নির্ম্মাণ করা হইল, এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল। ১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গ-ধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। (রমেশ)

৬। যখন হব্যরূপ দেবতাগণের দ্বারা পুরুষ কর্ত্তৃক যজ্ঞ আরম্ভিত হইল, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল। ৮। সেই সর্ব্ব হোমযুক্ত আদিযজ্ঞ হইতে' জল ও জলে গমনশীল অর্থাৎ জলচর জীব উৎপন্ন হইল। তিনি বায়ব্য, বন্য ও গ্রাম্য পশু সৃষ্টি করিলেন। (নিজ)।

১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পংক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভীগণ ও ছাগও মেষগণ জন্মিল। ৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিলেন সেই পুরুষ যজ্ঞাগ্নি সিঞ্চন করিলেন তাহাতে দেবগণ, তৎপরে সাধ্য ও ঋষিগণ জন্মিলেন। ১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ কি হইল? ১২। ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে (বা দ্বারা) শূদ্র হইল। ৯। সেই সর্ব্ব হোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক ও সাম সমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিল। (রমেশ)

১০।৯০ সুক্তটি নারায়ণ ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছে। এই ঋষি অতি প্রাচীন কালে বর্ত্তমান ছিলেন। রচনা কালে এই সুক্তটি পৃথক পৃথক ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা যে ভাবে ঋকগুলি অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া লিখিলাম, এইরূপ হইলে ঠিক পর পর হয়। অর্থাৎ

প্রথমে বিরাট পুরুষ জন্মিলেন, তারপর পুরুষ জন্মিল (১—৬ ঋক)। এই অংশ রচনা সময়ে বিজ্ঞান সম্মত সৃষ্টি পদ্ধতি আবিষ্কার না হওয়াই স্বাভাবিক। এই জন্য মোটামুটি সৃষ্টি বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক কাহারও মন হইতে চন্দ্রের বা চক্ষু হইতে সূর্য্যের জন্ম হয় নাই, কিন্তু আর্য্যগণ প্রথমে এইরূপই বুঝিয়াছিলেন। এই ঋক রচনার সময়ও সূক্ত মধ্যেই লিখিত আছে। আর্য্যগণ যখন সুমেরু প্রদেশে বাস করিতেন, যখন তাঁহারা সাতটি গ্রহ ও একুশটি (৭+৩) জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সময় ১৩ হইতে ১৬ ঋক রচিত হইয়াছে। ১৫ ঋকের লিখিত সপ্ত পরিধি সপ্ত গ্রহ, যাহারা কেন্দ্রস্থিত পুরুষের চতুর্দ্দিকে সাতটি পরিধিস্বরূপ ছিল। বুধ, শুক্র, চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সেই সাতটি গ্রহ। আর সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি পুরুষই এই ঋকের পুরুষ। ২১ সমিধ ২১টি নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্ক ব্যতীত আর কিছু নহে। জল প্লাবনের পূর্ব্বে ২৪ পর্য্যন্ত নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

৬ হইতে ১২ ঋক জলপ্লাবনের পরে হিমালয় প্রদেশে আর্য্যগণ আসিলে রচিত হইয়াছে। কারণ সুমেরু প্রদেশে ৪ ঋতু প্রচলিত ছিল না। তথায় বসন্ত, শরৎ ও হিম ঋতু প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ এই কয়টি ঋকের বর্ণিত সৃষ্টি বিবরণ ১৩,১৪ ঋকের বিবরণ অপেক্ষা উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত। নারায়ণ ঋষি ৬ষ্ঠ ঋকে যে দেবগণের (জ্যোতিষ্কগণের) কথা লিখিয়াছেন, বৃহস্পতি ঋষি ১০।৭২ সূক্তে * তাহাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং নারায়ণ ঋষি বৃহস্পতি ঋষি অপেক্ষা প্রাচীন। ৬ ঋকের দেবগণ জ্যোতিষ্ক এবং ৭ ঋকের দেবগণ মেরু-প্রদেশবাসী আর্য্যগণ।

---

* মৎকৃত পৃথিবীর পুরাতত্ত্বান্তর্গত জ্যোতিষতত্ত্ব দেখুন।

+ এই পরিশিষ্টের ৫, ৭, ৮. ৯, ১১, ১৪, ১৫, দেখুন।

(৬) জৈন দর্শনে লিখিত আছে—"অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যন্তে। তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্টশক্তিরেবাদ্য সংযোগে কারণ ভাবমাপদ্যতে। "অনুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বি অনু, ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে জগদ্ব্যাপকত্ব ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট শক্তিই আদ্যসংযোগে কারণতা পাইয়া থাকে।" এতদ্বারা একটি জগৎব্যাপী আণবিক্ আকর্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। (পৃথিবী)।

(৭) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

ভূর্জ্জ উত্তানপদো ভূব আশা অজায়ংত।

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ১০।৭২।৪

আকাশজাত বায়ু হইতে আন্তরীক্ষ তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি জন্মিল।

(৮) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।

তাং দেবা অণ্বজায়ংত ভদ্রা অমৃতবংধব ॥ ১০।৭২।৫ ঋক।

হে দক্ষ (জল)! যে অদিতি তোমার কন্যা (অর্থাৎ জল হইতে জাত ক্ষিতি) তাহা হইতে তেজস্বী, অবিনাশী (এবং) বন্ধন (আকর্ষণ) দ্বারা রক্ষিত জ্যোতিষ্কগণ জন্মিল।*

এই ঋকের অর্থ যাস্কের পূর্ব্ব হইতেই বিকৃত হইয়াছে। ৺রমেশ বাবু যাস্কের নিরুক্তের সাহায্যেই অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ—"উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল জন্মিল,

* এই ঋকের রমেশ বাবুর অর্থ—"হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইহারা কল্যাণমূর্ত্তি এবং অবিনাশী।" এই দেবতা অর্থ জ্যোতিষ্ক হইবে।"

অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন (অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র)।" যাস্ক নিরুক্তে প্রশ্ন করিয়াছেন—"দক্ষকে আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে এবং আদিত্যদিগের মধ্যেও তাঁহার স্তুতি করা হয়। এবং অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন, আর দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছেন, এই ঋক অনুসারে অদিতিকে দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা বলা হইয়াছে। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?" যাস্ক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন যে—"তাঁহাদের সমান জন্ম হইতে পারে। কিম্বা দেবধর্ম্মানুসারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর হইতে জন্মিয়া থাকিবেন এবং পরস্পরের প্রকৃতি পাইয়া থাকিবেন।" যাস্কের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি এই ঋকের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই দেবচরিত্র বুঝা ভার হইয়াছে এবং বেদ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

আমরা এই ঋকের যে অর্থ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ প্রশ্নের আবশ্যক হয় না। কারণ এই ঋকের প্রথম অদিতি শব্দের অর্থ অং সতত গমন করা—ইতি অর্থাৎ তেজ বা তাড়িৎ। দক্ষ শব্দের অর্থ দক্ অর্থে জল—ষ অবশেষ (element)। দ্বিতীয় অদিতি অর্থ অ—দো ছেদন করা—তি (ক্তি)—র্ম—যাহাকে ছেদন করা যায় না অর্থাৎ অখণ্ডনীয় পৃথিবী বা ক্ষিতি বা solid matters (element)। অতএব তেজ (অদিতি) হইতে জল (দক্ষ), জল (দক্ষ) হইতে ক্ষিতি (অদিতি) জন্মিয়াছে এই অর্থ হইবে। সুতরাং অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, এবং দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন "এই অর্থ অসম্পূর্ণ।

সায়ণাচার্য্য অদিতি অর্থ ভূমি করিয়াছেন (ঋগ্বেদ ১। ৪৩। ২

ঋক)। ১।৮৯।১০ ঋকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "অদিতিরদীনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী"। ৫।৬২।৮ ঋকের "অদিতি অর্থ অখণ্ডনী-স্বরূপ সমস্ত ভূমি"।১০।৬৩।৩ ঋকের "দ্যৌরদিতি" অর্থ আকাশের অদিতি অর্থাৎ তেজ।

অদিতি শব্দ লইয়া বেদ পুরাণ প্রভৃতিতে যেরূপ গোলযোগ হইয়াছে, তাহাতে এখানে আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অদিতির তিনটী অর্থ করিয়াছি—(১) আন্তরীক্ষ তেজ, (২) পৃথিবী, (৩) দেবমাতা কশ্যপ পত্নী অদিতি।

বিশ্বকোষ কর্ত্তা লিখিয়াছেন "প্রথমে অদিতি শব্দ অন্তরীক্ষ বুঝাইত। কালক্রমে উহার রূপক অর্থ সকলে পরিত্যাগ করিলেন, তখন অদিতি শব্দে দেবতার মাতা বা ঋষিপত্নীকে বুঝাইতে লাগিল। সমস্ত দেবতা অদিতির পুত্র। সমুদ্র মন্থনের সময় অমূল্য রত্ন কুণ্ডল পাওয়া গিয়াছিল। ইন্দ্র সেই কুণ্ডল লইয়া অদিতিকে দিয়াছিলেন।"

পুরাণ কর্ত্তা হইতে বিশ্বকোষ কর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেই একটি ভুল করিয়াছেন। আকাশের চান্দ ক্রোড়স্থিত শিশুকে দেখাইয়া চাঁদ বলিয়া ডাকিলাম। পাড়ায় চন্দ্র নামে একটি বালক ছিল, সকলে তাহাকে চাঁদ বলিয়া ডাকে, সে আমার ডাক শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। রাস্তা দিয়া চাঁদ মহাম্মদ যাইতেছিল, সে ডাক শুনিয়া দাঁড়াইল। এখন আমি শিশুকে কোনটা দেখাইব? বলিলাম এই দেখ আরও দুই চান্দ আসিয়াছে, শিশু তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিল না, তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও দেখিলনা, আকাশের চাঁদের দিকে ক্ষুদ্র হস্ত বিস্তার করিয়া বলিল ঐ চাঁদ!

অদিতি সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। অদিতি অর্থ তেজ, অদিতি

অর্থ পৃথিবী, অদিতি দেবমাতা কশ্যপ পত্নী। আকাশের চান্দ যেমন পার্থিব চান্দ বা চান্দ মহাম্মদ হইতে পারে না—আন্তরীক্ষ তেজ তেমনি পৃথিবী বা দেবমাতা হইতে পারেনা—পৃথিবী ও তেমনি আন্তরীক্ষ তেজ বা দেবমাতা হইতে পারেনা—দেবমাতা অদিতি ও তদ্রূপ তেজ বা পৃথিবী হইতে পারে না। অথচ অদিতি বলিয়া ডাকিলে ৩ জনেই উত্তর করিবে। অতএব নাম এক হইলেই, এক নামের বহু প্রকার পদার্থ এক হইতে পারে না। এক করে—যে বুঝেনা—সে। সে দোষ, যিনি নাম রাখিয়াছেন, তাঁহার নহে—পরিবর্ত্তিগণের বুঝিবার ক্রটী। অথচ কেহ স্বীকার করিবেন না যে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। অদিতি দেবমাতা তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ ঋগ্বেদে গয় ঋষি লিখিয়াছেন—

বিশ্বা হি বো নমস্যানি বংদ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং॥

ঋগ্বেদ ১০। ৬৩। ২ ঋক।

"হে দেবগণ! তোমাদের নামকে নমস্কার করি, বন্দনা করি, পূজা করি। তোমরা অদিতি হইতে জন্ম লইয়াছ, অপ্ হইতে জন্মিয়াছ, পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছ, তোমরা আমার আবাহন শ্রবণ কর। (বিশ্বকোষ)।

"অদিতির গর্ভে জন্মিয়াছেন," রমেশবাবু এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু গর্ভ অর্থ-সূচক কোন শব্দ মূল ঋকে নাই। এই অদিতি কে তাহা ঋষি পরের ঋকে বলিয়াছেন—

যেভ্যো মাতা মধুমৎপিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রি বর্হাঃ।
উক্থশুষ্মান্ বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনু মদা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৩ ঋক।

"যে আদিত্যের মাতা দ্যৌঃ অদিতি," তিনি উচ্চে আকাশে

থাকিয়া মধুর পীযুষ দান করিতেছেন। সেই সকল আদিত্য আমাদের সংকীর্ত্তনে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলদায়ক, উগ্র—আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য আনন্দিত হইয়াছেন।* (বিশ্বকোষ)

এখানে "দ্যৌঃ অদিতি" অর্থ আন্তরীক্ষ তেজ।

পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন—

যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং ॥

ঋগ্বেদ ১। ১৩৯। ১১ ঋক।

"আকাশে যে একাদশ দেবতা থাকেন, পৃথিবী মধ্যে সে একাদশ দেবতা থাকেন, অন্তরীক্ষে যে পূজ্য একাদশ দেবতা থাকেন, তাঁহারা এই যজ্ঞ সেবার্থ আগমন করেন।" ইহারাই অদিতি পুত্র এবং তেজ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী (১০। ৬৩। ২, ৭। ৩৫। ১১ ঋক) হইতে জন্মিয়াছেন। †

* রমেশ বাবুর অর্থ—"সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়া দেন, এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি সন্তান দেবতাদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাঁহারা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাঁহাদিগের কার্য্য অতি সুন্দর।"

এই আদিত্যগণ বৃষ্টিকর্ত্তা ; সুতরাং সূর্য্যাদি। ইহারা "দ্যৌ অদিতির" সন্তান।

† শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবং তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমুরাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ৭।৩৫।১১

"দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সরস্বতী কর্ম্মের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞসেবীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দিব্য, পার্থিব এবং অন্তরীক্ষভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।" সায়ণ অপ্ অর্থ অন্তরীক্ষ করিয়াছেন। অতএব তিন অদিতি—(১), তেজ (২) অন্তরীক্ষ, (৩) পৃথিবী।

অদিতির গর্ভে যে দেবতাগণ জন্মিয়াছেন তাঁহারা গর্ভজ, সুতরাং রক্ত মাংসের দেহ বিশিষ্ট। তাঁহাদের বিষয় ইতিহাসভাগে বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হইবে।

(৯) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।

অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত॥ ১০। ৭২। ৬ ঋক।

যে জ্যোতিষ্কগণ ঐ অন্তরীক্ষে দীপ্তি বিশিষ্ট হইয়া আছেন, ঐ স্থানে তাহারা যেন নৃত্য করিতে করিতে (ঘুরিতে ঘুরিতে) জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।* এই নৃত্যশীল জ্যোতিষ্কগণই সৌরজগৎ প্রসবিতা।

ঋগ্বেদের ১০।৭২ সূক্তে সৌরজগতের উৎপত্তি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত। লাপ্লাস সাহেবের মতই এক্ষণে সর্ব্বত্র গৃহীত ও আদৃত। লাপ্লাসের বহু সহস্র পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ এই মত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১০।৭২।৬ ঋকের লিখিত জ্যোতিষ্কগণ সকলেই এক একটি সৌরজগৎ প্রসব করিয়াছে। তাহাদের নৃত্য অর্থ ঘূর্ণন। নিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক সকল, মূল জ্যোতিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন অংশ—রমেশ বাবুর লিখিত মত ধূলি নহে।

(১০) মহাভারতে লিখিত আছে—ভৃগু কহিলেন, দ্বিজবর! পূর্ব্বে ব্রহ্মকালে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও এই রূপ লোকসম্ভব বিষয়ে

* রমেশ বাবুর অর্থ—দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি উদয় হইল।" এই অর্থ বিকৃত।

মহাসন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল। * ঐ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ করিয়া মৌনভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণগণ! পূর্ব্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের ন্যায় সলিল ও সলিল হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্রশূন্য পাত্র জলপূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিল যুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলরাশি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল, অনন্তর জল ও বায়ুর সংঘর্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ হুতাসন নভোমণ্ডল উদ্‌ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমীরণ সংযোগে জল ও আকাশকে একত্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উত্থিত হইবার সময় উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে

* কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্‌সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭

কেইবা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে? ৬। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনি ও না ও জানিতে পারেন। ৭ (ঋগ্বেদ ১০।১২৯ সূক্ত)।

পরিণত হইয়াছে। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৩ অধ্যায়)। ভৃগুঋষির এই উক্তিগুলি ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তেরই বিকৃত অর্থ।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—সৃষ্টি কাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত করেন। পুরুষাধিষ্ঠিত সেই গুণ সাম্য হইতে গুণ ব্যঞ্জন অর্থাৎ মহ-ত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। মহত্তত্ত্ব ক্ষুভিত হইয়া আকাশের সৃষ্টি করিল। আকাশ ক্ষুভিত হইয়া বায়ু সৃষ্টি করিল। বায়ু হইতে জ্যোতিঃ (তেজ) জন্মিল। জ্যোতি হইতে জলের জন্ম এবং জল হইতে ক্ষিতির (solid matters) উৎপত্তি হইল। এই সমস্ত ভূত মিলিত হইয়া অণ্ড উৎপাদন করিল। বর্ত্তুলাকার ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ঐ অণ্ডে সপর্ব্বত দ্বীপ সকল, সমুদ্র সকল এবং সদেবাসুর মানুষ উৎপন্ন হইল। নারিকেল ফলের অন্তর্ব্বর্ত্তী বীজ যেমন বাহ্যদল সমূহে আবৃত থাকে, সেইরূপ ঐ অণ্ডটি সপ্ত প্রাকৃত আবরণে আবৃত। (১ অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়)।

ভৃগু নন্দন মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন—অব্যয় তেজ সকলের রাশি স্বরূপ সেই সূর্য্য সেই কালে স্বীয় তেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ঋন্ময় তেজ হইতে মেদিনী উৎপন্ন হইয়াছে। (মার্ক-ণ্ডেয় পুরাণ ৭৮ অধ্যায়)।

(১১) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্বে যুগেঽসতঃ সদসজায়ত॥

ঋগ্বেদ ১০।৭২।২ ঋক।

ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় ঝাঁতা ফুঁকিয়া (অগ্নিসংযোগে) এই সমস্ত জ্যোতিষ্ক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জ্যোতিষ্কগণের

সৃষ্টির পূর্ব্বে **অবিদ্যমান** (অসৎ) হইতে **বিদ্যমান** (সৎ) বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল।

'**অধমৎ**' অর্থ অগ্নিসংযোগে যাঁতা ফুঁকিয়া। রমেশ বাবু এই শব্দের অর্থ ত্যাগ করিয়াছেন †। লাপ্লাস বলিয়াছেন, নিক্ষিপ্ত চক্রগুলি বায়ু দ্বারা স্ফীত হইয়াছিল। "অধমৎ" অর্থ ও তাহাই। রমেশবাবুর মতে এই ঋকটি ও আধুনিক। আমাদের মতে এই ঋকটি অতি প্রাচীন। প্রথমে **আদিভাষায়** রচিত হইয়াছিল, পরে অনুবাদিত হইয়াছে।

(১২) **হিরণ্যস্তূপ** ঋষি বলিয়াছেন—

আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ॥

ঋগ্বেদ ১। ৩৫। ৬ ঋক।

রথ যেরূপ **আণির** উপর অবলম্বন করে, অমর (চন্দ্র নক্ষত্রাদি) (সবিতাকে) সেইরূপ অবলম্বন করিয়া আছে। যিনি সবিতাকে জানেন তিনি এই বিষয় বলুন। (রমেশ)।

মূলে "রথ্যম" আছে। রথ্য অর্থ রথচক্র—রথ নহে। আনি অর্থ ধুরি। রথচক্র যেমন ধুরি অবলম্বন করিয়া থাকিয়া ধুরির চারিদিকে ঘুরে, তদ্রূপ **সূর্য্যকে** অবলম্বন করিয়া **গ্রহগণ** চক্রাকারে **সূর্য্যের চারিদিকে** ঘুরিতেছে।

সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগণ ঘুরে কেন? শক্তির একটি সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, **শক্তি** দ্বারা কোন পদার্থ একবার চালিত হইয়া যদি অন্য

† রমেশ বাবুর অর্থ—"দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু নির্ম্মাণ হইল।" এই দেবতা অর্থ জ্যোতিষ্ক।

কোন প্রতিবাধক শক্তি দ্বারা বাধা না পায়, তবে তাহা চিরকাল সরল রেখা পথে চলিবে, এনিমিত্ত, সূর্য্য কর্ত্তৃক বেগে পরিত্যক্ত গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সরল রেখাভিমুখে যাইতে চাহে, ইহারই নাম কেন্দ্রাতিগ গতি। সূর্য্য ক্রমাগত যতই গ্রহগণকে আপন কেন্দ্রাভিমুখে টানিতেছে, গ্রহগণ ততই সেই আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া সরল রেখায় যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কাজেই এই দুই শক্তি প্রভাবে গ্রহগণ একটি বৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি মুহূর্ত্তের জন্য কখন কোন গ্রহ, আপন শক্তি হারায়, তাহা হইলে অমনি বৃহদায়তন সূর্য্য তাহাকে টানিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। এইরূপে সূর্য্যের আকর্ষণ ও নিজ নিজ কেন্দ্রাতিগ শক্তির বলে গ্রহগণ সূর্য্যকে ক্রমাগত আবর্ত্তন করিতেছে *।

(১৩) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন—

অয়ং দেবানামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বসংভুবা।
বি যো মমে রজসী সুক্রতুযয়াজরেভিঃ স্কংভনেভিঃ সমানৃচে॥

ঋগ্বেদ ১।১৬০।৪ ঋক।

যিনি সর্ব্বকল্যাণ প্রদা পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং যিনি সুখের জন্য মায়া (তেজ) দ্বারা (পৃথিবীকে) আলোকিত করেন, অক্ষয় বন্ধন দ্বারা গমন করান, তিনি গতিশীল জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে অধিক গতি বিশিষ্ট।

---

* পৃথিবী ১০ পৃষ্ঠা।

† রমেশ বাবুর অর্থ—"তিনি দেবতাগণ মধ্যে দেবতম, কর্ম্মকারগণের মধ্যে কর্ম্মবত্তম। তিনি সর্ব্বসুখপ্রদ দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং প্রাণীগণের সুখের জন্য দ্যাবা পৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তর শঙ্কু (খোঁটা) দ্বারা ইহাদিগকে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।" এইরূপেই বেদের অর্থ বিকৃত হইয়াছে।

বামদেব ঋষি বলিয়াছেন—

স ইৎস্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান।
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ॥

ঋগ্বেদ ৪।৫৬।৩ ঋক।

যিনি এই অতি বিস্তীর্ণা, বহুদূর ব্যাপ্তা, ধূলিযুক্তা, স্বরূপা, আধার-রহিতা, ধৈর্য্যশীলা, শব্দযুক্তা, সমভাবে গমনশীলা দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, তিনি অপ্ হইতে জাত, গমনশীল এবং ভুবনধারী। ‡

পৃথিবী যে সূর্য্যপুত্র, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে বহুতর ঋকে আছে।

(১৪) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গূড়্হমা সূর্যমজভর্ত্তন॥

ঋগ্বেদ ১০।৭২।৭ ঋক।

যে জ্যোতিষ্কগণ নিগৃহীতের ন্যায় সমস্ত ভুবনকে নিশ্চয়রূপে (সম্যকরূপে) বন্ধন করিয়া রাখে, এই সমুদ্রে (আকাশে) বেষ্টন পূর্ব্বক পরিমিত ভাবে গমনকারী অজ সূর্য্যকে তাঁহারা ধারণ করেন।*

গ্রহগণ যে পরস্পরের আকর্ষণে অবস্থিত তাহা বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন।

---

‡ রমেশ বাবুর অর্থ—"যিনি এই দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, যে ধীমান বিস্তীর্ণা, অবিচলা, সুরূপা, আধার রহিতা দ্যাবা পৃথিবীকে কর্ম্মবলে সম্যকরূপে পরিচালিত করিয়াছেন তিনি ভুবন সমূহের মধ্যে সুন্দর কর্ম্ম বিশিষ্ট।" মূলে "সমৈরৎ" আছে। সমৈরৎ অর্থ সমভাবে গমনশীল। অবিচলা অর্থ জ্ঞাপক কোন শব্দ এই ঋকে নাই।

(১৫) বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি ।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাংডমাস্যৎ ॥৮
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎ পূর্ব্যং যুগং ।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্তাংডমাভরৎ ॥৯

ঋগ্বেদ ১০।৭২।৮,৯ ঋক ।

অদিতি হইতে যে আটটি দীপ্ত দেহ পুত্র জন্মিয়াছে (তাহার) ৭টি জ্যোতিষ্ক (গ্রহ) সমীপ (নিকট) হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। মার্ত্তণ্ড প্রাধান্য লাভ করিয়া সেই স্থানেই থাকিলেন। ৮। পূর্ব্ব যুগে অর্থাৎ প্রথম যুগে অদিতি ৭ জন পুত্রকে (গ্রহকে) দূরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, (এবং) পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য অর্থাৎ দিবারাত্রি সংঘটন জন্য মার্ত্তণ্ডকে ধারণ করিয়াছিলেন † । ৯।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন, এই দুই ঋক তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

সর্ব্বেষান্তু গ্রহাণাং বৈ সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি ।
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধে চরতে শশি ॥

* রমেশ বাবুর অর্থ—"মেঘ সমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই সমুদ্র তুল্য আকাশ মধ্যে সূর্য্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিলেন।" এইরূপেই বেদ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। (১১৪ পৃষ্ঠা)

† রমেশ বাবু ইহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—"অদিতির দেহ হইতে অষ্ট পুত্র জন্মিযাছিলেন। তিনি তন্মধ্যে সাতটি পুত্র লইয়া দেবলোকে গেলেন। কিন্তু মার্ত্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।৮। পূর্ব্বকালে অদিতি সপ্ত পুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্ত্তণ্ডকে জন্মের জন্য ও মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন"। ৯। এই অর্থ নিতান্ত বিকৃত।

নক্ষত্রমণ্ডলঞ্চাপি সোমাদূর্দ্ধং প্রসর্পতি
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাচ্চোর্দ্ধস্তু ভার্গবঃ ॥ ৭২
বক্রস্তু ভার্গবাদূর্দ্ধং বক্রাদূর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং দেবাচার্য্যোপরিস্থিতঃ ॥ ৭৩। ১২৮ অধ্যায়।

সূর্য্য সকল গ্রহের অধোভাগে বিচরণ করে। তাহার উপরি-ভাগে মণ্ডল বিস্তার সহকারে শশী বিচরণ করিয়া থাকে। সোমের উপরিভাগে নক্ষত্র মণ্ডল। ইহার উপরে বুধ, বুধের উপরে শুক্র, শুক্রের উপরিভাগে মঙ্গল, তদুপরি বৃস্পপতি, তাহার উপরে শনৈশ্চর। ইহাতে একটু ভুল আছে, স্বর্ভানু অর্থাৎ চন্দ্র ও পৃথিবীর স্থান তৃতীয় হইলে, বুধ ও শুক্রের পর হয়। (মৎস্যপুরাণ—১২৮ অঃ ৬০ শ্লোক)। (১৮)

বেদ ও পুরাণের এইরূপ মিল দেখিয়া আর্য্যগণ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন না, একথা আর কেহ বলিতে পারিবেন না। উপরোক্ত শ্লোক মধ্যে চন্দ্রের স্থান অবশ্য ঠিক হয় নাই। ইহার কারণ পৌরাণিক যুগের জ্যোতিষিক জ্ঞানের অল্পতা।

মার্ত্তণ্ড প্রাধান্য লাভ করিয়া জন্ম ও মৃত্যুর অর্থাৎ দিবারাত্রি করিবার জন্য সেই স্থানেই রহিলেন—প্রভাতে উদয় "সূর্য্যের জন্ম" এবং সন্ধ্যার সময় অস্তই "সূর্য্যের" মৃত্যু। বুধাদি সাতটি গ্রহ দূরে থাইয়া আকর্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে ধারণ করেন, সূর্য্যও আকর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করেন।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ আরও দুইটি গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হর্শেল সাহেব ইউরেনস্ নামক একটি গ্রহ দূর-বীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন নগরে গেল (M. Galle) সাহেব নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রহের আলোক পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত না হওয়ায় প্রাচীন

আর্য্যগণ দেখিতে পান নাই, তজ্জন্যই তাঁহারা ইহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারেন নাই।

উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে ৪টি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ক্রমে ১৯১১।১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৬৯১টি ক্ষুদ্র গ্রহ ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৫৩ নম্বর হিল্‌ডা নামক ক্ষুদ্র গ্রহ ২৮৭০ দিনে একবার সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আইসে, স্থির হইয়াছে। আর্য্যগণ এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহারা ইহাদিগকে বালখিল্য নামে অভিহিত করিয়াছেন—

আবৃত বালখিল্যৈশ্চ ভ্রমতে রাত্র্যহানিতু ॥৪৪

মৎস্যপুরাণ ১২৬ অধ্যায়।

"সূর্য্য বালখিল্যাদি মুনিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দিবারাত্রি ভ্রমণ করেন।" ইহা পৌরাণিক যুগের কথা। (মহাভারত বন ১৪১ অঃ)।

(১৬) এই আটটি পিণ্ডের মধ্যে চন্দ্র ও পৃথিবীকে স্বর্ভানু বলা হইয়াছে। স্বর্ভানু অর্থ স্বর্ভানং নুদতে যস্মাৎ তস্মাৎ স্বর্ভানুরুচ্যতে। (লিঙ্গপুরাণ)। অর্থাৎ স্বর্গীয় দীপ্তি যাহাতে প্রেরিত হয়, তাহার নাম স্বর্ভানু। স্ব স্বর্গীয়—ভা দীপ্তি পাওয়া+অন্ বিদ্যমান থাকা অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিত দীপ্তি যাহাতে প্রেরিত হয়, তাহার নাম স্বর্ভানু। সূর্য্যের দীপ্তি চন্দ্রে পতিত হইয়া তথা হইতে পৃথিবীতে পতিত হয়, তাই চন্দ্রের নাম স্বর্ভানু। স্বর্ভানুর কার্য্য সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ৫ মণ্ডলের ৪০ সূক্তে লিখিত হইয়াছে—

যত্ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।

অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ ॥৫

হে সূর্য্য! যখন স্বর্ভানু (চন্দ্র) ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা তোমাকে

আচ্ছন্ন করিয়াছিল (তখন) কি হইয়াছে বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত ভুবন মুগ্ধ লক্ষিত হইয়াছিল।

মূলের "আস্থর" শব্দের অর্থ "অপবিত্র" বা "অশুচি" করিয়া গ্রহণ কাল পুরাণে অপবিত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

চন্দ্র, সূর্য্যও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে সূর্য্য গ্রহণ হয়। আবার সেই চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করিলে চন্দ্র গ্রহণ হয়। সুতরাং চন্দ্রই উভয় গ্রহণের কারণ। আবার চন্দ্র সূর্য্যকে আবৃত করিলে যখন সূর্য্য গ্রহণ হয়, তখন চন্দ্র রাহুর কার্য্য করে, এবং পৃথিবী ছায়া চন্দ্রকে আবৃত করিলে চন্দ্র গ্রহণ হয়, তখন পৃথিবী রাহুর কার্য্য করে। সুতরাং উভয়ই রাহু, আবার উভয়ই স্বর্ভানু অর্থাৎ কাহারই নিজের ভা বা দীপ্তি নাই, স্বর্গ বা উর্দ্ধ হইতে সূর্য্যের দীপ্তিতে দীপ্ত হয়। সুতরাং স্বর্ভানু ও রাহু এক। স্বর্ভানু রাহু হইল কেন? রহ্ অর্থ ত্যাগ করা অর্থে রাহু শব্দ হইয়াছে অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া যে ত্যাগ করে সেই রাহু। চন্দ্র সূর্য্যকে এবং পৃথিবী চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া আবার ত্যাগ করে, সুতরাং উভয়েই রাহু—উভয়েই সূর্য্য হইতে দীপ্তি পায়, এজন্য উভয়েই স্বর্ভানু।

মৎস্যপুরাণ মতে—

আদিত্যাৎ সতু নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।

আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥৬১।১২৮ অঃ

এই রাহু শুক্লপক্ষে সূর্য্য হইতে চন্দ্রে প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র হইতে সূর্য্য মণ্ডলে প্রবেশ করে। পৌরাণিক মতে সূর্য্য তৃতীয় স্থানে অবস্থিত নহে, পৃথিবীই তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। মৎস্য-পুরাণে লিখিত আছে—

উদ্ধৃত্য পার্থিবীং ছায়াং নির্ম্মিতাং মণ্ডলাকৃতিম্।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্থানং তৃতীয়ন্তু তমোময়ম্ ॥৬০।১২৮ অধ্যায়।

ব্রহ্মা পৃথিবী ছায়া দ্বারা এই মণ্ডলাকৃতি স্বর্ভানুর স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার স্থান তমোময় তৃতীয়। কূর্ম্ম-পুরাণে লিখিত আছে—

উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ঃ ॥৪০।১৫ অঃ

পৃথিবীর ছায়া দ্বারা স্বর্ভানুর যে বৃহৎ মণ্ডলাকৃতি তমোময় স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা তৃতীয়।

অতএব স্বর্ভানুর স্থান তৃতীয়, তমোময় এবং মণ্ডলাকৃতি বা গোল। পৃথিবীর ছায়া দ্বারা এই স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদিক সময়ের এই মত পুরাণে রক্ষিত হইয়াছে বটে কিন্তু বিকৃত হইয়াছে। স্বর্ভানু অর্থে চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়ই রাহু হইয়াছে, এবং তাহাদের একই তমোময় স্থান হইয়াছে। সেই স্থান তৃতীয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

স্বভাসা তুদতে যস্মাৎ স্বর্ভানুরিতি স স্মৃতঃ ॥ ৬২। ১২৮ অঃ
স্ব স্বর্গীয়—ভা দীপ্তি দ্বারা পীড়িত হয় যে তাহার নাম স্বর্ভানু।

এই তুদতে শব্দই যত নষ্টের মূল। কারণ তুদ্ অর্থ পীড়ন করা হইতে তুদতে হইয়াছে। এখানে বুঝা গেল বেদের স্বর্ভানু বিকৃত পৌরাণিক যুগে * সূর্য্য ও চন্দ্রের পীড়ক বা ভক্ষক রাহু হইয়াছে। অদিতির ৮টি পুত্রের মধ্যে ৭টি দূরে চলিয়া গিয়া-

* পৌরাণিক যুগ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) ১৯০২ পূঃ পুঃ পরে প্রাচীন পৌরাণিক যুগ। এই সময়ে পুরাণ রচিত হইয়াছে। (২) খৃষ্টাব্দের ৭।৮ শতাব্দী বিকৃত পৌরাণিক যুগ। এই সময় পুরাণগুলি বর্ত্তমান বিকৃত আকার পাইয়াছে

ছিল, মার্ত্তণ্ড সেই স্থানেই ছিল। ৭টির মধ্যে চন্দ্র সহ পৃথিবী তৃতীয় গ্রহ ছিল। চন্দ্র যে সূর্য্যপুত্র নহে, সুতরাং গ্রহও নহে, পৃথিবী পুত্র মাত্র; তাহা আর্য্যগণ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যথা—

মা মামিমং তব সংতমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥ ৭

ঋগ্বেদ ৫ মণ্ডল ৪০ সূক্ত।

(হে সূর্য্য!) তোমার পীড়াদায়ক এই গমনশীল ভীষণ পৃথিবী-সন্তান যেন আমাকে গ্রাস না করে। তুমি ও রাজা বরুণ মিত্র এবং সত্যপরায়ণ, তোমরা এই বিস্তীর্ণ তমকে পরিমাণ কর।

সুতরাং চন্দ্র গ্রহ শ্রেণী হইতে বাদ গেলে অদিতির ৭ পুত্র অবশিষ্ট রহিল। তন্মধ্যে মার্ত্তণ্ড সেই স্থানেই (কেন্দ্রে) ছিল, অন্য ৬টি দূরে চলিয়া গিয়াছিল। এই ৬টি মধ্যে স্বর্ভানুর স্থান তৃতীয় এবং তমোময়। পৃথিবীর ছায়া দ্বারা এই মণ্ডলাকৃতি স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং পৃথিবীরই এই তৃতীয় স্থান। চন্দ্র পৃথিবী-সন্তান, সে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, সুতরাং তাহারও স্থান তৃতীয়। অতএব যে ৬টি গ্রহ দূরে গেল, তাহাদের তৃতীয় এবং কেন্দ্র হইতে চতুর্থ গ্রহের নাম স্বর্ভানু বা পৃথিবী। পর পর রাখিলে এইরূপ হয় যথা—মার্ত্তণ্ড, বুধ, শুক্র, স্বর্ভানু, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। কালে এই মার্ত্তণ্ড মৃত্তিকা হইতে জাত অণ্ড অর্থাৎ চন্দ্র এবং স্বর্ভানু (স্ব স্বর্গ অর্থে) স্বর্গীয় ভানু অর্থাৎ সূর্য্য হইয়াছে। তজ্জন্যই পৃথিবী সহ চন্দ্র কেন্দ্রে পড়িয়াছে।

সূর্য্য সিদ্ধান্তে ঊর্দ্ধ হইতে গ্রহের অবস্থান এইরূপ লিখিত হইয়াছে যথা—"মন্দমরেজ্যভূপুত্রসূর্য্যশুক্রেন্দুজেন্দব" অর্থাৎ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ এবং চন্দ্র (১২।৩১)। যেখানে চন্দ্র সেই স্থানেই

পৃথিবী, সুতরাং এই সময় জ্যোতিষ ভৌমকেন্দ্রিক হইয়াছিল। ঋগ্বেদে যে সূর্য্য (মার্ত্তণ্ড) প্রথম অর্থাৎ কেন্দ্রে ছিল, তাহা এই সময় কেন্দ্র হইতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং চতুর্থ স্থানের পৃথিবী ও চন্দ্র কেন্দ্রে আসিয়াছে। মৎস্যপুরাণে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে—

"বুধোপি বৈ বুধস্থান ভানুং স্বর্ভানুরেবচ।" ১২৮।৪২ শ্লোক।

অর্থাৎ "বুধ বুধস্থান লাভ করিয়াছে। ভানু (সূর্য্য) স্বর্ভানুর (পৃথিবী ও চন্দ্রের) স্থান লাভ করিয়াছে।" প্রচলিত সূর্য্য সিদ্ধান্তের পূর্ব্বেই এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাই স্বর্ভানু অর্থাৎ পৃথিবী ও চন্দ্রকে তৃতীয় বা কেন্দ্র হইতে চতুর্থ স্থানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভানু তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

(১৭) পরিশিষ্ট (১৬) দেখুন।

চন্দ্রের সহিত দক্ষের নক্ষত্রনাম্নী ২৭টি কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি রোহিণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। ইহাতে অন্যান্য কন্যাগণ দুঃখিতা হইয়া পিতার নিকট জানাইলেন। পিতা দক্ষ প্রথমবার চন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু চন্দ্র পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কণ্যাগণ পুনর্ব্বার জানাইলে দক্ষ ক্রোধে চন্দ্রকে যক্ষ্মাগ্রস্ত হইবার শাপ দিলেন। চন্দ্রের যক্ষ্মা হইল। পরে কন্যা-গণের দুঃখ দেখিয়া ব্রহ্মার অনুরোধক্রমে চন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়া বলি-লেন, এক পক্ষে চন্দ্রক্ষয় হইবে, অপর পক্ষে পূর্ণতা লাভ করিবে।" এই গল্প দ্বারা একটি জ্যোতিষিক রহস্য রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। এই গল্পের মূল বেদে আছে। (১০।৮৫।৩১ ঋক)——

যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যংতি জনাদনু।
পুনস্তান্যাজ্ঞিয়া দেবা নয়ংতু যত আগতা॥

অর্থাৎ চন্দ্র জগতে বিদ্যমান থাকিয়া যে বধূগণকে বহন করিতে করিতে যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়াছে, আবার সেই সমস্ত যজ্ঞশীলা দেবীগণকে বহন করতঃ যে স্থান হইতে আনিয়াছিল তথায় লইয়া যায়।” অর্থাৎ চন্দ্র যে নক্ষত্রে উদয় হয়, সেই নক্ষত্রে থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করতঃ পূর্ব্ব স্থানে আইসে এবং আর একটিকে লইয়া আবার ভ্রমণ করে, এইরূপে ২৭ নক্ষত্রকেই বহন করে। এইরূপ বহন করিতে করিতে যতই সূর্য্যের নিকট আইসে ততই লয় প্রাপ্ত হয়। ১৫ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ ক্ষয় হইতে হইতে যায়, তৎপরে আবার যতই সূর্য্য হইতে দূরে যায়, ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অবশেষে ১৫ নক্ষত্র ভ্রমণ হইলে আবার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষয়ই চন্দ্রের যক্ষ্মা রোগ নামে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে।

রুহ ধাতু অর্থ গমন করা—চন্দ্র সূর্য্য হইতে দূরে আরোহণ করে, তৎপরে আবার অবরোহণ করতঃ নিকটে গমন করে। চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রের নিকট দিয়া গমন করে—আবার রোহিণী (অর্থাৎ চন্দ্রের গতি) চন্দ্রের ক্ষয় প্রাপ্তির কারণ। এই সুযোগে কবি নক্ষত্রের নামের সহিত যোগ করিয়া দ্ব্যর্থ বোধক এই গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১৮) মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

চন্দ্র-ঋক্ষ-গ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ ॥ ১২৮।২৮ শ্লোক।

অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলেই সূর্য্য হইতে

(১৯) হিরণ্যস্তুপ ঋষি বলিয়াছেন—(১।৩৫ সূক্ত)

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ২ ঋক

যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাং।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ॥ ৩ ঋক

"অন্ধকার পূর্ণ অন্তরীক্ষ দিয়া বার বার ভ্রমণ করিয়া দেব ও মনুষ্যকে সচেতন করিয়া, দেব সবিতা হিরণ্ময় রথ দ্বারা ভুবন সমুদায় দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতেছেন। ২। দেব সবিতা উর্দ্ধগামী ও অধোগামী পথ দিয়া গমন করেন সেই অর্চ্চনাভাজন দেব দুই শ্বেত অশ্ব দ্বারা গমন করেন; তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করিতে করিতে দূর দেশ হইতে আসিতেছেন। ৩। (রমেশ)

(২০) ঋগ্বেদের ১০।৭২ সূক্তের অর্থ ৫, ৭,৮,৯, ১১, ১৪, ১৫, পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে।

সম্পতি ঋষি বলিয়াছেন——(১০।৯২ সূক্ত)
তে হি প্রজায়া অভরন্ত বিশ্রবো বৃহস্পতির্ব্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ।
যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ সং চিকিত্রিরে॥ ১০ ঋক

"সেই সমস্ত গ্রহের ক্ষরণ ও পোষণ বৃত্তান্ত এবং বলবান দীপ্ত সূর্য্য ও সোমের জন্ম বৃত্তান্ত বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন। অথর্ব্বা ঋষি কার্য্য দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে গ্রহদিগকে অবধারণ করিয়াছেন। ভৃগুবংশ দক্ষে অর্থাৎ নক্ষত্র চক্রে তাহাদিগের ও পৃথিবীর গতি অবধারণ করিয়াছেন।"*

* রমেশবাবুর অর্থ—বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদিগের জন্য অন্ন সঞ্চিত করিলেন। অথর্ব্বা নামে ঋষি সর্ব্ব প্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভৃগু বংশীয়েরা বল প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।" হায়! বিকৃত অর্থ দ্বারা কিরূপ মূল্যবান এক সাক্ষী নষ্ট হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালেই রাশিচক্রের নাম দক্ষ হইয়াছিল। ৺রমেশ বাবু ১০।৭২ সূক্তকে নূতন রচনা বলিয়াছেন, কিন্তু এই ৯২ সূক্তকে নূতন বলেন নাই। এই সম্পতি ঋষি বৃহস্পতি ঋষির পরবর্ত্তী এবং অত্রি ঋষির পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ বৃহস্পতি ঋষি গ্রহদিগের জন্ম বৃত্তান্ত ১০।৭২ সূক্তে লিখিয়াছেন, ইনি তাহার সাক্ষী। চন্দ্র ইহাঁর সময়ে গ্রহ মধ্যে গণ্য ছিল। ইহাঁর পরে অত্রি ঋষি চন্দ্রকে পৃথিবীনন্দন বলিয়াছেন। সম্পতি ঋষির সময়ে বা তৎপূর্ব্বে রাশিচক্রের দক্ষ নাম হইয়াছিল। তাই ২৭ নক্ষত্র দক্ষ কন্যা বলিয়া রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা চন্দ্রের গমন পথে অবস্থিত। চন্দ্র প্রতি মাসে একবার প্রত্যেক নক্ষত্রের নিকট গমন করে, এই জন্য চন্দ্র ইহাদের পতিরূপে কল্পিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

হরিকেশঃ পুরস্তাৎ তু যো বৈ নক্ষত্রযোনিকৃৎ। ২৯
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মাতু রশ্মিরাপ্যায়য়দ্বুধম্॥
বিশ্বাবসুশ্চ যঃ পশ্চাচ্ছুক্রযোনিশ্চ স স্মৃতঃ॥ ৩০
সংবর্দ্ধনস্তু যো রশ্মিঃ স যোনির্লোহিতস্য চ।
ষষ্ঠস্ত্বহশ্বভূ রশ্মির্যোনিঃ স হি বৃহস্পতেঃ॥ ৩১
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্। ৩২।১২৮অঃ

অর্থাৎ হরিকেশ নামক পূর্ব্বদিকের রশ্মি নক্ষত্রগণের জনক। দক্ষিণস্থিত বিশ্বকর্ম্মা নামক রশ্মি বুধের আপ্যায়ন কর্ত্তা অর্থাৎ বৃদ্ধিকর্ত্তা বা জন্মদাতা। পশ্চাৎদিকের বিশ্বাবসু নামক রশ্মি শুক্রের জন্মদাতা। সংবর্দ্ধন নামক রশ্মি মঙ্গলের উৎপাদন কর্ত্তা। অশ্বভু নামক ষষ্ঠ রশ্মি বৃহ-

স্পতির উদ্ভব হেতু। সুরাট নামক রশ্মি শনৈশ্চরের আপ্যায়নকর্ত্তা বা জন্মদাতা।

১৮ পরিশিষ্ট দেখুন।

(২১) সমুদ্রমন্থনে সোমের উৎপত্তি—

দেবগণ ও অসুরগণ মন্দর গিরিকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নানাবিধ বৃক্ষ নির্য্যাস ও মহৌষধি রস গলিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র জল পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ উৎকৃষ্ট রস মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল। তৎপরে চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরাদেবী উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, কৌস্তভ মণি, অমৃত, সুরভী গাভী, ধন্বন্তরী, ঐরাবত, এবং অপ্‌সরা সমুৎপন্ন হইল। অমৃত লইয়া দেব ও অসুরে বিরোধ আরম্ভ হইল। নারায়ণ মোহিনী-মূর্ত্তি ধরিয়া দেবতাদিগকে অমৃত বিভাগ করিয়া দিলেন। অসুরগণ অমৃত পাইল না। (মহাভারত আদি ১৭, ১৮ অধ্যায়; রামায়ণ, আদি ৪৫ অধ্যায় ও শ্রীমদ্‌ভাগবত)।

উপরোক্ত উপাখ্যানটি পাঠ করিলেই একটি কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া ধারণা জন্মে। বাস্তবিক পক্ষেও তাহাই ঠিক।

ইন্দ্রাদি দেবগণের জন্য আর্য্যগণ সোমরস প্রস্তুত করিতেন—

ত্রিত ঋষি বলিয়াছেন—

যমী গর্ভমৃতাবৃধো দৃশে চারুমজীজনন্।

কবিং মংহিষ্টমধ্বরে পুরুস্পৃহং॥ ৯।১০২।৬ ঋক।

যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য অতি পূজ্য বহুজন কমনীয় কর্ম্মিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করিলেন (রমেশ)।

একখানি প্রস্তরের উপর রাখিয়া অপর প্রস্তর দ্বারা আঘাত* করতঃ পেষণ করিয়া সোমরস† প্রস্তুত করিতে হয়। এই সোমরসের সহিত কাঁচা গোদুগ্ধ মিশ্রিত করা হয়, দধিও মিশ্রিত করা হয়।‡ প্রথমে কুশ নির্ম্মিত ছাকনায় ছাঁকিয়া মেষ লোম নির্ম্মিত ছাকনার উপর দেওয়া হয়। মেষ লোম নির্ম্মিত ছাকনা কলসের মুখে থাকে।§ তদ্দ্বারা সোমরস ক্ষরিত হইয়া কলস মধ্যে পড়ে।¶

* যস্য তে মদ্যং রসং তীব্রং দুহংত্যদ্রিভিঃ। স পবস্বাভিমাতিহ।

তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তাহা প্রস্তর ফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। তুমি দর্পহারী হইয়া ক্ষরিত হও! ঋগ্বেদ ৯।৬৫।১৫ ঋক।

চরুর্ণ যস্তমীংখয়েং দো ন দানমীংখয়। বধৈর্বধস্নবীংখয় ॥৯।৫২।৩ ঋক।

হে সোম! চরুর মত যে খাদ্য, তাহা আনিয়া দাও, দেয় বস্তু আমাদিগকে আনিয়া দাও; প্রহার করিলে তুমি নিঃসৃত হইয়া থাক, এই তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও।

† অপ্সু ত্বা মধুমত্তমং হরিং হিন্বংত্যদ্রিভিঃ। ইংদবিংদ্রায় পীতয়ে ॥৯।৩০।৫ ঋক।

হে সোম! জলমধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও হরিৎবর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থ তোমাকে প্রস্তর দ্বারা পেষণ করিতেছে।

‡ আদস্য শুষ্মিণো রসে বিশ্বে দেবা অমৎসত। যদী গোভির্বসায়তে ॥৯।১৪।৩ ঋক।

তখন সোম গোদুগ্ধে মিশ্রিত হইলে সমস্ত দেবগণ বলবান সোমরসে প্রমত্ত হয়।

তং গোভির্বৃষণং রসং মদায় দেববীতয়ে। সুতং ভরায় সং সৃজ ॥৯।৬।৬ ঋক।

দেবগণ পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া অভিষুত এবং অভীষ্টবর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামার্থ গব্য মিশ্রিত কর।

§ এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূর্যাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥

ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না। ঋগ্বেদ ৯।১০১।১২

¶ পরি কোশং মধুশ্চ্যুতমব্যয়ে বারে অর্ষতি। অভি বাণীঋষীণাং সপ্ত নূষত।৩

মধুপূর্ণ কলসের উপর যে মেষ লোম আছে, তাহাতে সোম যাইতেছেন। ঋষিগণ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন। ঋগ্বেদ ৯।১০৩।৩ ঋক।

সোমরস ক্ষরিত হইয়া কলস মধ্যে পড়ে। * এই কলসকে ঋগ্বেদে সমুদ্র বলা হইয়াছে ÷। মন্থন দণ্ড দ্বারা কলসরূপ সমুদ্রস্থিত সোমরস মন্থন করা হয়। † মন্থন করিতে করিতে ঘৃত উৎপন্ন হয়। ‡

* অত্যো ন হিয়ানো অভি বাজমর্ষ স্বর্বিৎকোশং দিবো অদ্রিমাতরং।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যয়ে সোমঃ পুনান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে॥ ৩

ঘোটককে চালাইয়া দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম। তদ্রূপ দ্রুতবেগে তুমি আইস। তুমি স্বর্গীয় বস্তু তুল্য, তুমি প্রস্তর নির্ম্মিত কলসে আকাশ হইতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষ লোমময় পবিত্রের উপর এই সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হইতেছে। (ঋগ্বেদ ৯। ৮৬ সূক্ত)। (রমেশ)।

÷ অনূপে গোমান্‌গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে॥ ৯। ১০৭। ৯ ঋক।

সোম দুগ্ধ বিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক তাহার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষরিত হইলেন। তাহার যে সকল রস, সকলে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, তাহারা যেন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল (অর্থাৎ কলসের মধ্যে)। তিনি মত্ততার উৎপাদন কর্ত্তা, মত্ততার জন্য তাঁহাকে আঘাত করিতেছে (থেঁতলাইতেছে)। (রমেশ)।

সুবহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো। বর্দ্ধা সমুদ্র মুক্‌থ্য॥ ৩

হে প্রভূত ধন বিশিষ্ট সোম! শোধন কালে তোমার সেই তেজঃ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্র সদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণ কলসকে পূর্ণ কর। ঋগ্বেদ ৯। ২৯ সূক্ত।

† আ ধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীত মন্থিনা। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং॥ ৯। ৪৬। ৪

হে সুচতুর পুরোহিত গণ! দ্রুতপদে আগমন কর। মন্থনোপযোগী দণ্ডের সহিত শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর। এই আমোদ বৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগ দ্বারায় সুস্বাদু কর। (রমেশ)

‡ ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব॥ ৯। ৪৯। ৩ ঋক।

হে সোম; তুমি দেবতাগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃত ধারা ক্ষরণ কর। আমাদিগের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর। (ঋগ্বেদ ৯। ১০১। ১২ ঋক

১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতিরজীজনৎ।
কৃষ্ণা তমাংসি জংঘনৎ ॥ ৯। ৬৬। ২৪ ঋক।

এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপাদন করিলেন, সেই জ্যোতিঃ যথার্থ, তাহা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমূহকে নষ্ট করিল। (রমেশ)।

এই দীপ্তিমান সোম (চন্দ্র) * দেবগণ মধ্যে গিয়া পড়িলেন। † ইহাই সমুদ্র মন্থনে চন্দ্রের জন্ম নামে কথিত হইয়াছে। এই সোমরস সৌভাগ্য লক্ষ্মী আনিয়া দেয়। ‡ সোমরস প্রস্তুত হইলে মদিরার ন্যায় সতেজ হয়, স্ফূর্ত্তি ও মত্ততা উৎপাদন করে। § পৌরাণিক

* ঋধক্সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবঃ কবিঃ। পবস্ব সূর্য্যো দৃশে ॥ ৯।৬৪।৩০ ঋক
হে সোমরস! তুমিকর্ম্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর। (রমেশ)।

অভি তে মধুনা পয়োঽথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ। দেবং দেবায় দেবয়ু ॥ ৯।১১।২ ঋক
(হে সোম)। অথর্ব্বা (ঋষিগণ) তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্রদেবের জন্য গোদুগ্ধে সংস্কৃত করিয়াছেন। (রমেশ)

† অত্যা পবিত্রমক্রমীদ্বাজী ধুরং ন যামনি। ইংদুর্দেবেষু পত্যতে ॥ ৯।৪৫।৪
যেমন অশ্ব পথে গমনকালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনি সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। (রমেশ)

‡ আবিশন্কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥৯।৬২।১৯ ঋক
সোম নিষ্পীড়িত হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লক্ষ্মী আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোযূথ মধ্যে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন (রমেশ)।

§ এতং মৃজংতি মর্জ্যং পবমানং দশ ক্ষিপঃ। ইংদ্রায় মৎসরং মদং ॥ ৯।৪৬।৬ ঋক।
এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্ব্বক ইহাঁকে শোধন করিতে হইবেক। ইনি মত্ততা আনয়ন করেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। (রমেশ)

গল্পে এই সতেজ মদিরাকে **সুরাদেবী** বা বারুণী বলা হইয়াছে। এই সুরা অসুরগণ পান করে না, দেবগণ পান করে। রামায়ণ মতে অসুরগণ এই সুরা গ্রহণ না করাতেই **অসুর** এবং দেবগণ গ্রহণ করাতেই **সুর** নামে খ্যাত হইয়াছেন। * এই সোমরস গতিশীল সুচারু **ঘোটক**†।
অর্থাৎ ঘোটক যেরূপ দ্রুতবেগে যায়, ইহাও মন্থনকালে তদ্রূপ বেগে ক্ষরিত হয়। ‡ এইরূপে **উচ্চৈশ্রবা** ঘোটকের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। সোমরস **রত্ন** দান করে—এই রত্নই **কৌস্তভমণি**

প্র সোম দেববীতয়ে সিংধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতং॥ ৯।১০৭।১২ ঋক।
হে সোম! যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয়, তদ্রূপ তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য স্ফীত হইতেছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তোমার লতার রস লইয়া মধু ক্ষরণকারী কলসের মধ্যে তুমি যাইতেছ। (রমেশ)
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীতা স্ববিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ॥ ৯।১০৮।২ ঋক।
বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান হন। তুমি তাবৎ বস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান (রমেশ)।
* রামায়ণ আদি পর্ব্ব ৪৫ অধ্যায়।

† মিমাতি বহ্নিরেতশঃ পদং যুজান ঋক্বভিঃ। প্রযৎসমুদ্র আহিতঃ॥ ৯।৬৪।১৯ ঋক
হে সোম! তুমি যেন একটী সুচারু গতিশীল ঘোটক, ঋত্বিকেরা তোমাকে যোজনা করিলে, তুমি পরিমানপূর্ব্বক পাদন্যাশ করিতে থাক, এইরূপে তুমি জলপাত্রে যাইয়া স্থিতি কর (রমেশ)।

‡ (১) অসৃগ্রন্দেব বীতয়েঽত্যাসঃ কৃৎব্যা ইব। ক্ষরংতঃ পর্বতাবৃধঃ॥৯।৪৬।১ ঋক।
সোম লতাগুলি পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সমাগম স্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হইতেছেন, তাঁহারা সুপটু ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন, [যাজ্ঞীকেরা তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন]। (রমেশ)

নামে কথিত হইয়াছে*। এই সোমরস হইতে অমৃত হয়, তাহা স্বর্গবাসীর নিকট যায়†—হিংসকদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়। ‡ সোমরস গাভী দান করে§। ইহা হইতেই সুরভী গাভীর উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। ঔষধি গণের জন্য সোম ক্ষরিত

---

(২) যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যংদতে সুতঃ। ইংদুরশ্বো ন কৃৎব্যঃ॥৯।১০১।২ ঋক।

সেই সোম, যিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায় পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। (রমেশ)

* (১) এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে॥৯।৩।৬। ঋক

মেধাবীগণ এই সোমের স্তব করিলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্ন দান করতঃ জল মধ্যে প্রবেশ করেন। (রমেশ)।

(২) বাচো জংতুঃ কবীনাং পবস্ব সোম ধারয়া। দেবেষু রত্নধা অসি॥৯।৬৭।১৩।ঋক

হে সোম! তুমি কবিদিগের রচনাকে উত্তেজিত কর। প্রার্থনা করি, যে তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, তুমি দেবতাদিগের জন্য রত্ন স্থাপন করিয়া থাক। (রমেশ)

(৩) জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।

দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিংতমো মৎসর ইংদ্রিয়ো রসঃ॥৯।৮৬।১০

এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক আলোক স্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী—অতি চমৎকার রস, ইহাঁর মাদকতাশক্তি নিরূপম। (রমেশ)

† বীতী জনস্য দিব্যস্য কব্যৈরধি সুবানো নহুষ্যেভিরিংদুঃ

প্র যো নৃভিরমৃতো মর্ত্যেভির্মর্মৃজানোঽবিভির্গোভিরদ্ভিঃ॥৯।৯।১২ ঋক।

নহুষ সন্তানেরা উত্তম স্তব পাঠ করিতে করিতে সোমকে প্রস্তুত করিলেন, এখন ইনি স্বর্গবাসীদিগের নিকট যাইবেন। ইনি অমৃত, মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্যগণ ইহাকে মেষ লোম ও গোচর্ম্ম ও জলের দ্বারা শোধন করিতেছে, ইনি যজ্ঞে যাইতেছেন। (রমেশ)

‡ পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুংভংতি বিপ্রং ধীতিভিঃ॥৯।৪০।১

সর্ব্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে কর্ম্মদ্বারা সকলে শোভিত করিতেছেন। (রমেশ)

§ গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইংদো ভুবনেষর্পিতঃ। ৯।৮৬।৩৯

হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছে। (রমেশ),

হয়, * ইহাই **ধন্বন্তরির** জন্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সোম **মদস্রাবী** † এই হইতে **ঐরাবত** কল্পিত হইয়াছে। সোমরস বহুসংখ্যক সুশ্রী **নারী** দেয় ‡ ইহারাই অপ্‌সরা।

মন্থন দণ্ডের **মন্থর** নাম হইতে **মন্দর** শব্দ হইয়াছে। মন্দর পর্ব্বতের এক নাম মন্থান। অতএব এই সোমরস মন্থন হইতেই **সমুদ্র-মন্থন** গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

কলসরূপ সমুদ্রের মন্থন দণ্ড ক্ষুদ্র, কিন্তু **ক্ষীরোদ** সমুদ্র কলস নহে, বৃহৎ সমুদ্র, সুতরাং তাহার মন্থন দণ্ডও **বৃহৎ** হওয়া আবশ্যক। অদ্রি (প্রস্তর) দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হয় সুতরাং **মন্দর** পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড কল্পনা করা হইল। ক্ষুদ্র মন্থন দণ্ড একজনেই চালনা করিতে পারে, কিন্তু পর্ব্বত চালাইতে অর্থাৎ মন্থন দণ্ডের ন্যায় ঘুরাইতে বহু লোকের আবশ্যক। সোমরস হিংসকদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই উক্তির সাহায্যে **হিংসক** অর্থাৎ অসুর বা দৈত্যদিগকে এক পক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে। অমৃত **ইহাদিগকে** অতিক্রম করিয়া দেবতাদের নিকট গিয়াছে। পর্ব্বত মন্থন দণ্ড হইলে রজ্জুও তদনুরূপ হওয়া চাই।

---

* স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্ব্বতে। শং রাজন্নোষধীভ্যঃ॥৯।১১।৩ ঋক।
হে রাজা! তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও, অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও। (রমেশ)

† প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনঃ। সুতা বিদথে অক্রমুঃ॥৯।৩২।১ ঋক
সোম সমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হইয়া যজ্ঞে হব্যদায়ীর অন্নার্থ গমন করিতেছেন। (রমেশ)

‡ অয়ং ত আঘৃণে সুতো ঘৃতং ন পবতে শুচি। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ॥৯।৬৭।১২
হে তেজঃ পুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া ঘৃতের ন্যায় নির্ম্মলভাবে এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই। (রমেশ)

তজ্জন্য স্বয়ং বাসুকী রজ্জুরূপে কল্পিত হইলেন। ভাগলপুর স্থিত মন্দর পর্ব্বতের চারিদিকে এখনও বাসুকীরূপ রজ্জুর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। অতি প্রাচীন কালে এই স্থানে সমুদ্রও ছিল। পশ্চিম পারে ভাগলপুর ও রাজমহল পার্ব্বত্য প্রদেশ, পূর্ব্ব পারে গারো পার্ব্বত্য প্রদেশ মধ্যস্থিত সমুদ্র মন্থন স্থানরূপে কল্পিত হইয়াছিল। পশ্চিম পারে দেব ও পূর্ব্ব পারে অসুরগণের অবস্থান কল্পিত হইয়াছিল।

অতএব সমুদ্র মন্থন হইতে সোমের অর্থাৎ চন্দ্রের উৎপত্তি কল্পনা মাত্র। সোম অর্থ সোমরস ও চন্দ্র দুই হয়, তাহাতেই এই কল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। পরবর্ত্তি ঋষিগণই গোলোযোগ করিয়াছেন।

অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের জন্ম—

কাশী-খণ্ডে লিখিত আছে—"ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার রেতঃ সোমরূপে পরিণত ও উর্দ্ধগামী হয় এবং দশদিক উজ্জ্বল করিয়া নেত্র হইতে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। পরে বিধাতার আদেশে ক্রমে দশটি দেবী সেই রেতঃ ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অসমর্থ হন। তখন সোম পৃথিবীতে পতিত হইল। পিতামহ তাহা লইয়া রথে স্থাপন করেন। চন্দ্র সেই রথে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণ করেন। চন্দ্র ব্রহ্মার তেজে পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া কাশীতে চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। কৈলাসেশ্বর মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি রাজ্য দান করেন। তাহারই নাম চন্দ্রলোক।"

এই উপাখ্যানের মধ্যে দুইটি চন্দ্রের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে—(১) অত্রির নেত্র অর্থাৎ রেতঃ নাড়ী হইতে পতিত রেতঃ হইতে একটি চন্দ্র জন্মিয়াছেন। দ্রোণাদির ন্যায় কোন অপ্সরার গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি একজন শৈব রাজা। ইহারই সহিত

রাজা দক্ষের ২৭টি কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এই চন্দ্রেরই পুত্র বুধ। হিমালয় প্রদেশে কোন স্থানে ইহাঁর রাজ্য ছিল। ইনি আকাশের চন্দ্র নহেন। রক্তমাংসের শরীর বিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র। (২) পৃথিবী হইতে যে সোম জন্মিলেন—পিতামহ যাঁহাকে রথে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আকাশের চাঁদ। তিনিই পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করেন—তিনি পৃথিবী-সন্তান *। অত্রি ঋষিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বৈদিক ঋষির মত বিকৃত করতঃ অত্রি ঋষির ঔরস জাত মানুষ চন্দ্রের জন্ম বৃত্তান্ত সহ গোলোযোগ করিয়া এই অদ্ভুত কল্পিত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র।

(২২) গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন—

অবংশে দ্যামস্তভায়দ্বৃহংতমা রোদসী অপৃণদংতরিক্ষং।
স ধারয়ৎপৃথিবীং পপ্রথচ্চ সোমস্য তা মদ ইংদ্রশ্চকার॥

ঋগ্বেদ ২।১৫।২ ঋক।

ইন্দ্র আধার রহিত দ্যুলোককে স্তম্ভন করিয়াছেন, বিস্তীর্ণা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে (স্বীয় তেজে) পরিপূর্ণ করিয়াছেন, পৃথিবীকে ধারণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রের হর্ষকর কিরণ করিয়াছেন। † মূলের তা অর্থ তাপ বা কিরণ।

শুনঃশেপ ঋষি বলিয়াছেন—

* পরিশিষ্ট (১৬) দেখুন। ঋগ্বেদ ৫।৪০।৭ ঋক।

† রমেশ বাবুর অর্থ—"ইন্দ্র আকাশে দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে (আপনার তেজে) পরিপূরিত করিয়াছেন। বিস্তীর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন ও তাহাকে প্রথিত করিয়াছেন। সোম জনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই ইন্দ্র সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।"

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চংদ্রমা নক্তমেতি॥

ঋগ্বেদ ১। ২৪। ১০ ঋক

ঐ গমনশীল ঋক্ষগণ (সপ্তর্ষি নক্ষত্র) যাহারা উর্দ্ধে স্থাপিত হইয়া ভ্রমণ করে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবা যোগে কোথায় চলিয়া যায়? সমুদ্র গত বরুণের অপ্রতিহত কর্ম্ম সমূহ অর্থাৎ কিরণ সমূহ রাত্রিকালে চন্দ্রমাকে বিকাশ করে অর্থাৎ দীপ্ত করে। *

গোতম রহুগণ ঋষি বলিয়াছেন—
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥ ঋগ্বেদ ১। ৮৪। ১৫ ঋক

কথিত আছে, গমনশীল ত্বষ্টা হইতে এই দিব্যরশ্মি নিশ্চয় চন্দ্রমা এই রূপে গ্রহণ করে। †

(২৩) অত্রি ঋষি বলিয়াছেন (৫।৪০।৬ ঋক)—
স্বর্ভানোরধ যদিংদ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূঢ়ং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিংদদত্রিঃ॥

যখন ইন্দ্র আকাশে বিস্তৃত অধস্থিত স্বর্ভানুর (চন্দ্রের) মায়াতে পতিত হইয়াছিল, (তখন) সতত গমনশীল (পৃথিবী) গতি দ্বারা

* রমেশ বাবুর অর্থ—"ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রি-যোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্ম্ম সমূহ অপ্রতিহত তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।"

† রমেশ বাবুর অর্থ—"আদিত্য রশ্মি এই গমনশীল চন্দ্র মণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃ তেজ এইরূপে পাইয়াছিল।" এই অর্থ বিকৃত।

কার্য্য বিঘাতক অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃহৎ সূর্য্যকে অবয়বীভূত অর্থাৎ প্রকাশ করিলেন। *

যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।

অত্রয়স্তমন্ববিংদন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥ ৫। ৪০। ৯ ঋক।

যখন স্বর্ভানু (চন্দ্র) ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। অত্রিগণ তাহা কতক প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যে পারে নাই। †

এই আসুর শব্দের অর্থ অপবিত্র হইতেই, গ্রহণ অপবিত্র হইয়াছে।

২। পৃথিবী।

(১) রেণু ঋষি বলিয়াছেন (১০। ৮৯ সূক্ত)—

ইন্দ্রায় গিরো অনিশিত সর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ।

যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাং॥ ৪

বিরামহীন স্বভাবযুক্ত ইন্দ্রকে (সূর্য্যকে) জল সাগরস্থিত নিবাস স্থান হইতে প্রেরণ করে। যে ইন্দ্র অক্ষদ্বারা চক্র ধারণের ন্যায় বিষুব লিপ্ত শক্তিদ্বারা পৃথিবীকে আকাশ অর্থাৎ শূণ্যে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ‡

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—"হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্য্যের অধস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্য্য বিঘাতক অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন।"

† রমেশ বাবুর অর্থ—"আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে, অত্রি পুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহ সমর্থ হয় নাই।"

‡ রমেশ বাবুর অর্থ—"ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আনয়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষ দ্বারা চক্র ধারিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্র নিজ কাষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখেন।"

বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুত।
ত্রীনি তস্য তু শৃঙ্গানি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ॥ ৬৮
দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৬৯
মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয় বিষুবৎ স্থিতঃ।
তদাতুন্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ॥ ৭০

অর্থাৎ শ্বেতবর্ষের উত্তর দেশবর্ত্তী শৃঙ্গবান নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটি শৃঙ্গ আছে; এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত "শৃঙ্গবান্" নামে খ্যাত হইয়াছে। একটি শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটি শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটি মধ্য; এই মধ্য শৃঙ্গটিই "বৈষুবত"। সূর্য্য শরৎ এবং বসন্ত কালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। হে মৈত্রেয়! সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে বিষুবত নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন।

(২) মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশ সংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে।
অতো নাক্ষোচ্ছয়স্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজস্থয়োঃ।
নবতির্লম্বকাংশাস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা॥ ৪৪

সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১২ অধ্যায়।

অর্থাৎ মেরুর দুইদিকে দুই ধ্রুব নক্ষত্র গগনমণ্ডলে মেরুর খস্বস্তিকে স্থিত। নিরক্ষ দেশে এই দুই ধ্রুব নক্ষত্র ক্ষিতিজ রেখায় স্থিত। তজ্জন্য তথায় ধ্রুবোচ্চ নাই। ধ্রুবদ্বয় ক্ষিতিজ গোলস্থিত; এজন্য তথাকার লম্বাংশ ৯০ ও মেরুর অক্ষাংশ ৯০।

(৩) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন—(১ । ১৫৪ সূক্ত)—

প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্টাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিয়ংতি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ২

অর্থাৎ যে হেতু সেই বিষ্ণু বীর্য্য দ্বারা বা বিক্রম দ্বারা বীরের ন্যায় মৃগে অর্থাৎ মকরে, কুচরে অর্থাৎ কর্কটে এবং পর্ব্বতে অর্থাৎ বিষুব রেখাতে অবস্থিতি করে * যে মহাত্মার পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে।

এই চক্রই ঋতু চক্র

৩। গতি।

(১) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১ । ১৬৪ সূক্ত)—

পংচপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতি দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষলর আহুরর্পিতং ॥১২।

অর্থাৎ পঞ্চ ঋতু ও দ্বাদশাকৃতি অর্থাৎ দ্বাদশ মাস বিশিষ্ট (আদিত্য) যখন (দিবা ভাগে) দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে (অর্থাৎ উর্দ্ধে বা আমাদের আকাশে) থাকে (তখন) কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষি অর্থাৎ পূর্ণভাবে গমনশীল বলে। যখন (রাত্রিকালে) ছয় ঋতু ও সাতদিন বিশিষ্ট দীপ্তিমান (আদিত্য) পৃথিবীর নিম্নার্দ্ধে (অর্থাৎ আমাদের বিপরীত দিকে) থাকে, (তখন) তাঁহাকে কেহ কেহ (আমা-

* রমেশ বাবুর অর্থ—"যে হেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর হিংস্র গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।"

দের পক্ষে) আবৃত বা পরিত্যক্ত বলে। অর্থাৎ সূর্য্য আমাদের দিকে প্রকাশিত হইলেই দিবা এবং আবৃত হইলেই রাত্রি হয়। *

সায়ণ মতে "পঞ্চপাদ অর্থ পঞ্চ ঋতু। যদিও ছয় ঋতু তথাপি হেমন্ত ও শিশির এক বলিয়া পঞ্চ ঋতু। দ্বাদশাকৃতি দ্বাদশমাস। পুরীষী অর্থ জল বা বৃষ্টি কর্ত্তা সূর্য্য। সপ্তরশ্মিই সপ্তচক্র। ছয় ঋতুই ছয় অর।" (রমেশ বাবু কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদ ৩৬২ পৃষ্ঠার টীকা)।

পঞ্চপাদ অর্থ পঞ্চ ঋতুই বটে কিন্তু হেমন্ত ও শিশর এক বলিয়া নহে। প্রাবৃট ও বর্ষা এক বলিয়া পঞ্চঋতু। রামায়ণে ৪ মাস বর্ষা। পুরীষী অর্থ (পুর্ পূর্ণভাবে—ঈষ গমন করা) পূর্ণভাবে অর্থাৎ অবিচ্ছেদ ভাবে পূর্ণ তেজে গমনশীল। সপ্তচক্র সপ্তরশ্মি নহে, সাতদিনের সপ্তচক্র। অর্পিত অর্থ আবৃত বা পরিত্যক্ত।

(২) সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন (১০।৮৫ সূক্ত) —

যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্য্যামুপ।
ক্কৈকং চক্রং বামাসীৎক্ক দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ॥ ১৫ ঋক।

হে অশ্বিদ্বয়! যখন গৃহকামী (অস্ত গমনোন্মুখ) দীপ্ত সূর্য্যকে বরণ করিতে সমীপে গিয়াছিলে, (তখন) কোন এক চক্র শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল? কোন দেশে (অর্থাৎ স্থানে সেই) চক্র ছিল? †

* রমেশবাবুর অর্থ—"পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতি বিশিষ্ট (আদিত্য) যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাহাকে পুরীষী কহে। অপর কেহ কেহ ছয় অর বিশিষ্ট সপ্তচক্র বিশিষ্ট (রথে) দ্যোতমান (আদিত্যকে) অর্পিত কহে, যখন তিনি (দ্যুলোকের) অপর অর্দ্ধে অবস্থিত।"

† রমেশ বাবুর অর্থ—"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হইয়া সূর্য্যাকে বরণ করিতে নিকট গমন করিলে, তখন তোমাদিগের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দাঁড়াইয়াছিলে?

(৩) পরিশিষ্ট ২। ৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন (১০। ৮৫ সূক্ত)—

দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।

অথৈকং চক্র যদ্‌গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ॥ ১৬ ঋক।

তাহার দুই চক্রে সূর্য্য কর্ত্তৃক ঋতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং থাকে (ইহা) জানা অছে। আর এক চক্র (বার্ষিকী) যাহা গুপ্ত, তাহা সতত গমনশীল, ইহা জানা আছে। *

এই গুপ্ত চক্রই রাশি চক্র। এই সূক্তের সময় এক চক্র শেষ হইয়া অপর চক্রে আরম্ভ হইয়াছিল। এই নবারম্ভ চক্র বার্ষিক চক্র বা রাশি চক্র। ইহার প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। বৎসরারম্ভে অশ্বিনী সূর্য্যকে বরণ করিয়া লইতেছে। রমেশ বাবুর অর্থ অন্যরূপ।

(৫) অত্রি পুত্র ভৌম ঋষি বলিয়াছেন (৫। ৮৪ সূক্ত)—

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভংত্যক্তুভিঃ।

প্র যা বাজং ন হেষংতং পেরুমস্যস্যর্জ্জুনি॥ ২ ঋক।

হে রাশি সমূহে বিস্তৃত ভাবে বিচরণকারিণী (পৃথিবী)! তুমি শ্বেতবর্ণা। তুমি প্রতি স্তম্ভ (রাশি) ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ কর। †

বর্ত্তমান সময়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছে ঋগ্বেদে রাশির নাম নাই। এই

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—স্তোতাগণ জানেন যে কালে কালে অগ্রসর হইয়া থাকে এরূপ দুই খানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে তাহা বিদ্বানেরা জানেন।"

† রমেশ বাবু অর্থ—"হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জ্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারি পূর্ণ মেঘকেও উৎক্ষিপ্ত কর।" এই অর্থ ঠিক হয় নাই। স্তোত্র গমনশীল হইতে পারে না, পৃথিবীও বারি পূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত করে না।

সিদ্ধান্তটি ভুল। বেদ না বুঝিয়া লোকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছে। সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন—

স্তোমা আসন প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছংদ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপূরোগবঃ॥ ১০। ৮৫। ৮

রাশি সমুহ চক্রের পরিধি হইল। মেষ (রাশি) পুরোভাগে রক্ষিত হইল। অশ্বিনী (নক্ষত্র) প্রধান (অর্থাৎ প্রথম) হইল। অগ্নি (রশ্মি) সূর্য্যের অগ্রগামী হইল। *

মনো অস্য অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহং॥১০।৮৫।১০ ঋক।

সূর্য্য যখন গৃহে (অর্থাৎ অস্ত) গেল, মন তাহার রথ হইল, আকাশ উর্দ্ধে আচ্ছাদন হইল। বৃষ (রাশি) তাঁহার শকটবাহী হইল। †

এইরূপ আর ও রাশির নাম আছে। ১। ১৫৪। ২ ঋকে কর্কট ও মকর রাশির নাম আছে।

(৬) অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন (১। ১৮৫ সূক্ত)—

ভূরিং দ্বে অচরংতী চরংতং পদ্বংতং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥ ২।

দ্যাবা পৃথিবী পাদযুক্তা হইয়া পদ রহিতার ন্যায়, সচল হইয়া ও অচলের ন্যায় গর্ভস্থিত বহু প্রাণীকে পিতা মাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অহরহ ধারণ করিতেছে। সূর্য্য (দ্যাবা) পৃথিবীকে

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—"স্তব সমূহ তাঁহার রথের প্রতিধি অর্থাৎ চক্রাশ্রয় ছিল; কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তর ভাগ হইল। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূত স্বরূপ হইলেন।"

† রমেশ বাবুর অর্থ—"মনই তাহার শকট হইল আকাশই উর্দ্ধাচ্ছাদন হইল দুই শুক্র অর্থাৎ দুটি শুকতারা তাহার শকট বাহী হইল; এইরূপে সূর্য্য পতি গৃহে গমন করিল"।

পতন হইতে রক্ষা করিতেছে। *

(৭) সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন (১০ । ৮৫ সূক্ত)—

শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।

অনো মনস্ময়ং সূর্যরোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১২ ঋক।

তোমার নির্ম্মল চক্র অপর আকাশের অক্ষকে (পথ বা কক্ষাকে) আহত করিতে করিতে যাইতেছে। সূর্য্য পরিমিতগামী রথে আরোহণ করিয়া গৃহে যাইতেছে। †

আর্য্যগণ কক্ষাকে অক্ষ বলিতেন।

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন—(১।১৬৪ সূক্ত)।

দ্বাদশপ্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নাভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।

তস্মিন্ত্‌শাকং ত্রিশতা ন শংকবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ণ চলাচলাস্ ॥৮। ঋক।

এক চক্র দ্বাদশ পরিধি ও তিন নাভি। কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে? সেই সচল (চক্রে) ৩৬০ টি শঙ্কুর ন্যায় সহগামী (অংশ) স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা চলাচল নহে। (অর্থাৎ চক্রের গতিতেই তাহদের গতি। এই জন্যই সহগামী বলিয়া আবার গতি নাই বলা আবশ্যক হইয়াছে)। ‡

* রমেশ বাবুর অর্থ—"পদ রহিত অবিচলা দ্যাবা পৃথিবী সচল ও পদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণী সমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অহরহ ধারণ করিতেছে। হে দ্যাবা পৃথিবী। আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।" ৫।৮৪।২ ঋকের অর্থ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত

† রমেশ বাবুর অর্থ—"যাইবার সময় তোমার রথচক্র অতি উজ্জল হইল, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মন স্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন।" এই অর্থ অন্যরূপ।

‡ রমেশ বাবুর অর্থ—"দ্বাদশ পরিধি এক চক্র ও তিন নাভি। একথা কে জানে? ঐ চক্রে ত্রিশত ষষ্টি সংখক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে।"

সায়ণাচার্য্য নাভি অর্থে গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত এই তিন ঋতু ও শঙ্কু (অর) বৎসরের ৩৬০ দিবস বলিয়াছেন। এই অর্থ ঠিক হয় নাই।

দ্বাদশ পরিধি=**দ্বাদশ রাশি**। তিন নাভি=নাভি অর্থ সন্ধিস্থান বা মধ্যস্থান। নক্ষত্র ও রাশির যুগপৎ শেষ যেখানে হইয়াছে, তাহার নাম **ঋক্ষ** সন্ধি। ২৭ নক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত তিনটি ঋক্ষ সন্ধি আছে। **প্রথম**—অশ্লেষা নক্ষত্র ও কর্কট রাশির শেষ এবং মঘা নক্ষত্র ও সিংহ রাশির আরম্ভ। **দ্বিতীয়** জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ও বৃশ্চিক রাশির শেষ এবং মূলা নক্ষত্র ও ধনু রাশির আরম্ভ। **তৃতীয়** রেবতী ও মীনের শেষ এবং অশ্বিনী ও মেষের আরম্ভ। এই তিন সন্ধির মিলন স্থানকে নাভি বলে। (বরাহকৃত বৃহজ্জাতক, ভট্টোৎপল টীকা)। অতএব এই ঋকে দ্বাদশ রাশি, ২৭ নক্ষত্র এবং রাশি চক্রের ৩৬০ অংশ (ডিগ্রি) বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) দীর্ঘতমা ঋষি ঋগ্বেদে বলিয়াছেন (১।১৫৫ সূক্ত)—

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিংচ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবং ॥ ৬ ঋক।

সূর্য্য চারিটি (চারি-গুণ) নব্বই অর্থাৎ (৯০ × ৪) ৩৬০ **নাম** বিশিষ্ট গমনশীল বৃত্তাভাষ চক্রে বিশেষ সুরক্ষিত গতিতে গমন করেন। সেই বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট অকুমার যুবা (সূর্য্য) অংশদ্বারা পরিমিত হইতে হইতে প্রতিদিন যজ্ঞে (অর্থাৎ কার্য্যে) আগমন করেন অর্থাৎ উদয় হন। *

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—"বিষ্ণু গতি বিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাব বিশিষ্ট চতুর্নবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতি দ্বারা পরিমেয়; তিনি নিত্য তরুণ অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন। "এই অর্থ হয় নাই।

৭ পরিশিষ্টে ও রাশিচক্রের ৩৬০ বিভাগ পাওয়া গিয়াছে (১।১৬৪।৪৮ ঋক)।

(৯) অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন (১ । ১৮৫ সূক্ত)—

কতরা পূর্ব্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্ত্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥১ঋক।

দ্যু ও পৃথিবী ইহাদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ! একথা কে জানে? উহাঁরা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। (রমেশ)।

রেণু ঋষি বলিয়াছেন (১০ । ৮৯ সূক্ত)—

অন্বহ মাসা অন্বিদ্বনান্যন্বোষধীরণু পর্ব্বতাসঃ।
অন্বিংদ্রং রোদসী বাবশানে অন্বাপো অজিহত জায়মানং॥১৩ঋক।

যখন ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন মাস সকল ও বন সমূহ ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পর্ব্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবা পৃথিবী, ইহারা সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল (রমেশ)। এই ইন্দ্র অর্থ সূর্য্য।

৫।৮৪।২ ঋকের অর্থ ১৬৯ পৃষ্ঠায় ও ৪।৫৬।৩ ঋকের অর্থ ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(১০) ঋগ্বেদের ৪।৫৬।৩ ঋকের অর্থ ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে! পৃথিবী বেদে আধার রহিতা, কিন্তু পুরাণে আধার কল্পিত হইয়াছে, যথা—

সায়ণ মতে ৯৪ কালাবয়ব যথা—১ সম্বৎসর. ২ অয়ন, ৫ ঋতু, ১২ মাস, ২৪ পক্ষ, ৩০ অহোরাত্রি, ৮ প্রহর, ১২ রাশি=৯৪। এই গণনা ঠিক নহে। যদি বৎসর, অয়নদ্বয়, ঋতু, ১২ মাস, ২৪ পক্ষ ধরিতে হয় তবে ৩০ দিন না ধরিয়া ৩৬০ দিন ধরা উচিত। ত্রিসন্ধ্যা ও ধরিতে হয়। সায়ণের মত ঠিকনহে। Muir সাহেব অর্থ করিয়াছেন—চতুর্ভিঃ নবতি অর্থ চারিগুণ নব্বই। এই অর্থ ঠিক।

তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।

বিভর্ত্তী মালাং লোকানাং সদেবাসুরমানুষাম॥ ২।৫।২৭

সেই নাগশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক এই পৃথিবী মস্তকে ধৃত হইয়া দেব অসুর ও মনুষ্য সহিত লোকমালা ধারণ করিতেছেন। (বিষ্ণুপুরাণ)।

"কূর্ম্ম পৃষ্ট স্থিতা পৃথিবী।" (কালিকাপুরাণ ৬১ অধ্যায়)।

(১০) এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে প্রাচীন কালে আর্য্যগণ পৃথিবীর গতির বিষয় অবগত ছিলেন না। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। কিন্তু তাঁহার এই মত ঠিক থাকে নাই। এমন কি কাহারও মতে "কোপার্ণিকস্ পৃথিবীর ও গ্রহ গণের এই সূর্য্য কেন্দ্রক গতির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।"

প্রাচীন আর্য্যগণ যে সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণ অবগত ছিলেন, তাহা আমরা ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উপরে দেখাইয়াছি। পরে এই মত কত দিন প্রবল ছিল তাহা দেখাইতেছি। ঋগ্বেদে পৃথিবীর এক নাম "গো"। গো শব্দের ব্যাখ্যায় যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন—"গৌরিতি পৃথিব্যা নাম ধেয়ং ভবতি, যদ্ দূরং গতা ভবতি।" অর্থাৎ গো এই শব্দ পৃথিবীর নাম, যে হেতু ইহা দূর পথে গমন করে। (১)

অতএব যাস্কের সময় পৃথিবীর গতি স্বীকৃত হইত। তিনি ৫০০ খৃঃ পূঃতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নিরুক্তের অনেক স্থানেই পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, এই কারণে তিনি পাণিনির পরবর্ত্তী হইতেছেন।

(১) ভারতী—১৩১০।৭২৯ পৃষ্ঠা।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় দেখাইয়াছেন কাত্যায়নের বহু পূর্ব্বে যাস্ক, যাস্কের বহু পূর্ব্বে পাণিনি এবং পাণিনির বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদ। তিনি বলেন ঋক সংহিতায় (৮।১৩।৫) সূর্যা শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তখন তাহার সূর্য্যপত্নী এরূপ অর্থ ছিল না। কিন্তু পাণিনির সময় ঐ অর্থ প্রচলিত ছিল। যাস্ক ও পাণিনির অনুবর্ত্তী হইয়া সূর্যা—সূর্য্যস্য পত্নী (১৩।১।৭) এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তদ্দৃষ্টে কাত্যায়ন "সূর্য্যাদ্ দেবতাম্ চাপ" (বার্ত্তিক ৪।১।৪৮) এই সূত্র করিয়াছেন। অতএব যাস্ক **কাত্যায়নের** পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। (২)

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই মত ঠিক নহে। কারণ পাণিনি সূত্রে ঋণ শব্দের বৃদ্ধির বিধান নাই। তাঁহার সময়ে প্রর্ণম, অপর্ণম ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিরুক্ত হইতে জানা যায় যে যাস্কের সময় "অপার্ণম্" প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছিল। কাত্যায়ন "ঋণদশাভ্যাং চ" ইত্যাদি (৬) ১।৮৯) বার্ত্তিক সূত্র করিয়া "প্রার্ণ" শব্দ সাধিয়াছেন, কিন্তু অপার্ণ শব্দ সাধেন নাই, ইহাতে বুঝা যাইতেছে তাঁহার সময় অপার্ণ শব্দ প্রচলিত ছিল না। পরে যাস্কের সময় প্রচলিত হইয়াছে। এই জন্য পাণিনির পরে, কাত্যায়ন, তৎপরে যাস্ক।

বিশ্বামিত্র বংশীয় যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজু অর্থাৎ বাজসনেয়ী শাখা প্রচার করিয়াছেন। ইনি বেদব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। বিশ্বামিত্র বংশীয় কতির পুত্র কাত্যায়ন ঐ বাজসনেয়ী শাখার অনুবর্ত্তক। এই কাত্যায়নই পাণিনির বার্ত্তিক লিখিয়াছেন। অতএব বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ভারত যুদ্ধের সময়ে বা পরেই বর্ত্তমান ছিলেন। ১৯০২ খৃঃ পূঃতে **ভারতযুদ্ধ** হইয়াছে।

---

(২) বিশ্বকোষ "পাণিনি" শব্দ।

বিষ্ণুপুরাণের মতে কলির ১২০০ বৎসর গতে অর্জ্জুন-পৌত্র রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। ৫০১২—১২০০=৩৮১২—১৯১১-১৯০১ খৃঃ পূঃতে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছে, তৎপূর্ব্ব বৎসর ১৯০২ খৃঃ পূঃতে ভারতযুদ্ধ হইয়াছে। এই সময় যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন ছিলেন। যাস্ক কাত্যায়নের অনেক পরে ছিলেন। রমেশ বাবুর মতে ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বে যাস্ক বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব এই ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বে **ভুভ্রমণ-বাদ** স্বীকৃত হইত।

প্রকৃত পৌরাণিক যুগেও ভূভ্রমণবাদ স্বীকৃত হইত। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে—

যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ॥১৪
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥২।৮ অধ্যায় ১৫

অর্থাৎ "যাহারা যেখানে নিশাবসানে সূর্য্যকে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হন, সেই স্থলেই তাঁহার অস্ত কথিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই; রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্য উদয়াস্তের **কর্ত্তা** নহেন। সুতরাং প্রকৃত পৌরাণিক যুগে বৈদিক ঋষিদিগের মত প্রচলিত ছিল। পরীক্ষিতের রাজত্ব হইতে প্রকৃত পৌরাণিক যুগ আরম্ভ। মৎস্যপুরাণ এবং বায়ুপুরাণের প্রাচীন অংশে পৃথিবীকে তৃতীয় স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যভট্ট যে ভাবে ভূভ্রমণবাদ লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে তখন এ বিষয়ে মতভেদ ছিল না। মতভেদ থাকিলে তিনি তাহা লিখিতেন এবং প্রতিবাদ করিতেন বা স্বীয় মত প্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ়

করিতেন। অতএব খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভূভ্রমণবাদ সর্ব্ববাদী সম্মত ছিল। আর্য্যভট্টের এই ভূভ্রমণবাদ নষ্ট করিবার জন্য পরবর্ত্তী-কালে তাঁহার গ্রন্থে একটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—

উদয়াস্তময়নিমিত্তং প্রবহেণ বায়ুনাক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসম পশ্চিমগো ভপঞ্জরস্সগ্রহো ভ্রমতি॥

অর্থাৎ রব্যাদির উদয়াস্ত হেতুভূত নক্ষত্র গোল প্রবহ বায়ু দ্বারা সর্ব্বদা আক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহ সকলের সহিত সমান বেগে পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করিতেছে। (৩)

যিনি ভূভ্রমণবাদ প্রচার করিলেন, তাঁহার মুখে এরূপ কথা বহির্গত হওয়া অসম্ভব। ৩৯৮ শকের আর্য্যভট (আর্য্যভট্ট নহে) দ্বারা এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা "ভপঞ্জর" শব্দ "ভূপঞ্জর" করিলে তাহার অর্থ নক্ষত্রগোল না হইয়া পৃথিবী হয়। তাহাতে আর্য্যভট্টের সহিত গোলযোগ হয় না।

বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতাতেও সূর্য্যকে মধ্যেই দেখিতে পাই। এ সময় গ্রহ সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষ গোলোযোগ দেখা যায়। বৃহৎ সংহিতার মতে প্রথমে সুর্য্য, তৎপরে চন্দ্র, রাহু, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র এবং সর্ব্বশেষে শনি। আমরা বরাহ মিহির চারিজন পাইয়াছি। (৪)

১। বৃহৎ সংহিতা রচয়িতা প্রথম বরাহ ৫৭ খৃঃ পূঃ।

২। পৈতামহ সিদ্ধান্ত রচয়িতা বরাহ ৮০ খৃষ্টাব্দ।

---

(৩) আমাদের জ্যোতিষ, যোগেশ বাবু কৃত; ৭৭ পৃষ্ঠা।

(৪) প্রবাসী ১৩১৮।১৮ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠা, মল্লিখিত বরাহ মিহির প্রবন্ধ দেখুন।

৩। বৃহৎ সংহিতার সংক্ষেপ কর্ত্তা বরাহ ২৮৫ খৃষ্টাব্দ।

৪। " সংস্কার কর্ত্তা বরাহ ৫০৫ খৃষ্টাব্দ।

অতএব ৫০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জ্যোতিষ সৌরকেন্দ্রিক ছিল বলা যাইতে পারে।

আর্য্যভট ৪২৭ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার শিষ্য লল্ল তৎকৃত গ্রন্থে ভূভ্রমণ খণ্ডন করিয়াছেন। (৫) অতএব ৪২৭ + ৭৮ = ৫০৫ খৃষ্টাব্দেই ভূভ্রমণবাদে প্রথম আপত্তি হইয়াছে। পরে ব্রহ্মগুপ্তও আপত্তি করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ছিলেন, তিনিও ভুভ্রমণবাদ স্বীকার করেন নাই। ৫০৫ হইতে ১১১৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই সমস্ত পুরাণ বিকৃত হইয়াছে। এই সময়কেই আমরা বিকৃত পৌরাণিক যুগ বলিব। এই সময়েই পুরাণে ভৌমকেন্দ্রিক জ্যোতিষ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আর্য্যভট্টের টীকাকার, ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী, পরমেশ্বর লিখিয়াছেন "পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির, তবে কেহ কেহ পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতি এবং নক্ষত্র সমূহের গতির অভাব বলেন, তাহা ঐ দৃষ্টান্তের মিথ্যা জ্ঞান।" (৬)

যাস্কীয় ভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্কন্দস্বামী বলিয়াছেন "পৃথিবীর বস্তুতঃ গতি নাই, কিন্তু যেমন আত্মা, আকাশ প্রভৃতির দূরদেশও উপলব্ধি হয়, পৃথিবীরও সেইরূপ হয় বলিয়া ভাষ্যকার (যাস্ক) তাহার গতি আছে বলিয়াছেন।" দেবরাজ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—গা ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া "গো" পদ হউক, কিন্তু সেই গা ধাতুর অর্থ গতি নহে—"স্তুতি।" অতএব পৃথিবীকে স্তব করা যায় বলিয়া, অথবা পৃথিবীতে থাকিয়া লোকে স্তুতি করে বলিয়া তাহার নাম "গো" (৭)।

---

(৫) আমাদের জ্যোতিষী ৮১ পৃষ্ঠা।

(৬) আমাদের জ্যোতিষী ৭৭ পৃষ্ঠা

(৭) ভারতী ১৩১০।৭৯৯ পৃষ্ঠা।

কিন্তু যাস্কের "গো" শব্দের যদ্দূরং গতাভবতি "ন্যায়" ইংরাজীতেও গো (go) গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাতেও বুঝা যায় কত প্রাচীন-কাল হইতে "গো" শব্দ গমনার্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে ৫০৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পরে হইতে ভূভ্রমণবাদ খণ্ডিত হইয়া জ্যোতিষ ভৌমকেন্দ্রিক হইয়াছে। সেই সময় হইতেই পৃথিবী অচলা ও আধার যুক্তা হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর আধার সম্বন্ধীয় অপবাদ দূর করিয়াছেন। (জ্যোতিষতত্ত্ব দেখুন)।

(১১) ঋগ্বেদের ১।১৬০।৪ ও ৪।৫৬।৩ ঋকের অর্থ ১৪৩ ও ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

শুনঃশেপ ঋষি বলিয়াছেন (১।২৪ সূক্ত)—

শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্‌গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্‌ ॥১৩

পৃথিবী দ্রুতগামী আদিত্য দ্বারা তিন স্থানে আবদ্ধ হইয়া ব্যাপ্তভাবে সতত গমন করিতেছে। জ্ঞাত (অর্থাৎ বিখ্যাত) সতত সমুদ্রমধ্যগামী দীপ্তিশালী বরুণ (পৃথিবীকে) সৃষ্টি করতঃ পাশ (অর্থাৎ আকর্ষণ) মোচন না করিয়া অধোগমন হইতে রক্ষা করিতেছেন। *

(১২) ঋগ্বেদের ১০।৮৯।৪ ঋকের অর্থ ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(১৩) অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন (১।১৮৩ সূক্ত)—

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং ॥৬ঋক।

হে অশ্বিদ্বয়! (তোমাদের অনুগ্রহে) আমরা তমঃ পারে উত্তীর্ণ

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—"শুনঃশেপ ধৃত হইয়া ও তিনপদ কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল; অতএব বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ তাহাকে মুক্তি দিন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

হইব, তোমাদিগের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্যপথে যজ্ঞে আগমন কর, তাহা হইলে আমরা অন্ন, বল, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি (রমেশ)।

এই ঋক আর্য্যগণের মেরু প্রদেশে বাস কালে রচিত হইয়াছে। কারণ মেরু প্রদেশে প্রতি মিথুনেই সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উদয় হয়, অন্য নক্ষত্রে উদয় হয় না। অশ্বিনী দেববান পথে আসিলেই সূর্য্যও আসিবে, সুতরাং তমঃ অর্থাৎ রাত্রি পার হইয়া দিবস আসিবে, মেরুবাসীগণ রাত্রির অন্ধকার হইতে ত্রাণ পাইবে। এই জন্যই **অশ্বিনী** প্রথম নক্ষত্র। মেরু প্রদেশে বাস কাল হইতেই ইহা প্রথম নক্ষত্র।

(১৪) ঋগ্বেদের ১০।৮৯।৪ ঋক ও বিষ্ণুপুরাণের ২।৮ অঃ ১৬৫ ও ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ১।১৫৪।২ ঋক ১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১৫) শুনঃশেপ ঋষি বলিয়াছেন (১।২৪ সূক্ত)—

তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।

শুনঃশেপো যমহ্বদ্‌গৃভীতঃ সো অস্মান্‌রাজা বরুণো মুমোক্তু॥ ১২ ঋক।

সেই গমনশীল রাত্রি সেই দিবসের পতাকা (বরুণকে) হরণপূর্ব্বক গ্রাস করিয়াছে, তাহারা আমাকে ইহাই কহিয়াছে। **শস্বনভাবে** গমনশীলা পৃথিবী যৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ব্যাপ্তভাবে সতত গমন করিতেছে, তিনি আমাদের দীপ্তিদাতা বরুণকে মুক্ত করুন *।

(১৬) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৬১ সূক্ত)—

সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদং নো অবুবুধ।

শ্বানং বস্তোবোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যা ব্যখ্যত॥ ১৩ ঋক।

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—"রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞান ও (এইরূপ) প্রকাশ করিতেছে, আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছে সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তি দান করুন।"

"হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যমণ্ডলে **শয়ন** করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্ম্মে জাগরিত করেন। আদিত্য বলিবেন বায়ু তোমাদিগকে জাগরিত করেন। সংবৎসর (অতি-বাহিত হইয়াছে) এক্ষণে আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর" (রমেশ)।

মূলে "শ্বানং" আছে। ইহার অর্থ রমেশ বাবু "বায়ু" করিয়াছেন। কিন্তু "**শ্বানং**" অর্থ **কুকুর** হইবে। অর্থাৎ "বর্ষ শেষ হইলে কুকুর সূর্য্যকিরণ জাগরিত করিবে।"

পুনর্ব্বসু নক্ষত্র মধ্যে শ্বন্ (Cainis) ও প্রশ্বন্ (Procyon) নামক তারা আছে, ইহাদের অর্থ কুকুর। সুতরাং পুনর্বসুই উপরোক্ত ঋকের "শ্বানং"।

দক্ষিণায়ণে রাত্রি বড় এবং দিবস ছোট হইয়াছে। এইকালে সূর্য্যকিরণ (ঋভুগণ) যেন আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়াছিল, কুকুর দক্ষিণায়ন শেষে সেই নিদ্রিত সূর্য্যকিরণ বা ঋভুগণকে জাগরিত করিল, সুতরাং তখন হইতে সূর্য্যকিরণের তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন বড় হইতে লাগিল। এই হইতে **উত্তরায়ন** আরম্ভ হইল। পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে সমস্ত ঋভুগণ **জাগরিত** হইবে, তখন নূতন বৎসরও আরম্ভ হইবে। এই স্থানেই উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে।

এই ঋক অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, এই ঋকে পুনর্বসুতে ক্রান্তিপাত বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রান্তিপাত হইতে পারে না, কারণ ঋকে লিখিত আছে, "কে সূর্য্যকিরণ **জাগাইবে?**" উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই কিরণ জাগরিত হইতে আরম্ভ হয়। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত সময়ে প্রায় অর্দ্ধাংশ ঋভু বা কিরণ জাগরিত হয়। সুতরাং ঋভুর প্রথম জাগরণ লক্ষ্য করাতেই উত্তরায়ণারম্ভ বুঝাইতেছে। অতএব পুনর্বসুতে উত্তরায়ণ **শেষই** ধরিতে হইবে। খৃঃ পূঃ ৪৩০২।৯

হইতে ৩৩৪৭।১।১০ দিন পর্য্যন্ত পুনর্বসুতে উত্তরায়ণ শেষ হইয়াছে। (৪৩ ও ৪৪ পৃষ্ঠা)। পুনর্বসুতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত খৃঃ পূঃ ৬৪০৪।১০।২১ দিন হইতে ৫৪৪৯।৪ মাস পর্য্যন্ত হইয়াছে। এ সময় দীর্ঘতমা ঋষি ছিলেন না। প্রথম দীর্ঘতমা খৃঃ পূঃ ৪৬৯৮ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। উপরোক্ত ঋক-কর্ত্তা দীর্ঘতমা ৪৩০২ খৃঃ পূঃতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বৎসরে পুনর্বসু নক্ষত্রে উত্তরায়ণ শেষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। উত্তরায়ণ শেষ বা দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইতে এই সময় বৎসর গণনা আরম্ভ হইত।

(১৭) ইন্দ্র ঋষি বলিয়াছেন (১০।৮৬ সূক্ত)—

যদুদংচো বৃষাকপে গৃহমিংদ্রাজগংতন।
কস্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগঞ্জনয়োপনো বিশ্বস্মাদিংদ্র উত্তরঃ॥ ২২ ঋক।

হে বৃষাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া গৃহে গমন করিলে, সেই বহুভোজী হরিণ কোথায় গেল? লোকদিগের সেই শোভা সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। (রমেশ)

মূলে "মৃগ" শব্দ আছে, এই মৃগ অর্থ হরিণ নহে—মৃগশিরা নক্ষত্র। উত্তরায়ণ শেষে সূর্য্য মৃগশিরা নক্ষত্রে সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্র পুঞ্জ অদৃশ্য হয়। সুতরাং এই সময় দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়। ইন্দ্র ঋষি জল-প্লাবনের পূর্ব্বের ঋষি। ইনি সুমেরু প্রদেশে ছিলেন। মৃগশিরা নক্ষত্রে অয়ন ধরিয়া ইনি অব্দ গণনা প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গণনা প্রচলিত হইয়াছিল না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ২৮২ অধ্যায়ে যে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে, তাহাতে মৃগরূপী যজ্ঞ ভস্ম হইয়াছিল লিখিত আছে; ইন্দ্র ঋষির অব্দ গণনা অপ্রচলিত হইবার বিবরণই ইহাতে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৮) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৬৪ সূক্ত)—

দ্বাদসারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।

"আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥১১ ঋক।

সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অর বিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চারিদিকে পুনঃ-পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে ও কদাচিৎ জরাগ্রস্থ হয় না। হে অগ্নি! এই চক্রে পুত্ররূপ সপ্তশতবিংশতি মিথুন বাস করে" (রমেশ)। অমৃতস্য অর্থ (অ অভাব—মৃত মরণ) অমরের বা দেবতার।

সায়ন মতে ৭২০ মিথুন অর্থ "৩৬০ দিবা ও ৩৬০ রাত্রি।" এই অর্থ ঠিক নহে। দিবা ও রাত্রি উভয়ে মিলিয়া মিথুন হইতে পারে, দিবা ও রাত্রি পৃথকভাবে অর্থাৎ কেবল দিবা বা কেবল রাত্রিকে মিথুন বলা যাইতে পারে না।

(১৯) মরীচিপুত্র কশ্যপ ঋষি বলিয়াছেন (৮।২৯ সূক্ত)—

সদো দ্বা চক্রাতে উপমা দিবি সম্রাজা সর্পিরাসুতী॥ ৯ ঋক।

গমনশীল (ভগ ও অংশ) দুইজন গমন করিতে করিতে দ্যুলোক সাম্রাজ্য (সীমা) (কর্কটক্রান্তি) তুল্যরূপে পরিমাণ করতঃ প্রকাশ করেন।*

বিভির্দ্বা চরত একয়া সহ প্র প্রবাসেব বসতঃ॥ ৮ ঋক।

দুই জন (বরুণ ও মিত্র) এক জনের (অর্থাৎ সমুদ্রের) সহিত প্রবাসীর ন্যায় বাস ও পৃথকভাবে বিচরণ করেন।

এই বরুণ অস্তগামী সূর্য্য। বরুণ বিষুব রেখার দক্ষিণে অবতরণ করেন।. "মিত্র" উদিত সূর্য্য। মিত্র বিষুব রেখার উত্তরে উদয়

---

* রমেশ বাবুর অর্থ—"পরস্পর উপমেয়ভূত দুই জন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তি-শালী ও ঘৃতরূপ হব্য বিশিষ্ট। তাঁহারা দ্যুলোকের স্থান নির্ম্মাণ করেন।"

হন। এই অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কাল সূর্য্য বিষুব রেখার দক্ষিণে প্রবাস করেন। ইহাই মেরু প্রদেশে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন।

এই সূক্তের মূলে লিখিত আছে এই সূক্ত বৈবস্বত মনু বা মরীচিপুত্র কশ্যপ ঋষি দৃষ্ট। কিন্তু বৈবস্বত মনু এবং মরীচিপুত্র কশ্যপ কে কোন ঋক দৃষ্টি করিয়াছেন তাহা লিখিত নাই। আমাদের বিবেচনায় বৈবস্বত মনু এই ঋক দ্রষ্টা হইতে পারেন না, কারণ এই ঋকটি মেরু প্রদেশে দৃষ্ট, অন্যত্র দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। মূলে কেবল মনু লিখিত আছে। (ইতিহাস ভাগে এই বিষয় বিস্তারিত লিখিত হইবে)।

(২০) অঙ্গিরা ঋষির পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি কথিত ১।৩৫।৩ ঋক ১।১৯ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই ঋকের লিখিত দুই "শ্বেত অশ্ব" অশ্বিনী নক্ষত্র হয়। দূরদেশ অর্থ বিষুব রেখার নিম্ন প্রদেশ। ৬ মাস সূর্য্য উদয় হয় না। ৬ মাসের পর সূর্য্যকে অশ্বিনী নক্ষত্রে উদয় হইতে দেখিয়া এই ঋক রচিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা মেরু প্রদেশে রচিত।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন (৭।৭৬।২ ঋক)—

প্র মে পংথা দেবয়ানা অদৃশ্রন্নমর্ধংতো বসুভিরিষ্কৃতাসঃ
অভূদু কেতুরুষসঃ পুরস্তাৎপ্রতীচ্যাগাদধি হর্মেভ্যঃ ॥

আমি, হিংসাশূন্য তেজোদ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে দর্শন করিয়াছি, উষার কেতু পূর্ব্বদিকে ছিলেন। উষা আমাদের অভিমুখী হইয়া উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন।" (রমেশ)।

ত্রিত ঋষি বলিয়াছেন (১০।২ সূক্ত)—

যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বাপস্ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।
পংথামনু প্রবিদ্বাৎপিতৃয়াণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি ॥৭ঋক

* রমেশবাবুর অর্থ দুইজন (অশ্বিদ্বয়) এক স্ত্রীর সহিত প্রবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন।

দ্যাবা পৃথিবী হইতে তোমার জন্ম, জল হইতে তুমি জন্মিয়াছ, যিনি উত্তম নির্ম্মাণ করিতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। পিতৃলোকে যাইবার কোন পথ তাহা তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জল্য ধারণ কর, যাহাতে ঐ পথ আলোকময় হইয়া উঠে। (রমেশ)।

(২৩) বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫ অধ্যায়—

সপ্তোত্তরাণ্যশীতানি নববর্ষশতানি তে।

মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যং সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥৩২

"নয়শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয়মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে।" জ্যোতিষ তত্ত্বে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

(২৫ দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৫৮।৬ ঋক)—

দীর্ঘতমা মামতেয়ো জুজুর্বান্দশমে যুগে।

অপামর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ ॥

সতত গমনশীল কালের পরিমাণ কারীর নাম মমতা, তাহার পুত্র দীর্ঘতমা নামক কাল দশম যুগান্তে জীর্ণ হইয়াছে বা শেষ হইয়াছে। অতঃপর পরিমাণ জন্য ব্রহ্মা সারথি হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মচক্র চলিতেছে। *

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ইতিহাস ভাগে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইবে।

ইত্থং যুগ সহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।

কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী ॥

সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১।২০ শ্লোক।

"সহস্র যুগে এক কল্প হয়; প্রতি কল্পের অবসানে সর্ব্বভূতের বিনাশ

* রমেশবাবুর অর্থ—মমতার পুত্র দীর্ঘতমা, দশম যুগ অতীত হইলে জীর্ণ হইয়াছিল। যে সকল লোক কর্ম্মফল পাইতে বাসনা করে, তিনি তাহাদিগের নেতা এবং সারথি।

অর্থাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিনমান হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও ঐরূপ জানিবে।"

(২৬) পাশ্চাত্যমতে সূক্ষ্ম গণনায় কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি ১১·৭" সেকেণ্ড হয়। কিন্তু গণনার মিলের জন্য আমরা ১১·৩৪" সেকেণ্ড ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। হিন্দু শাস্ত্রমতে বর্ত্তমান ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ৫০১২ কলির গতাব্দা চলিতেছে।১১·৩৪" সেকেণ্ড গতি ধরিয়া গণনা করিলে কলির এই গতাব্দার সহিত ঐক্য হয়। ১১·৭" সেকেণ্ড গতি অনুসারে গণনার ঠিক মিল হয় না। পাশ্চাত্যমতেও সাধারণতঃ ১২" সেকেণ্ড গতি ধরা হয়, সুতরাং মিলের অনুরোধে ১১·৩৪" সেকেণ্ড গতি ধরা অসঙ্গত নহে। এই দুই গণনায় প্রভেদ অধিক নহে। যথা—

(ক) ৩৫০ × ৬০′ × ৬০" = ১২৯৬০০০" ÷ ১১·৭"

= ১২৯৬০০০ × ১০ ÷ ১১৭ = ১১০৭৬৯ বৎসর।

(খ) ১২৯৬০০০" ÷ ১১·৩৪"

= ১২৯৬০০০ × ১০০ ÷ ১১৩৪ = ১১৪২৮৫ বৎসর।

গণনার মিলের জন্য ৭।২।১২ দিন বাদ দেওয়ায় ১১৪২৮৫ – ৭।২।১২ দিন = ১১৪২৭৭।৯।১৮দিন হইল (৪০পৃষ্ঠা)।

অতএব (খ) ১১৪২৭৭।৯।১৮—(ক) ১১০৭৬৯ = ৩৫০৮ বৎসর হয়।

১১·৩৪" সেকেণ্ড গতি ধরিয়া আমরা এই ৩৫০৮ বৎসর অধিক ধরিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ১২" ধরিয়া ১১০৭৬৯—১০৮০০০ = ২৭৬৯ বৎসর কম ধরিয়া থাকেন। এই উভয় প্রকার প্রভেদই ধর্ত্তব্য নহে।

(২৭) সূর্য্য সিদ্ধান্তে লিখিত আছে—(তৃতীয় অধ্যায়)—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।

তদ্‌গুণাদ্‌ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাৎযদবাপ্যতে।
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ ॥৯

কৃত যুগে ৩০ বার ভ চক্র পূর্ব্ব অর্থাৎ অগ্রদিকে পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ অগ্রসর হয়। পৃথিবীর দিনের পরিমাণকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যায়, সেই দশাপ্তাংশ অর্থাৎ দশমাংশকে ২ ও ৩ দ্বারা গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহার নাম অয়ন।

এই ৩০ ভ চক্র সত্যযুগের পরিমাণ। পৃথিবীর দিনের পরিমাণকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিলে দশমাংশ বা দশাপ্তাংশ বা কলিযুগের পরিমাণ পাওয়া যায়। এই পরিমাণকে ২ দিয়া গুণ করিলে দ্বাপর ও ৩ দিয়া গুণ করিলে ত্রেতার পরিমাণ পাওয়া যায়।

প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে।
অন্তরাংশৈ রথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥১১

চক্রের অগ্রগতির পরিমাণ সূর্য্য স্থান হইলে বিয়োগ করিলে করণের (ক্ষেত্রের) যে অন্তরাংশ পাওয়া যায়, তাহার অল্পাংশ (চক্রকে) আবৃত করে এবং অধিকাংশ (বিষুবচ্ছায়া বা ক্রান্তিপাত) পিছাইয়া পড়ে।

অতএব চক্রের অগ্রগতির অর্থাৎ কক্ষা পরিবর্ত্তন বা মন্দোচ্চের গতির পরিমাণ ১২″ বিকলা + ক্রান্তিপাত গতি ৫৪″ বিকলা = ৬৬বিকলা করণ অর্থাৎ ক্ষেত্রের অংশ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে ৬১·৯″ বিকলা ক্ষেত্রের পরিমাণ। ৬৬ − ৬১·৯ = ৪·১″ বিকলা প্রভেদ দেখা যায়। প্রাচীন কালে ৪৮·৬″ ক্রান্তিপাত গতি ধৃত হইত। ৪৮·৬ + ১২ = ৬০·৬″ বিকলা হয়। ৬১·৯″ − ৬০·৬ = ১·৩″ বিকলা প্রাচীন মতের সহিত প্রভেদ হইতেছে। পাশ্চাত্য মতে ৬১·৯ − ৫০·২ = ১১·৭″ সেকেণ্ড কক্ষা পরিবর্ত্তন বা মন্দোচ্চের গতি (কাহারও মতে ১১·২৫

সেকেণ্ড)। এই গণনা অতি সূক্ষ্ম। আমরা গণনার সুবিধার জন্য এবং বর্ত্তমান ৫০১২ কলির গতাব্দার সহিত মিল করিবার জন্য ১১'৩৪" সেকেণ্ড ধরিলাম।

(২৮) পরিশিষ্ট (২৫) দেখুন।

৪। পৃথিবীর বয়স।

(১) প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন (৩।৫৫।১১ ঋক)—

নানা চক্রাতে যম্যাবপুংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্যং।

শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥

"মিথুনভূত (অহঃ ও রাত্রি) নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণ বর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাহাদের একজন দীপ্তিশালী ও অন্য জন কৃষ্ণবর্ণ। দেবগণের মহৎ বল একই।" (রমেশ)।

প্রজাপতি ঋষি অতি প্রাচীন ঋষি। সুতরাং এই ঋক আর্য্যগণের মেরুপ্রদেশে বাসকালে রচিত হইয়াছে। মিথুনকে তাঁহারা যমী বলিতেন।

(২) বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন (৭।৯৭।৬ ঋক)—

তং শগ্মাসো অরুষাসো অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহংতি।

সহশ্চিদ্যস্য নীলবংসধস্থং নভো ন রূপমরুষং বসানাঃ॥

সেই বৎসর পরিমিত মাসযুক্ত, সূর্য্যজাত বৃহস্পতিকে, সূর্য্য জ্যোতির আচ্ছাদনহীন (অর্থাৎ রাত্রিতে) নীলবর্ণ আকাশে ধৃত ও

অবস্থিত ঐ রাশি সমূহের সহিত একত্র বহনশীল অশ্বগণ (অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহ) বহন করিতেছে।*

"অব্দং বসতি যো রাশৌ," ইনি (বৃহস্পতি) এক বৎসর কাল এক রাশিতে বাস করেন। (মৎস্যপুরাণ ১২৭ অধ্যায় ৬ শ্লোক)।

(৩) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৬৪।১৩ ঋক)—

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব নশীর্যতে সনাভিঃ॥

নিয়ত পরিবর্ত্তমান পঞ্চ অর বিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রহিয়াছে; উহার অক্ষ প্রভূত ভার বহনেও ক্লান্ত হয় না এবং উহার নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখন শীর্ণ হয় না। (রমেশ)।

সায়ণ মতে এই পঞ্চ অর পঞ্চ ঋতু। তিনি বলেন হেমন্ত ও শিশির এক ধরিয়া পঞ্চ ঋতু এক সময়ে প্রচলিত ছিল। সায়ণ ভ্রম করিয়াছেন (১০ পৃষ্ঠা)। এই চক্রটি প্রাজাপত্য যুগ গণনা চক্র।

(৪) পরিশিষ্ট ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৫) বিষ্ণুপুরাণ মতে কাল গণনা—

পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা হয়।
ত্রিশ কলায় এক ঘটিকা। দুই ঘটিকায় এক মুহুর্ত্ত হয়।

* রমেশ বাবুর অর্থ—সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক। তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ (আছে)।

উপরের লিখিত অর্থ সহ এই অর্থ মিল করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বেদ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হওয়াতে কত ক্ষতি হইয়াছে, কত জ্যোতিষতত্ত্ব লোপ পাইয়াছে। এই রূপ বিকৃত অর্থ আজ নূতন নহে, বহুদিন হইতেই হইয়াছে। বৃহস্পতি দ্বারা অব্দ গণনা প্রণালীও লোপ পাইয়াছে। বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা মধ্যে যে বৃহস্পতি দ্বারা অব্দ গণনা পাওয়া যায় তাহা ভ্রমপূর্ণ।

ত্রিশ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের অহোরাত্রি। ১৫ অহোরাত্রিতে এক পক্ষ। দুই পক্ষে এক মাস। ছয় মাসে এক অয়ন।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ, এই দুই অয়নে এক বৎসর হয়।

অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দ্দেবানামুত্তরং দিনম্। ৯। অর্থাৎ দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি ও উত্তরায়ন দিবা। ১৩ অধ্যায়। (বিষ্ণুপুরাণ)

(৬) পরিশিষ্ট ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৭) একদিন দেব গুরু বৃহস্পতি দেবরাজের সভায় প্রবেশ করিলে, দেবরাজ তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন না, তজ্জন্য তিনি অভিমানে কিছুদিন অদৃশ্য হইয়া ছিলেন। এই সময় ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। ইহার মাতা দৈত্যকন্যা ছিলেন। বিশ্বরূপের তিন মুণ্ড ছিল। দেবগণ বিশ্বরূপের পিতৃপক্ষ; তজ্জন্য তিনি অতি বিনীতভাবে ও প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদিগকে যজ্ঞীয় হবির ভাগ প্রদান করিতেন; কিন্তু মাতৃ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে অসুর-দিগকেও তাহার অংশ দিতেন। এই অপরাধে ইন্দ্র তাহার তিন মুণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন। পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে ত্বষ্টা ইন্দ্রের নাশকর্ত্তা এক ভয়ঙ্কর দানবকে দক্ষিণাগ্নি হইতে সৃষ্টি করিলেন। এই দানবের নাম বৃত্র। বৃত্র জন্মিলে ইন্দ্র তেজোহীন হইলেন। বিষ্ণুর আদেশে দধীচী মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়া ইন্দ্র তদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬ স্কন্ধ ৭ অধ্যায়)।

এই গল্পটি একটি রূপক। দেবগণ বৃহস্পতির সাহায্যে বৎসর গণনা করিতেছিলেন, তাহা রহিত করিয়া হিমালয় প্রদেশে অয়ন দ্বারা বৎসর গণনা আরম্ভ করিলেন। মৃগ নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে এই সময় উত্তরায়ণ শেষ হইয়া দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইত। এই মৃগ নক্ষত্রেরই এক নাম

বিশ্বরূপ। বৃহস্পতি দ্বারা অব্দ গণনা কালে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে বৎসর গণনা হইত, এবং বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে সারদীয় ক্রান্তিপাত পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ এবং সারদীয় ক্রান্তিপাত হইতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ ধরা হইত। অয়ন দ্বারা বৎসর গণনা আরম্ভ হইলে মৃগ নক্ষত্র হইতে মূলা নক্ষত্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি হইতে মকর ক্রান্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ এবং মকর ক্রান্তি হইতে কর্কট ক্রান্তি পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ গণনা আরম্ভ হইল। দেবগণের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইহাতে প্রত্যেক অয়নে দেবযান ও পিতৃযান পথ অর্থাৎ অসুরদিগের পথ, দুইই থাকিল। ইহাই বিশ্বরূপের হবিরূপ সূর্য্য কিরণের ভাগ অসুরদিগকে দেওয়া। ইন্দ্র এই অপরাধে বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রের মস্তক মাত্র এই সময় নক্ষত্র চক্রে গৃহীত হইয়া মৃগশিরা নাম হইল। দক্ষিণাগ্নি হইতে বৃত্রাসুরের সৃষ্টি অর্থ দক্ষিণায়ণে সূর্য্যের তেজোহ্রাস। যতই দক্ষিণে সূর্য্য আইসে ততই তেজ হ্রাস হয়, বৃত্র কর্ত্তৃক তেজ নষ্ট হয়। অবশেষে মকর ক্রান্তিতে সূর্য্য বা ইন্দ্র আসিলে সূর্য্যের তেজ অনেক হ্রাস হইয়া যায়। বৃত্র বধ না হইলে এই তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, তজ্জন্য দধীচী মুনির স্মরণ লইতে হইল। ধনু রাশিই দধীচি ঋষি, এইজন্যই ধনুরাশির অশ্বমূর্ত্তি। অশ্বের মনুষ্য মস্তক হইবার গল্প পৃথক আছে তাহা জ্যোতিষতত্ত্বে লিখিত হইবে। দধীচী মুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দক্ষিণ ছায়া পথ। এই স্থানে দক্ষিণায়ণ শেষ হয় এবং উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, বৃত্র বধ হইতে সূর্য্য বা ইন্দ্র স্বীয় তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে থাকে উত্তর ছায়া পথে মৃগশিরার নিকটে আসিলে বৃত্র বধ শেষ হয়। সূর্য্য পূর্ণ তেজ বা বল প্রাপ্ত হন। এই সময় বৎসর গণনার আরম্ভ হইয়াছিল, ইহারই নাম "বৃত্রবধাব্দ।"

(৮) রহুগণ পুত্র গৌতম ঋষি বলিয়াছেন—(১।৮৪।১৩ ঋক)—

ইংদ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্য প্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্ণব॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থিদ্বারা বৃত্রগণকে (৯০ × ৯) **নবগুণ নবতী** অর্থাৎ ৮১০ বধ করিয়াছেন।

দক্ষিণ ছায়া পথ দধীচির **অস্থি**। দধি (দ দক্ষিণ—ধা ধারণ করা) দক্ষিণ দিকে ধারণ করা—ঈচ গমন করা অর্থাৎ যে দক্ষিণ দিকে ধারণ করে ও তথা হইতে গমন করায়, তিনি দধীচি। ৮১০ বৎসর পর্য্যন্ত এই **অব্দ** গণিত হইয়াছিল।

(৯) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৬৪।১৪ ঋক)—

স নেমি চক্র মজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশযুক্তা বহংতি।

নেমি সহ সেই জরা রহিত চক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে। **দশজন** (যুগ) এক যোগে (তাহাকে) উর্দ্ধে বহন করিতেছে। *

মূলে আছে—"উত্তাণায়াং দশযুক্তা বহংতি।" রমেশবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন "দশজন একযোগে উর্দ্ধদেশে মিলিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করিতেছে।" পৃথিবী জ্ঞাপক কোন শব্দ মূলে নাই।

সায়ন বলেন "১০জন অর্থাৎ ইন্দ্রাদি পঞ্চ লোকপাল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং নিষাদ এই পাঁচ জাতি।" বেদার্থ যত্ন বলেন, "১০ অশ্ব।" ইহাদের কাহারই অর্থ ঠিক হয় নাই। দশজন অর্থ ১০ **যুগ**। এই ঋকের লিখিত ৭২০ × ১০ = ৭২০০ বৎসর অর্থাৎ ১০টি **ভ** চক্র গণিত হয়। এই ১০টি ভ চক্রই ১০ যুগ বা ১০জন।

---

* রমেশবাবুর অর্থ—"সমান নেমি বিশিষ্ট জরা রহিত (কাল) চক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে। দশজন একযোগে উর্দ্ধদেশে মিলিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করিতেছে।"

"Perhaps the ten regions of space would be more appropriate."

WILSON.

আর একস্থলে দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৫৮।৪ ঋক)—

উপস্তুতিরৌচথ্যরুষ্যেণ্যা মামিমে পতত্রিণী বি দুগ্ধাং।

মা মামেধো দশতয়শ্চিতো ধাক্ প্র যদ্বাং বদ্ধস্ত্মণি খাদতি ক্ষাং॥

হে মহৎ অশ্বিদ্বয়! (তোমাদিগের) সন্মুখে অবস্থিত এই উর্দ্ধের তনয় (অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে অবস্থিত) যেন অধোগমন করে না। নিত্য প্রত্যাবর্ত্তনশীল (অহোরাত্রি) যেন আমাকে জীর্ণ করিতে না পারে। দশবার (দশযুগে) প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত পাশবদ্ধ এই ব্যক্তি ক্ষীণতাকে ভক্ষণ করিতেছে অর্থাৎ ক্ষীণ হইতেছে। *

রমেশ বাবু "ক্ষাং" অর্থ ভূমি করিয়াছেন। ক্ষাং অর্থাৎ ক্ষাম্ (ক্ষৈ ক্ষীণ হওয়া) অর্থ ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হওয়া। এস্থলে "পরমায়ু ক্ষীণ হইতেছে" বুঝিতে হইবে।

অন্য এক স্থানে দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৫৮।৫ ঋক)—

ন মা গরন্নদ্যো মাতৃতমা দাসা যদীং সুসমুব্ধমবাধুঃ।

শিরো যদস্য ত্রৈতনো বিতক্ষৎ স্বয়ং দাস উরো অংসাবপি গ্ধ॥

অন্ধকারপূর্ণ অধঃ ও উর্দ্ধদেশে রক্ষিত এই দাসকে যেন পরিমিত সীমাবদ্ধ তম (অন্ধকার) গ্রাস না করে, আকাশও যেন গ্রাস না করে। স্বয়ং দাস মস্তক, বক্ষ এবং অপর অংশে (পদে) গগনে ধৃত ও তিন স্থানে (ত্রৈতনে) আবদ্ধ রহিয়াছে †।

---

* রমেশবাবুর অর্থ—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তুতি, উচথ্যতনয়কে রক্ষা করুক। নিত্য প্রত্যাবর্ত্তনশীল (অহোরাত্র) যেন আমাকে শীর্ণ করিতে না পারে, দশবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত এই ব্যক্তি, পাশবদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে।

† রমেশ বাবুর অর্থ—"মাতৃ স্থানীয় নদীজল আমাকে যেন গ্রাস না করে, দাসেরা এই সঙ্কুচিতাঙ্গ (বৃদ্ধকে) নিম্নমুখে প্রক্ষেপ করিয়াছে। ত্রৈতন ইহার মস্তকচ্ছেদন

ত্রৈতন অর্থ তিন স্থানে অর্থাৎ মস্তক **কর্কট**ক্রান্তিতে, বক্ষ **বিষুব**রেখায় এবং পদ **মকর**ক্রান্তিতে আবদ্ধ আছে।

এই চক্রের নামই **দীর্ঘতমা** চক্র।

(১০) পরিশিষ্ট ১৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

(১১) শুনঃশেপ ঋষি বলিয়াছেন (১।২৪।১২, ১৩ ঋক)—

তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।

শুনঃশেপো যমহ্বদ্‌গৃভীতঃ সো অস্মান্‌রাজা বরুণো মুমোক্তু॥ ১২

শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্‌গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ। অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্‌॥ ১৩

রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও (এইরূপ) প্রকাশ করিতেছে, আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছে, সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তিদান করুন। ১২ (রমেশ)।

শুনঃশেপ ধৃত হইযা ও তিনপদ কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল; অতএব বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ তাহাকে মুক্তি দিন্‌, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিন। ১৩ (রমেশ)।

এই শুনঃশেপ সম্বন্ধে দুইটি প্রসিদ্ধ গল্প অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় গল্প আছে যে, রোহিতের পিতা রাজা **হরিশ্চন্দ্র** রোহিতকে বলি দিবার প্রস্তাব করেন, তাহাতে পুত্র সম্মত হয় না, পরে রোহিতের পিতা **অজীগর্ত্ত**কে সম্মত করাইয়া তাহারই সন্তান **শুনঃশেপ**কে বলি দেওয়া স্থির করেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পরামর্শ অনুসারে দেবগণের স্তুতি করিয়া অবশেষে

করিয়াছে, দাস স্বয়ং বক্ষস্থল ও অংশদ্বয়ে আঘাত করিয়াছে।" এই ত্রৈতন অর্থ ত্রেতাযুগ হইতে পারে। ত্রেতাযুগে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় এই ঘটনা হইয়াছিল।

মুক্তি পান। (২) রামায়ণ বালকাণ্ডে ৬১ সর্গে লিখিত আছে—অযোধ্যাধিপতি রাজা **অম্বরীষ** যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র, তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়াছিলেন। পুরোহিত অপহৃত পশুর পরিবর্ত্তে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি মনুষ্য বলি প্রদান করিতে পরামর্শ দিলেন। রাজা ব্রহ্মর্ষি **ঋচিকের** মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া আনিলেন। এবারেও শুনঃশেপ বিশ্বামিত্র ঋষির পরামর্শ অনুসারে দেবগণের স্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

এই দুই গল্প হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাজা অম্বরীষের সময় নরবলির প্রথাছিল। এই সিদ্ধান্ত ভুল। এই দুইটি গল্প দ্বারা দুইটি অব্দ গণনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র আমাদের গণনা মতে ৫০৩৬৫ সৃষ্টাব্দ বা ৪১৬১ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০৪০৫ সৃষ্টাব্দ বা ৪১২১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইহার রাজত্ব সময়ে ৫০৪০০ সৃষ্টাব্দ বা ৪১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে দীর্ঘতমা চক্রে অব্দ গণনা **শেষ** হইয়াছিল (১।১৫৮।৬ ঋক)।

শুনঃশেপ ঋষির নামে এই বিষয়টি রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। ৺রমেশ বাবুর কৃত অর্থ ব্যতীত এই দুই ঋকের অপর অর্থ আছে—

সেই গমনশীল রাত্রি সেই দিবসের পতাকা (বরুণকে) হরণ পূর্ব্বক গ্রাস করিয়াছে, তাহারা আমাকে ইহাই কহিয়াছে। পৃথিবী যৎ কর্ত্তৃক **গৃহীত** হইয়া ব্যাপ্তভাবে সতত গমন করিতেছে, তিনি আমাদের দাপ্তিদাতা বরুণকে মুক্ত করুন। ১২ ঋক।

পৃথিবী দ্রুতগামী আদিত্য দ্বারা তিনস্থানে আবদ্ধ হইয়া ব্যাপ্তভাবে সতত গমন করিতেছে। জ্ঞাত (অর্থাৎ বিখ্যাত) সতত সমুদ্র মধ্যগামী দীপ্তিশালী বরুণ (পৃথিবীকে) সৃষ্টি করতঃ **পাশ** (অর্থাৎ আকর্ষণ) মোচন না করিয়া অধোগমন হইতে রক্ষা করিতেছেন। ১৩ ঋক।

পৃথিবী যে বক্র ভাবে গমন করে, তাহা সেই প্রাচীন কালে ৪১২৬ খৃঃ পূঃ সময়ে আর্য্যগণ অবগত ছিলেন। এখানে পৃথিবী শয়ন ভাবে গমন করে, বুঝাইবার জন্যই শুনঃশেপ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা জানিতেন পৃথিবী আদিত্যদ্বারা তিনস্থানে (কর্কটক্রান্তি, বিষুর রেখা ও মকর ক্রান্তি) আবদ্ধ হইয়া শয়ন ভাবে গমন করে। এই গল্পের ভাব এই যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় দীর্ঘতমা চক্র শেষ হইলে শুনঃশেপ অর্থাৎ পৃথিবী নিজের বিপদ ভাবিয়া ভীত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল তাহারও বুঝি এই শেষ। তাই প্রার্থনা করিয়াছিল—

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত।
অবাধমানি জীবসে॥ ১। ২৫। ২১ ঋক।

সর্ব্ব উপরের বন্ধন মোচন করিওনা, মধ্যেরটি ছিন্ন করি ওনা, নিম্নেরটি ও রক্ষা কর, যেন বাঁচিয়া থাকি। *

পৃথিবী তিন স্থানে অর্থাৎ উপরে কর্কটক্রান্তিতে, মধ্যে বিষুবরেখায় ও নিম্নে মকরক্রান্তিতে আদিত্যে আবদ্ধ থাকে। এই তিনটি বন্ধন রক্ষা করা জন্য পৃথিবী (শুনঃশেপ) যেন আদিত্য অর্থাৎ বরুণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, অপর পক্ষে শুনঃশেপ (অজীগর্ত্ত পুত্র) ও আত্মরক্ষার জন্য বন্ধন মোচনের প্রার্থনা করিতেছেন। এক ঋকেরই এই দুই বিপরীত অর্থ। ফল কথা শুনঃশেপ ও রক্ষা পাইল, অব্দ গণনাও চলিতে লাগিল, রাজাকেও নরবলি দিতে হইল না। কিন্তু দীর্ঘতমা চক্র আর চলিল না, তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্ম চক্রে দীর্ঘতমা ঋষি বৎসর গণনা আরম্ভ করিলেন। (১।১৫৮।৬ ঋক। এই সময় তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত বা ত্রৈতন কর্ত্তৃক আঘা-

* রমেশ বাবুর অর্থ—আমাদিগের উপরের পাশ খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশ খুলিয়া দাও, যেন অমরা জীবিত থাকি।

িতত হন নাই। (১।১৫৮।৫ ঋক)। বলিরাজ মহিষীর গর্ভে পঞ্চ পুত্রও হয় নাই। তবে তাঁহার দীর্ঘতমা চক্র জীর্ণ হইয়াছিল। বলিচক্রে বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

বলিচক্র। দীর্ঘতমা চক্র অপ্রচলিত হইল, বলিচক্রে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল। এ সম্বন্ধে একটি রূপক গল্প প্রচলিত আছে—

দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়াছিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে নির্জিত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন। এই সময় বিষ্ণু বামন রূপে ইন্দ্রমাতা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উপনয়ণ সংস্কার হইলে তিনি বলিরাজার যজ্ঞে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। বলিরাজা তাঁহার প্রার্থনা মত ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন। তখন বামন বিশালদেহ ধারণ করিয়া এক পদে স্বর্গ ও অপর পদে পৃথিবী অধিকার করিলেন। তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই থাকিল না দেখিয়া বলি নিজ মস্তক পাতিয়া দিলেন। বিষ্ণু এইরূপে বলিকে নিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করতঃ সুতলে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বদা তথায় থাকিয়া বলিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রকে স্বর্গ রাজ্য দান করিলেন (ভাগবত ৮।১৪ – ২৪ অধ্যায়)।

প্রথমে দীর্ঘতমা চক্রই বলিচক্র নামে কথিত হইয়াছিল। দীর্ঘতমা ৫৪″ বিকলা গতি ধরিয়া বৎসর গণনা করিতেন। বলি চক্রে ৪৮·৬″ বিকলা গতি ধরিয়া বৎসর গণিত হইতে লাগিল। দীর্ঘতমার দল আপত্তি করিল কিন্তু আপত্তি টিকিলনা, বলি চক্রই চলিল। ইহাই **বলির** স্বর্গ অধিকার অর্থাৎ মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা দ্বারা কল্পিত চক্রে বৎসর গণনা। বামন ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা লইলেন। একপদে স্বর্গ, একপদে পৃথিবী অধিকার করিলেন, তৃতীয় পদের স্থান কোথায়?

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৫৫।৫ ঋক)—

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি।

তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ংতঃ পতত্রিণঃ ॥

মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্ত্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়। তাহার **তৃতীয়** পদ-ক্ষেপ মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষীগণও (প্রাপ্ত হয় না)। (রমেশ)।

এই দুই পদের এক পদ স্বর্গে ও এক পদ পৃথিবীতে ক্ষিপ্ত হয়। তৃতীয় পদ কোথায়, তাহা মনুষ্যগণ বুঝিতে পারে না, আকাশের পক্ষীগণও প্রাপ্ত হয় না, এই পদ কোথায় ? এক পদ স্বর্গে, এক পদ পৃথিবীতে, ইহাব অর্থই বা কি ? দীর্ঘতমা ঋষি (১।১৫৪।২ ঋক) বলিয়াছেন (১৬৭ পৃষ্ঠা) বিষ্ণু মৃগ অর্থাৎ মকরে, কুচরে অর্থাৎ কর্কটে এবং গিরি বা বিষুব রেখাতে অবস্থিতি করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বর্গ কর্কটক্রান্তি, পৃথিবী মকর ক্রান্তি এবং বলির **মস্তক** অর্থ বিষুব পর্ব্বতের মস্তক বা শৃঙ্গ। বিষ্ণু-পুরাণ মতে এই পর্ব্বত শৃঙ্গবান নামে খ্যাত। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ অধ্যায়)। বল্ অর্থ স্থৌল্য। পৃথিবীর যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল তাহার নাম **বলি**।

বিষ্ণু দান গ্রহণ করতঃ বলিকে বন্ধন করিয়া সুতলে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং বলির নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলেন। এই **সুতল** রাশিচক্রের নিম্ন বা দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত অংশ। এই অংশের মূলা নক্ষত্রের ১০।২০ কলা + পূর্ব্বাষাঢ়ার ১৩।২০ + উত্তরাষাঢ়ার ১৩।২০ + শ্রবণার ১৩।২০ + ধনিষ্ঠার ৩।৪০ = ৫৪অংশ লইয়া বলিচক্র কল্পিত হইল। বিষ্ণুরূপী সূর্য্য সদা বলিচক্রে **বামন** রূপে (অয়ন বিন্দু) উপস্থিত থাকিলেন। এইরূপে বলিচক্রে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বকালে দীর্ঘতমা চক্র শেষ হইলে, বৎসর গণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মহাভারত কাল পর্য্যন্ত এই বলিচক্রে বৎসর গণনা দেখা যায় তৎসময়ে ধনিষ্ঠাতে বৎসর গণনা হইত। (২০০ পৃষ্ঠা)।

(১২) রাজা অম্বরীষের সময় ৫০৯২৯ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ৩৫৯৭ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০৯৬৮ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ৩৫৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত। ৫০৯৪০ সৃষ্টাব্দ বা ৩৫৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দে (২২ পৃষ্ঠা) **বলিচক্র** একবার শেষ হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে দীর্ঘতমা চক্র অপেক্ষা ৫৪০ বৎসর অধিক গণিত হইয়াছিল। এই সময় আবার কোন চক্রে বৎসর গণনা করা হইবে তৎসম্বন্ধে গোলোযোগ হইয়াছিল। অবশেষে বলি চক্রে বৎসর গণনাই চলিয়াছিল। এই ঘটনা শুনঃশেপের বলিদান নামক গল্পে রামায়ণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ও এই সময়ের ঋক ও পূর্ব্ব শুনঃশেপের ঋক একত্র লিখিত হইয়াছে। এবারেও শুনঃশেপ মুক্তি পাইয়াছে। তাহার প্রার্থনা—(১।২৪।১৫ ঋক)—

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥

হে বরুণ! আমার সর্ব্ব উপরের ও নিম্নের বন্ধন (অর্থাৎ **আকর্ষণ**) রক্ষা কর, মধ্যের বন্ধন শিথিল করিও না। হে গমনশীল আদিত্য! তৎপরে অধোগমন হইতে রক্ষা পাওয়া জন্য (আমিও) অচ্ছেদ্যভাবে তোমার **বন্ধনের** (অর্থাৎ আকর্ষণের) অধীনে গমন করিতে থাকিব। *

শুনঃশেপের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বলিচক্রে পুনরায় বৎসর গণনা আরম্ভ হইল। পৃথিবী পূর্ব্ববৎ সূর্য্যের আকর্ষণে থাকিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘতমা ঋষি অকর্ম্মণ্য হইলেন, তাঁহার প্রার্থনা

* রমেশ বাবুর অর্থ—হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতি পুত্র। আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।

(১।১৫৮।৫ ঋক) পূর্ণ হইল না (১৯৩ পৃষ্ঠা) তাঁহার ব্রহ্ম চক্রে গণনাও চলিল না। বলিচক্রানুসারে অর্থাৎ ৪৮.৬" বিকলা গতি ধরিয়া ব্রহ্ম-চক্র গণনা হইতে লাগিল। অন্ধ দীর্ঘতমাকে অকর্ম্মণ্য দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ তাহাকে নদীজলে ফেলিয়া দিবারজন্য ত্রৈতন নামক দাসকে আদেশ করিলেন। দীর্ঘতমা নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ত্রৈতন অর্থাৎ ত্রেতাযুগে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সময়ই অর্থাৎ ৫০৯৪০ সৃষ্টাব্দ বা ৩৫৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দে দীর্ঘতমা ঋষি বলিরাজ গৃহে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে তাঁহার ক্ষেত্রে **অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম** এই পঞ্চপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহারা **নিজ নিজ** নামে পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশ এক হইয়া **বাঙ্গালা** দেশ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া আমরা "**বাঙ্গালী**" নাম প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১৩) ১৯৪ পৃষ্ঠায় ৺রমেশ বাবু কৃত ১।২৪।১২ ঋকের অর্থ দেখুন।

(১৪) "দেবরাজ ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়কে কহিলেন, হে মহাত্মন! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্র সংখ্যা পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভি-জিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর। স্কন্দ এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি **ধনিষ্ঠা** কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এদিকে **কৃত্তিকা**গণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন।" (মহাভারত বনপর্ব্ব ২২৮ অধ্যায়)।

এই ঘটনার পূর্ব্বে কৃত্তিকা নক্ষত্র চ্যুত হইয়াছিল। তাই শতপথ

ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—"এতা হ বৈ প্রাচৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্ব্বাণি হবা অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচৈ দিশশ্চ্যবন্তে" অর্থাৎ কেবল এইটীই পূর্ব্বদিক হইতে চলিয়া যায় না, অন্য সকল নক্ষত্র পূর্ব্বদিক হইতে চ্যুত হয় (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২)। কৃত্তিকা নক্ষত্রশ্রেণী হইতে যতদিন পরিত্যক্ত ছিল, ততদিন তাহার দৃষ্ট বা কাল্পনিক গতি ধৃত হয় নাই। এইজন্য "সে পূর্ব্বদিক হইতে চলিয়া যায় না লিখিত হইয়াছে। এই সময় শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছে।

(১৬) আমাদের গণনামতে পৃথিবীর বয়স ৫৬৪৩৬ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৫৬৪৩৭ বৎসর চলিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্গণ এই বয়স গ্রাহ্য করিবেন না। তাঁহাদের মতে কোটি কোটি বৎসর স্থলে আমি লক্ষ বৎসরও বলি নাই, সুতরাং তাঁহারা অবশ্যই গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক স্তরের বয়স যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। তাঁহাদের ন্যায় গণনা করিলে আমাদের গণনামতে (১) পৃথিবীর বয়স ৫৬৪৩৬, (২) প্রিকেম্ব্রিয়ান স্তরের বয়স ৩৫২৭৪, (৩) কেম্ব্রিয়ান স্তরের ৩৩১৫৮, (৪) সিলুরিয়ান স্তরের ৩১০৪২, (৫) ডিবোনিয়ান স্তরের ২৮৯২৬, (৬) কার্ব্বনিফেরাশ যুগের ২৬৮১০, (৭) পার্মিয়ান স্তরের বয়স ২৪৬৯৪, (৮) ট্রিয়াসিক স্তরের বয়স ২২৫৭৮, (৯) জুরাসিক স্তরের ২০৪৬২, (১০) ক্রিটেসিয়াস্ স্তরের ১৮৩৪৬, (১১) ইওসিন স্তরের ১৬২৩০, (১২) ওলিওজেসিন স্তরের ১৪১১৪, (১৩) মাইওসিন স্তরের ১১৯৯৮, (১৪) প্লায়োসিন স্তরের বয়স ৯৮৮২ বৎসর একত্র যোগ দিলে ৩৪৯৯৫১ বৎসর হয়। সুতরাং এই হিসাবে অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ বৎসর বয়স হয়। কিন্তু গণনার রীতি এরূপ নহে। যাহা হউক এইরূপে গণিলেও ভূতত্ত্ববিদগণ এই বয়স একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না—করিলেও, মানুষ সৃষ্টি হইতে যে গণনার প্রভেদ নাই, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

আমেরিকাবাসী ভূতত্ত্ববিদগণ ১০০০০ বৎসর হইল মানুষ সৃষ্টি ধরিয়াছেন, আমাব গণনামতেও ৯১০০ বৎসর হইল সভ্য মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। ১৬২০০ বৎসর হইল নরসিংহ মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ১০০০০ বৎসর হইল **প্রকৃত মানুষ** সৃষ্টি স্থির হইতেছে। আন্দাজী গণনা অপেক্ষা আমার এই গণনা ঠিক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের গণনা মতে—

নরসিংহ সৃষ্টি	১৬২০০	বৎসর পূর্ব্বে।
কৃষ্ণ বর্ণ মানুষ সৃষ্টি	১৪০০০	,, ,,
রক্তবর্ণ ,,	১২০০০	,, ,,
পীতবর্ণ ,,	১০০০০	,, ,,
শ্বেতবর্ণ ,,	৮৯৭৫	,, ,,

অন্ততঃ আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদ্গণ আমার গণনালব্ধ এই সময় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। **মানুষ** লইয়াই প্রকৃত **ইতিহাস**, সুতরাং **ঐতিহাসিকগণ**ও এ সময় সম্বন্ধে **আপত্তি** করিতে পারিবেন না।

৬। অব্দ গণনা।

(১) মৎস্যপুরাণ ১৪২ অধ্যায়

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ।

ত্রিংশদন্যানি বর্ষাণি স্মৃতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ॥ ১৩

নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি চ।

বর্ষাণি নবতিশ্চৈব ধ্রুবসংবৎসরঃ স্মৃতঃ॥ ১৪

"লৌকিক তিন সহস্র ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষি বৎসর এবং নয় সহস্র নব্বই বর্ষে ধ্রুব সংবৎসর হয়।"

(৩) ত্রিংশদ্‌যানি তু বর্ষাণি দিব্যো মাসস্তু স স্মৃতঃ। ১৪২।১১ মৎস্যপুরাণ।

"লৌকিক ত্রিশ বৎসরে এক দিব্য মাস হয়।" এই দিব্য মাস শনির এক বৎসর।

(৪) মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়—

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সংন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥ ৬৯
ইতরেষু সসন্ধেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥ ৭০
যদেতৎ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং।
এতদ্বাদশং সাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে॥ ৭১
দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিমেব চ॥ ৭২

অর্থাৎ চারি সহস্র বৎসরে সত্য যুগ হয়। সেই যুগের পূর্ব্ব তাবত শত বৎসর অর্থাৎ চারি শত বৎসর সন্ধ্যা এবং উত্তর চারি শত বৎসব সন্ধ্যাংশ হয়। ৬৯। অন্যান্য তিন যুগে তাহাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ এক এক সহস্র ও এক এক শত বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। ৭০। মনুষ্যদিগের এই যে চারিযুগের সংখ্যা নিরূপিত হইল, এই দ্বাদশ সহস্র বৎসরে দেবগণের যুগ হয়। ৭১। এইরূপে দৈবযুগের উপরোক্ত সহস্র সংখ্যায় অর্থাৎ ১২০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং ঐ পরিমাণে তাহার এক রাত্রি হয়। ৭২।

মহাভারত, বনপর্ব্ব; ১৮৭ অধ্যায়—সত্যযুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, ঐ যুগের সন্ধ্যা চারি শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ। ত্রেতা-

যুগ ত্রিসহস্র বর্ষ পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর, উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষমানাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্যযুগ সমুপস্থিত হয়; এইরূপ দ্বাদশ সহস্র বার্ষিকী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল। সহস্র মানুষী যুগাখ্যা এক ব্রাহ্মী যুগাখ্যার সমান। (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।

৭। ঋতু গণনা।

(১) অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি বলিয়াছেন (১।৯৫।৩ ঋক)—

ত্রীণি জানা পরি ভূষংত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্বামনু প্র দিশং পার্থিবানামৃতূন্ প্রশাসদ্বি দধা বনুষ্টু॥

অর্থাৎ সেই (অগ্নি) তিনটি জন্মস্থান অলঙ্কৃত করে; সমুদ্রে এক, আকাশে এবং অন্তরীক্ষে এক, তিনি (সূর্য্যরূপে) ঋতুগণ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর হিতার্থ পূর্ব্ব প্রদেশ যথাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন। (রমেশ)

সায়ণ বলেন, "সমুদ্রে বড়বানলের জন্ম, আকাশে সূর্য্যরূপ অগ্নির জন্ম এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপ অগ্নির জন্ম। দিক ও কালের স্বভাবতঃ কোন ভেদ নাই, পূর্ব্বাদি দিক নির্ণয় এবং বসন্তাদি কাল নির্ণয় সূর্য্যের গতি দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, অতএব সূর্য্যই সেই দিক ও কাল ভেদের কর্ত্তা।"

গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন (২।৩৮।৪ ঋক)—

পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়ংতী মধ্যা কর্তোর্ন্যধাচ্ছক্ম ধীরঃ।
উৎসংহায়াস্থাদ্ব্যৃতুঁরদর্ধররমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ॥

অর্থাৎ বস্ত্র ব্যয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে সম্যকরূপে বেষ্টন করিতেছেন, প্রজ্ঞাবান লোক যে কর্ম্ম করিতেছিল, তাহা করিতে সক্ষম হইলেও মধ্যস্থলে রাখিয়া দিতেছে। বিরামরহিত ও ঋতুর বিভাগ কর্ত্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনরায় উদিত হয়েন, তখন লোকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে। (রমেশ)

সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন (১০।৮৫।১৮ ঋক)—

পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীলংতৌ পরি যাতো অধ্বরং।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ॥

অর্থাৎ এই দুইটি শিশু মায়াবলে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিচরণ করতঃ ক্রীড়া করিতে করিতে স্বর্গপথে সম্যক রূপে গমন করেন। এক জন (অর্থাৎ চন্দ্র) ব্যাপ্ত ভাবে প্রবেশ করতঃ ভুবনকে সম্যকরূপে আর্দ্র করিতে করিতে, অপরে (অর্থাৎ সূর্য্য) ঋতুর বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

(২) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৬৪।২ ঋক)—

সপ্ত যুংজংতি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ॥

অর্থাৎ (সূর্য্যের) একচক্র রথে সপ্ত অশ্ব যোজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্তনামে রথ বহন করিতেছে। চক্রের তিন নাভি, উহা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর্ণ হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

এই ঋকের লিখিত এক চক্র এক বৎসর, সপ্ত অশ্ব সাত দিন, সাত

* এই দুইটি শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব্ব, পশ্চিমে বিচরণ করেন, ইহাঁরা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান, একজন, (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতুর ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সূর্য্য) ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন। (রমেশ)

দিনের সাতটি নাম আছে। তিন নাভি, তিন ঋতু। ১।১৬৪।৪৮ ঋকের অর্থ (১৭১ পৃষ্ঠা)।

(৩) ১।১৫৫।৬ ঋকের অর্থ (১৭২ পৃষ্ঠা) ও ১০।৯০।৬ ঋকের অর্থ (১৩২ পৃষ্ঠা)।

(৪) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন (১।১৬৪।১৫ ঋক)—

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষড়্‌যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।

তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজংতে বিকৃতানি রূপশঃ॥

অর্থাৎ (আদিত্যের) সহজন্মা (ঋতু) গণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক; অন্য ছয় (ঋতু) যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হইতে উৎপন্ন। এই (ঋতুগণ) সকলের ইষ্ট, স্থান ভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত, এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট। উহারা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য পুনঃ পুনঃ ঘুরিতেছে। (রমেশ)

(৫) ১।১৬৩।১২ ঋক (১৬৭ পৃষ্ঠা)।

(৭) ১০।৮৫।১৮ ঋক (২০৫ পৃষ্ঠা)।

(৮) পরাশর তন্ত্রে লিখিত আছে—"সৌম্যাদ্যাং সার্পার্দ্ধং গ্রীষ্মঃ" অর্থাৎ মৃগশিরার (সৌম্য) প্রথম হইতে অশ্লেষার (সার্প) অর্দ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল।

মৃগশিরার ৬।৪০ পল বৃষরাশি ভুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাস বৃষরাশি। সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫ তারিখ হইতে (মৃগশিরা ১৩।২০ + আর্দ্রা ১৩।২০ + পুনর্বসু ১৩।২০ + পুষ্যা ১৩।২০ + অশ্লেষার ৬।৪০ = ৬০) ২৪ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ২মাস গ্রীষ্মকাল। এই সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ২মাস বসন্ত-কাল ছিল।

(৯) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বসন্ত হইলে চৈত্র মাসে রেবতী পর্য্যন্ত শিশির ঋতুই হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(১) পরিশিষ্ট (১৩৯ ও ১৪১ পৃষ্ঠা) দেখুন।

(১২) সূর্য্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।

অঘাসু হন্যংতে গাবোঽর্জ্জুন্যোঃ পর্য্যূহ্যতে ॥১০।৮৫।১৩ ঋক।

অর্থাৎ সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে বহন করিবার জন্য ঐ রথ সৃজিত ও রক্ষিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি মঘা নক্ষত্রে (বা অন্ধকারে) হত (অর্থাৎ আবৃত) হয় এবং ফল্গুনী নক্ষত্রে (বা দিনে) নিবারিত (বা নীত) হয়। *

(১৩) মৎস্যপুরাণ ৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

অশ্বঋক্ষ মুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সিংহাননা স্তথা।

শ্ব-শূকরমুখাঃ কেচিৎ কেচিদুষ্ট্রমুখাস্তথা ॥৫৩

অর্থাৎ কেহ কেহ অশ্ব ও ঋক্ষমুখ, কেহ সিংহমুখ, কেহ কেহ কুকুর ও শূকরমুখ এবং কেহ কেহ উষ্ট্রমুখ।

খরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরাশীবিষাননাঃ।

ঈহামৃগমুখাশ্চান্যে বরাহমুখ সংস্থিতাঃ ॥১

বালসূর্য্যমুখাশ্চান্যে ধুমকেতু মুখাস্তথা।

অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধবক্ত্রাশ্চ অগ্নিদীপ্তমুখাস্তথা ॥২

---

* রমেশবাবুর অর্থ—পতিগৃহে গমন কালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অদ্ভুত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়।

হংসকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ।

সিংহাস্যা লেলিহানাশ্চ কাক গৃধ্রমুখাস্তথা ॥৩।১৬৩ অধ্যায়।

অর্থাৎ কতক গুলির মুখ গর্দ্দভের ন্যায়, কতক গুলির মুখ মকরের ন্যায়, কতক গুলির আশীবিষের ন্যায়, কতক গুলির ঈহা মৃগের ন্যায়, কতক গুলির বরাহের ন্যায়, কতক গুলির বালসূর্য্যের ন্যায়, কতক গুলির ধুমকেতুর ন্যায়, কতকগুলির অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, এবং কতক গুলির মুখ হংস ও কুক্কুটের ন্যায়। কতক গুলি ব্যাদিত বদন, কতক গুলির সিংহানন, কতকগুলি লেলিহান, বরাহের ন্যায়, কতকগুলি কাক ও গৃধ্রমুখ।

(১৭) সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

গ্রহর্ক্ষদেবদৈত্যাদি সৃজতোহস্য চরাচরম্।

কৃতাদ্রিবেদা দিব্যাব্দাঃ শতঘ্না বেধসো গতাঃ ॥২৪

"৪৭৪০০ দিব্য বৎসর, গ্রহ, নক্ষত্র, দেব, দৈত্য, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতির সৃষ্টিতে অতিবাহিত হইয়াছিল।"

দিব্য বৎসর নহে, ইহা মানুষ বৎসরেরই কথা। কারণ এই অব্দ সংখ্যা আমাদের গণনার সহিত বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" দিব্যাব্দ "সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ত্তমান সংস্করণ কর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(২৩) প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে বিমানের উল্লেখ বিশেষরূপে দেখা যায়—

রামায়ণ যুদ্ধ কাণ্ডে ১২১ সর্গে লিখিত আছে।

পুষ্পকনামং ভদ্রং তে বিমানং সূর্য্য সন্নিভং।

মম ভ্রাতুঃ কুবেরস্য রাবণেন বলীয়সা ॥ ৯

হৃতং নির্জ্জিত্য সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমং।

ত্বদর্থং পালিতং চেদং তিষ্ঠ্যত্যতুল বিক্রম ॥ ১০

বিভীষণ বলিতেছেন—হে অতুল বিক্রম রামচন্দ্র! এই যে সূর্য্য-সন্নিভ-সুগঠিত অত্যুত্তম দিব্য বিমান দর্শন করিতেছেন, ইহার নাম পুষ্পক। ইহা কামগম, চালকের ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া থাকে। মহাবল ভ্রাতা রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, ইহা ভ্রাতা কুবেরের নিকট হইতে হরণ করেন। ইহা আপনার জন্য আনীত ও রক্ষিত হইয়াছে।

৮০ সর্গে লিখিত আছে—

স তু বেহায়সরথো যুধি তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অচক্ষুর্বিষয়ে তিষ্ঠন্ বিধ্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২২

আকাশগামী রথে আরূঢ় হইয়া সেই বীর (ইন্দ্রজিৎ) অদৃশ্য থাকিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা রণমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাভারত বনপর্ব্ব ৭১ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

অশ্বগণ প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলে, অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ তাহাদিগের বেগাতিশয্য সমবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মহাভারত বনপর্ব্ব ৪২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

ধীমান কুরুনন্দন (অর্জ্জুন) সেই সূর্য্য সঙ্কাশ (ইন্দ্রের) দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুৎ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

মহাভারত আদি পর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়—

দৈবোথ ভোগ্যং দিব্যং ত্বামাকাশে স্ফাটিকং মহৎ।
আকাশগং ত্বাং মদ্দত্তং বিমানমুপপৎস্যতে॥ ১৩

মনুষ্যমধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত (ইন্দ্রদত্ত) এই দিব্য স্ফটিক নির্ম্মিত

আকাশমার্গগামী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিগ্রহবান দেবতার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী।
যোগাসক্তা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচচারহ॥ ২৬
প্রভাসাস্যচ ভার্য্যা সা বসুনামষ্টমস্য হ।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগো জজ্ঞে শিল্প প্রজাপতিঃ ২৭
কর্ত্তা শিল্প সহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তাং শিল্পবতাংবরঃ॥ ২৮
যো দিব্যানি বিমানানি ত্রিদশানাং চকারহ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তী তস্য শিল্পং মহাত্মনঃ॥ ২৯

বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইঁহার গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে প্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বশিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সমুদায় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইহার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেরা সেই অক্ষয় বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—

হংসযুক্ত বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতাঃ ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥ ১৪,
মাহেশ্বরী বৃষারুঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্রলেখাবিভূষণা॥ ১৫
কৌমারী শক্তিহস্তাচ ময়ূরবরবাহনা।
যোধুমভ্যাষযৌ দৈত্যান্ অম্বিকা গুহরূপিণী॥ ১৬॥ ৮৮ অঃ।

হংসযুক্ত বিমানের উপর অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যে ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন, তিনি ব্রহ্মাণী বলিয়া কীর্ত্তিত। ত্রিশূলধারিণী মহাসর্পবলয়া অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষণা মাহেশ্বরী শক্তি বৃষভা-রোহণে আগমন করিলেন। শক্তিহস্তা গুহরূপিণী কৌমারী শক্তি ময়ূরবর বাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন ইত্যাদি।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে দেবতার যে বাহন তাহা তদাকৃতি সংযুক্ত বিমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। গণেশের মুষিক বাহন। বাস্তবিক মুষিক কাহারও বাহন হইতে পারে না, এস্থলে মুষিকাকৃতিযুক্ত বিমান ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এত বাহন থাকিতে মহাদেব বৃষভ বাহন বাছিয়া লইলেন কেন?

রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে ৪ সর্গে ২৭ শ্লোকে লিখিত আছে—

তেতো বৃষভমাস্থায় পার্ব্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈশুশ্রাব রুদিতস্বনম্ ॥২৭

অনন্তর মহাদেব পার্ব্বতি সমভিব্যাহারে বৃষে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

মহাদেবের বৃষ কি তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহরূপে বুঝা গেল। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—

বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শতসঙ্খ্যৈর্দিবৌকসং।
প্রভাদীপিত পর্য্যন্তং মেরু পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৬৮
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চসং।
মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিম্না বর্ত্ততে সদা ॥ ৭৩। ৩৪ অঃ।

মেরু পর্ব্বতের স্তরে স্তরে দেবগণের চাকচিক্যশালী অসংখ্য **বিমান** যান চারিদিক সমুদ্‌ভাসিত করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার বিমান অতীব বৃহত্তর ও মহাগুণ সম্পন্ন।

আর একস্থলে লিখিত আছে—

বিমানযানৈরাকাশং পতত্রিভিরিবাবৃতম্। ৩৪।১১ অধ্যায়।

বিমান যান দ্বারা আকাশ পক্ষিশ্রেণী দ্বারা আবৃতের ন্যায় হইয়াছিল।

এইরূপ বহুতর প্রমাণ দ্বারা নিঃসংশয়ে জানা যায়, অতি প্রাচীনকালে সুমেরু প্রদেশবাসী আর্য্যগণ বিমান ব্যবহার করিতেন, এবং তৎসাহায্যে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই যাইতেন। এখন আমরা যদি না পারি, সে দোষ তাঁহাদের নহে, **আমাদের**।

অমর ও মেদিনী প্রভৃতি কোষকারগণ বলিয়াছেন—

"ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রী," "বিমানং ব্যোমযানে চ।"

বিঃ পক্ষী এব আনম্ উপমা যস্য তৎ বিমানম্।

ব্যোমযানকেই বিমান বলে। পক্ষীর সহিত যাহার উপমা হয়, তাহার নাম **বিমান**।

বঙ্গদর্শন ১৩১৪।৪৬০ পৃষ্ঠা দেখুন।

(২৪) বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন (৬।৬।১ ঋক)—

প্র নব্যসা সহসঃ সূনুমচ্ছা যজ্ঞেন গাতুমব ইচ্ছমানঃ।

বৃশ্চদ্বনং কৃষ্ণয়ামং রুশংতং বীতী হোতারং দিব্যং জিগাতি॥

অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে নূতন ক্ষিপ্ত অচ্ছেদ্য কিরণ দ্বারা, আকৃষ্ট পৃথিবীকে, ভূষিত করিতে করিতে নিম্নদিকে গমনাভিলাষী সূর্য্য **বৃশ্চিক** রাশিতে পৌষমাসে আকাশপথে গমন করে। *

---

* রমেশবাবুর অর্থ—যে ব্যক্তি অন্ন কামনা করে, সে স্তুতিভাজন, বনদহনকারী,

ঐ ঋষি বলিয়াছেন (৬।৮।৫ ঋক)—

যুগে যুগে বিদথ্যং গৃণভ্যোঽগ্নে রয়িং যশসং ধেহি নব্যসীং।

পব্যেব রাজন্নঘশংসমজর নীচা নি বৃশ্চ বনিনং ন তেজসা ॥

অর্থাৎ হে অগ্নি ! যুগে যুগে বর্ত্তমান থাকিয়া (তুমি) অধোভাগে বৃশ্চিক আলয়ে সশব্দে গমনশীল বিস্তৃত (পৃথিবীকে) নব ক্ষিপ্ত নির্ম্মল দীপ্তিশালী অন্ধকারনাশী নিম্নগামী অক্ষয় তেজ দ্বারা ধারণ কর। †

(২৫) মহাভারতে লিখিত আছে—সেই প্রলয়কালে সমুদায় দেব যক্ষ রাক্ষস মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া কেবল একার্ণব অবশিষ্ট হইবে। অতিবৃষ্টিতে সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ঐ সময় পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও পৃথিবী জল-নিমগ্ন হইবে। পরে সেই সমুদয় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (বনপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)।

(২৭) তৎপরে এককালে সপ্তসূর্য্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদী সকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক বা আর্দ্রই হউক, যে কিছু তৃণ কাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদয় ভস্ম হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্ত্তক নামক বহ্নি বায়ু সহায় হইয়া আদিত্যোপ-শোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল-তলে প্রবেশ করিবে। (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)।

কৃষ্ণবর্ত্মা, শ্বেতবর্ণা, কমনীয়, হোমকারী, স্বর্গীয় শক্তিপুত্র (অগ্নির) অভিমুখে নবীনতর যজ্ঞ সহকারে গমন করেন।

† রমেশ বাবুর অর্থ—হে অগ্নি ! তুমি যাগার্হ, তোমাকে উদ্দেশ করিয়া যাহারা নবীন স্তোত্র সমূহ উচ্চারণ করে, তুমি তাহাদিগকে ধন ও যশস্বী (পুত্র) প্রদান কর ; হে দীপ্তিমান অবিনশ্বর অগ্নি। তুমি বজ্রের ন্যায় নিজ দীপ্তিদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় শত্রুকে নিপাতিত কর।

Moreover the light of the **moon** shall be as the light of the **sun,** and the light of the **sun** shall be **sevenfold,** as the light of seven days. Bible, Isaiah 30. 26. অর্থাৎ সেই দিন নিশাপতির জ্যোৎস্না দিবাকরের তেজের তুল্য হইবে, এবং দিবাকরের তেজ সপ্তগুণ অধিক অর্থাৎ সপ্তদিবসের দীপ্তির সমান হইবে।

সূচীপত্র।

অংশ ১৭১,

অঙ্গ বঙ্গাদি ১৯৭, ২০০

অদিতি ১৩৪

অন্তর্যুগ, মেষ ৩৬, ৫৯, বৃষ ৩৬, ৬২,
মিথুন ৩৭, ৬৪, কর্কট ৩৭, ৭২,
সিংহ ৩৭, ৮৫, কন্যা ৩৮, ১০০,
তুলা ৩৯, ১১৮, বৃশ্চিক ৩৯, ১২০
ধনু ৩৯, ১২১, মকর ৪০, ১২২,
কুম্ভ ৪০, ১২৩, মীন ৪০, ১২৫

অবতার, মৎস্য ৬৭, কূর্ম্ম ৭৪, ৭৭, বরাহ ৮১
নৃসিংহ ৮৭, বামন ১৯৭, কল্কি ৩১

অব্দগণনা ৩১, ৪৯, ২০২

অব্দচক্র ৩৬, ৪১

অভিব্যক্তিবাদ ৮৯

অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র ১৮০, ১৮৪

আহ্নিক গতি ১৯

উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন ১১

ঋতু ৫০, ৫৫, ২০৪

ঋতু চক্র ১৬৭

কটিবন্ধ ৮৪

কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি ১৫, ১৮৬, ১৮৭

কলিযুগ ৩০, ৩৮, ৪৫

কৃত্তিকা কাল ২০০

ক্রান্তিপাত ১৩, ২৩, ৭১

খণ্ড, পাতাল ৬৫, সুতল ৬৯, মহাতল ৭৫,
গভস্তিমৎ ৭৮, নিতল ৮৫, বিতল ৯৪,
অতল ১০৯, তল ১১২,

গ্রহ ৪

চন্দ্র ৫, ১৭, ১২১, ১৫৮, ১৬২

জলপ্লাবন ১১০

জীব, তির্য্যক স্রোতা ৬৬, উর্দ্ধ স্রোতা ৭৭,
অর্ব্বাক স্রোতা ৮০, অনুগ্রহ ৮৭,
কৌমার ৯৯

জ্যোতিষ, সৌরকেন্দ্রিক
১৪৫, ১৭৮, ভৌমকেন্দ্রিক ১৫০, ১৭৮,
১৭৯

দক্ষ ৫, ১৫৩, ১৫৪

দধীচি ১৯০, ১৯২

দিব্যমান ২০, ৩৪, ২০৮

দীর্ঘতমা চক্র ২২, ১৯২

ধনিষ্ঠাকাল ২০০

নক্ষত্র ১০

পরিশিষ্ট ১২৬

পুনর্ব্বসুতে অয়ন ১৮১

পৃথিবী ৪, ৭, ১৪০, ১৫০, ১৬৫
" গতি ৯, ১৪২, ১৬৭, ১৭৪
" বয়স ২০, ২৩, ১৮৮, ২০১
" ভবিষ্যৎ ১১৭

পৌরাণিক যুগ, বিকৃত ১৭৮, প্রকৃত ১৭৬
প্রাজাপত্য বৎসর ২০, ৩৩,
ভ চক্র ২১
ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব ৫৯
ভূভ্রমণবাদ ১৭৫,
মধুকৈটভ বধ ৬৯, ৮০, ৮২
মনুষ্য সৃষ্টিকাল ২০২
মানুষ ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৬, ৯৭
মেদিনী ৬৯, ১৪১
মেরুপ্রদেশে অয়ন ১২, ১৮৪,
যুগ ২৭, ৩৬, ৩৯, ৪৫, ৪৯, ১১৬, ২০৩
যুগবিভাগ ২৭, ব্রহ্ম চক্রে ৩০
রাশি ১০, ১৬৯, ১৭০
রাশি ভ্রমণ কাল ১৮
রাহু ১৪৭
বলিচক্র ২২, ১৯৭, ১৯৯
বাঙ্গলা ২০০
বানর ৮৭, ৮৮
বার্হস্পত্য মান ২০, ৩৩, ১৮৮
বিমান ১১২, ২০৮
বৃত্র বধাব্দ ২১, ১৯০, ১৯২
ব্রহ্ম চক্র ১৪, ৪৮, ১৮৫
ব্রহ্মা ৯৯
ব্রাহ্ম অব্দ ৩৫
শঙ্খাসুর বধ ৮২
শুনঃশেপ ১৬৩, ১৭৯, ১৯৪
সপ্তসূর্য্য ২১৩, ২১৪
সমুদ্র-মন্থন ১৫৫
সরিসৃপ ৭৪
সাবর্ণি মনু ৪৯, ১১৯
সৃষ্টাব্দ ৩৮, ৪৯, ১৮৬
সৃষ্টি ১, ১২৬, ২০৮
স্তন্যপায়ী ৮০
স্তর, প্রিকেম্ব্রিয়ান ৬৫, কেম্ব্রিয়ান ৬৬,৬৭
সিলুরিয়ান ৬৬, ৬৮, ডিবোনিয়ান ৬৯, ৭০
কার্ব্বনিফেরাস ৬৯, ৭৪, পার্মিয়ান ৭৫,
ট্রিয়াসিক ৭৫, ৭৮, জুরাসিক ৭৯, ৮১,
চাখড়ি ৭৯, ৮২, ইওসিন ৮৩, ৮,
ওলিগুজেসিন ৮৫ ৯৪, মাইওসন ৯৪,
প্লায়োসিন ৯৪, ৯৬ প্লিষ্টোসিন ৯৯,
আধুনিক ৯৯
স্বর্ভানু ৪, ১৪৭
হিমশিলা-পাত ১০১
হিরণ্যকশিপু ৮৭
হিরণ্যাক্ষ ৮২